বৈদ্যনাথ-

হিন্দুসমাজ ও পল্লী-সংগঠন।

সতীশচন্দ্র দে প্রণীত

মূল্য বার আনা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। ১১ রায় ষ্ট্রীট, এল্‌গিন
রোড ডাকঘর, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকারকর্ত্তৃক
প্রকাশিত এবং এই ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

প্রকাশক—
সতীশচন্দ্র দে,
১১ নং রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মুদ্রাকর—বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
কালীতারা প্রেসে
১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা
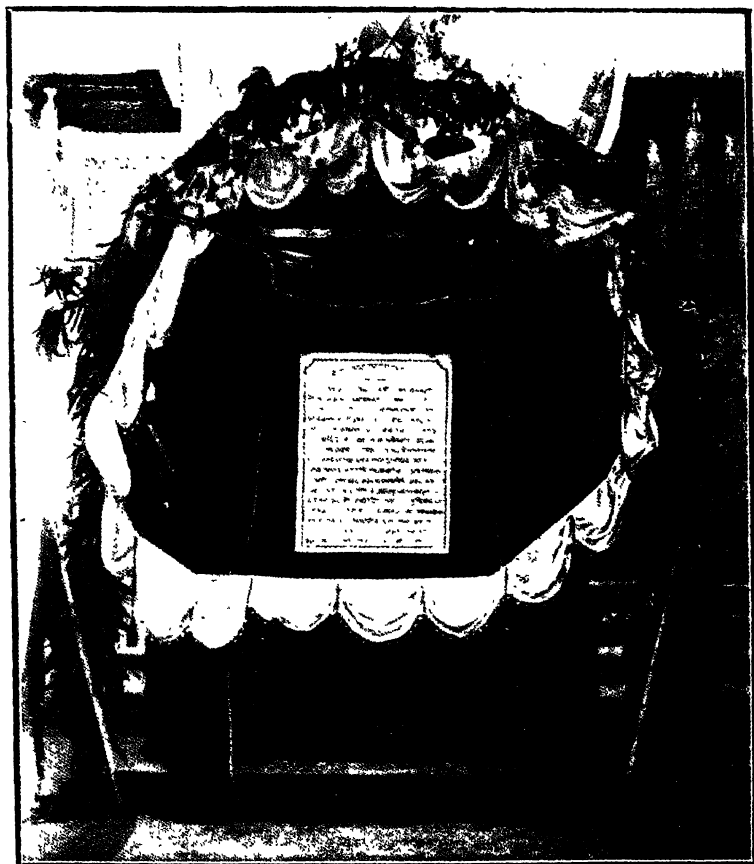
সতীশচন্দ্র দের কাঁচরাপাড়াস্থ বাটীতে ৬ই মাঘ, ১৩৪০ সালে স্থাপিত চৈতন্যদেব এবং তাঁহার কাঁচরাপাড়া-বাসী ভক্তমণ্ডলীসম্বন্ধীয় স্মৃতিফলক।

ভূমিকা

এই পুস্তকের ৯৬ ও ৯৭ পৃষ্ঠায় ১৪৩৬ শকে (১৫১৪ খৃষ্টাব্দে) কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে কাঁচরাপাড়ায় (কুমারহট্টের উত্তরাংশে) চৈতন্যদেবের পদার্পণ-সম্বন্ধীয় প্রস্তরফলকের আমাদিগের কাঁচরাপাড়াস্থ বাটীতে স্থাপনের কথা লিখিয়াছি। ভগবানের ও চৈতন্যদেবের কৃপায় এবং কলিকাতা, হাওড়া, কৃষ্ণনগর, চুঁচুড়া, হালিসহর, রাণাঘাট প্রভৃতি স্থান হইতে সমাগত মহোদয়দিগের এবং কাঁচরাপাড়াবাসী-দিগের উৎসাহে আমাদিগের কাঁচরাপাড়ার বাটীতে এই শুভকার্য্য ৬ই মাঘ, ১৩৪০ সালে (২০শে জানুয়ারী, ১৯৩৪) সম্পন্ন হইয়াছে। ৫ই মাঘ সন্ধ্যাকালে স্থানীয় হরিসঙ্কীর্ত্তনদলের কীর্ত্তন এবং যথোপযুক্ত হরির লুটদ্বারা অধিবাসকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। পরদিন প্রভুপাদ সত্যানন্দগোস্বামীকর্ত্তৃক ভোগদান-কার্য্য-সম্পাদনের সময়ে কলিকাতার শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসীমহাশয়ের দলের সুমধুর কীর্ত্তন (ইহাতে বঙ্গবাসীকলেজের অধ্যাপক ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং কুলদা-প্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন যোগদান করিয়াছিলেন) সকলকে মোহিত করিয়াছিল। ইহার পরে কুলদাবাবু তাহার মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় একটী ভক্তিপূর্ণ সময়োচিত বক্তৃতা প্রদানকরিয়া সমবেত মহিলা এবং ভদ্রমহোদয়দিগের সম্মুখে প্রস্তরফলক উন্মোচিত করিয়াছিলেন। তাহার পরে প্রসাদ-বিতরণের পরে উৎসবের শেষ হইয়াছিল। যাঁহারা নানা-প্রকার কষ্ট উপেক্ষাকরিয়া আমাকে এই উৎসবের সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন-বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

চৈতন্যদেব যেস্থানে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রিয়তম ভক্তদ্বয় শিবানন্দসেন এবং বাসুদেবদত্তের গৃহ যেস্থানে ছিল এবং শিবানন্দসেন ও তৎপুত্র কবিকর্ণপূরের গুরু গৌরাঙ্গদেবভক্ত কৃষ্ণদেবপূজক শ্রীনাথ-পণ্ডিতের বাসস্থান যেস্থানে ছিল কিম্বা চৈতন্যদেবের স্নেহপাত্র জগদানন্দ পণ্ডিতের গৃহ যেস্থানে অবস্থিত ছিল এবং চৈতন্যদেবের সময়ে কৃষ্ণদেবের মন্দির যেস্থলে স্থাপিত হইয়াছিল, সে সকল স্থান সম্ভবতঃ গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত। তত্রাচ শ্রীনাথপণ্ডিত-পূজিত কৃষ্ণদেববিগ্রহ চৈতন্যদেবের সময়ের এবং তাঁহার তিনজন প্রধান ভক্ত—শিবানন্দসেন, কবিকর্ণপূর ও শ্রীনাথপণ্ডিতের নিদর্শনস্বরূপ এক্ষণেও বর্ত্তমান আছেন। তন্নিমিত্ত আমরা কৃষ্ণদেবের মন্দিরের দক্ষিণপ্রাচীরে প্রস্তরফলক গ্রথিত করিতে অভিলাষ করিয়াছিলাম। কিন্তু এ কার্য্যে কৃষ্ণদেবের সেবায়েত-মহাশয়েরা সম্মত না হওয়াতে আমাদিগের কাঁচরাপাড়াস্থ বহির্বাটীতে এই স্মৃতি-ফলক প্রতিষ্ঠিত করিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি, এ কথা আমাদিগের বলা আবশ্যক ; কারণ এখনও মনে করি যে কৃষ্ণদেববিগ্রহের মন্দিরই এ স্মৃতি-ফলকের প্রকৃষ্ট এবং উপযুক্ত স্থান। যদিও কৃষ্ণদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণ-প্রাচীরে এ প্রস্তরফলক সংলগ্ন করিতে পারি নাই, আমার দানশীল খুল্ল-পিতামহ ঈশ্বরচন্দ্রদেব (দে)-স্থাপিত শ্রীধরদেবের সন্নিধানে এই স্মৃতিমন্দির নির্ম্মিত করিতে সক্ষম হইয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

এই স্মৃতিচিহ্ন কাঁচরাপাড়াবাসীদিগের সমবেত চেষ্টাদ্বারা অনেক-পূর্ব্বেই স্থাপিত হওয়া উচিত ছিল। তাঁহারা ইহা করিলেন না দেখিয়া, আমি কাঁচরাপাড়াবাসীদিগের প্রতিনিধি হইয়া গৌরাঙ্গদেবের এবং তাঁহার কাঁচরাপাড়ানিবাসী ভক্তমণ্ডলীর অতি সামান্য স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছি।

প্রস্তরফলকের লেখার সহিত এই পুস্তকের ২৬-২৭ পৃষ্ঠায়

লিখিত বিবরণের সামান্য বিভেদ আছে—নামের উপসর্গগুলি বাদ দিতে হইয়াছে; কারণ তাহা না করিলে প্রস্তরফলক আরও বড় হইত এবং কলিকাতা হইতে কাঁচরাপাড়া লইয়া যাইবার সময়ে ইহার ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা থাকিত।

যে প্রস্তরফলক-দ্বয় স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে উৎকীর্ণ আছে—

উপরের প্রস্তরে—

"সব তাপ দূর হবে এই মন্ত্রবলে।
হরিনাম-মন্ত্রপাঠে সদ্য ফল ফলে॥"
—চৈতন্যদেব (গৌঃ কাঃ পরিশিষ্ট পৃষ্ঠা 'স' দেখুন)।

নীচের প্রস্তরে—

"শ্রীচৈতন্যদেবোজয়তু।

১৪৩৬ শকে (১৫১৪ খৃষ্টাব্দে) কার্ত্তিক কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে শ্রীচৈতন্য-দেবের কাঁচরাপাড়ায় শুভপদার্পণের স্মৃতি এবং তাঁহার এই স্থানবাসী ভক্তমণ্ডলী শিবানন্দসেন, তৎপুত্র কবি কর্ণপূর, তাঁহাদের গুরু কৃষ্ণদেবপূজক শ্রীনাথ, জগদানন্দ এবং বাসুদেবদত্তের পূতস্মৃতি দেশবাসীর মনে জাগরূক করিবার অভিপ্রায়ে কাঁচরাপাড়াবাসী রাধামোহনদের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রস্থাপিত শ্রীশ্রীধরঠাকুরগৃহে ঈশ্বরচন্দ্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতা নীলমণির পুত্র শ্যামাচরণের পুত্র সতীশচন্দ্রকর্ত্তৃক তাহার পিতৃস্বসা পার্ব্বতীর এবং মাতা কামাক্ষ্যাকুমারীর আত্মার মঙ্গলার্থে এবং তাহার প্রতিবেশী নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায়ের এবং সতীশচন্দ্রের স্ত্রী মৃণালিনীর এবং ভগ্নী সুশীলার এবং পুত্রত্রয় যতীশ, ক্ষিতীশ ও সুধীরের এবং পুত্রবধূত্রয়া সুষমা, ইন্দিরা ও শিবানীর এবং সুধীরের পুত্র অবন্তীভূষণের উৎসাহে এই প্রস্তরফলক ৬ই মাঘ, ১৩৪০ সালে, ২০শে জানুয়ারী, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইল।"

এই প্রস্তরফলক-স্থাপন-সম্বন্ধীয় তিনখানি চিত্র এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছি। প্রথমচিত্র গ্রন্থকারের কাঁচরাপাড়াস্থ বাটীতে স্থাপিত চৈতন্যদেব এবং তাঁহার ভক্তমণ্ডলীসম্বন্ধীয় স্মৃতিমন্দিরের [১]; দ্বিতীয়চিত্র সমবেত মহোদয়দিগের কতিপয়ের। তৃতীয় চিত্র—যাঁহা-দিগের অক্লান্ত পরিশ্রমনিমিত্ত লেখক এই উৎসব-অনুষ্ঠানে সক্ষম হইয়াছেন তাঁহাদিগের কতিপয়ের।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন—— বঙ্গবিখ্যাত সুবক্তা ভাগবতরত্ন কুলদাপ্রসাদ মল্লিক, কলিকাতার সলিসিটর বিজয়কুমার বসু (অনারেব্‌ল্, রাষ্ট্রসভার সভ্য, সি. আই. ই., কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ভূতপূর্ব্ব মেয়র এবং বর্ত্তমানে অন্যতম অল্ডারম্যান), কৃষ্ণনগর-কলেজের অধ্যাপক হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়া নরসিংহ-দত্ত কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন, ঐ কলেজের অধ্যাপক রণদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী, ঐ কলেজের লাইব্র্যারীয়ান সনাতন দত্ত এবং ঐ কলেজের ক্লার্ক বিজয়লাল সরকার, বঙ্গবাসী-কলেজের অধ্যাপক ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়, রিপন কলেজের অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, কাঁচরাপাড়ানিবাসী রায় সাহেব ডাক্তার নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায়, তাঁহার পুত্র সত্যেন্দ্র, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দাস (ইটিলীর), জ্যোতির্ভূষণ সুহৃদ্‌কৃষ্ণ বসু, হাওড়ার ডাক্তার শরৎচন্দ্র দত্ত, কাঁচরাপাড়ানিবাসী ডাক্তার শরৎচন্দ্র রায়, কৃষ্ণনগরের উকিল জ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের সহকারী হেডমাষ্টার গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ঐ স্কুলের শিক্ষক জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগরের উকিল সীতেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগর-কলেজের লাইব্র্যারিয়ান নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, কলিকাতাস্থ কাশীনাথমল্লিক-স্থাপিত

১। উৎসবের সময়ে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ হয় নাই।

টোলের অধ্যক্ষ সত্যানন্দ গোস্বামী, নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী মহাশয়ের সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায়, হাওড়ার স্বর্গীয় প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব রায় নরসিংহদত্ত বাহাদুরের পুত্রদ্বয় শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর এবং যতীন্দ্রনাথ,হাওড়ার সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট যোগেন্দ্রলাল নন্দী, রাণাঘাটের সাবডিভিশানাল ম্যাজিষ্ট্রেট সতীশচন্দ্র মজুমদার, বেঙ্গল সেক্রেট্যারিয়েটের কর্ম্মচারী বিনোদলাল সরকার, নদীয়ার ডিষ্ট্রিক্ট এঞ্জিনীয়ার ভূদেব শোভাকর, ভূতপূর্ব্ব পুলিশ সাব্‌ইন্‌স্‌পেক্টর হাওড়ানিবাসী কিশোরীলাল সরকার, চাকদহের পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর অনুকূলচন্দ্র সেন, কাঁচরাপাড়ানিবাসী বৈষ্ণব এবং বক্তা হিমাংশুভূষণ রায়, হালিসহরনিবাসী ই. বি. রেলওয়ের কর্ম্মচারী নীলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, ভূতপূর্ব্ব কাঁচরাপাড়া এবং বর্ত্তমানে চুঁচুড়ানিবাসী কবিরাজ ব্রজবল্লভরায়, তাঁহার পুত্র এবং ছাত্র, কলিকাতার কবিরাজ হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্‌-এ, কৃষ্ণনগরনিবাসী য্যাকাউণ্টাণ্ট জেনারেল পোষ্ট-অফিসের কর্ম্মচারী সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, গরিফানিবাসী ই. বি. রেলওয়ের কর্ম্মচারী বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ এবং তাঁহার ভ্রাতা কেবলকৃষ্ণ ঘোষ, আলিপুরের উকিল অমরকৃষ্ণ বসু, কাঁচরাপাড়ার জমিদার বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কাঁচরাপাড়ানিবাসী ই. বি রেলওয়ের কর্ম্মচারী বিজয়কুমার এবং তাঁহার ভ্রাতা সরোজকুমার সেনগুপ্ত, হাওড়ানিবাসী হস্তরেখাভিজ্ঞ জ্যোতিষী বসন্তকুমার দত্ত, কাঁচরাপাড়া-নিবাসী হালিসহর-স্কুলের শিক্ষক কালীকৃষ্ণ রায় এবং কাঁচরাপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র মণ্ডল, সত্যচরণ ঘোষ (ছোট এবং বড), পঞ্চানন-প্রামাণিক, ভূষণচন্দ্র ঘোষ, তারাপদ বিশ্বাস, কালীকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, ভীম কর্ম্মকার, বেণীশূর এবং তাঁহার পুত্র কালী, গোপালচন্দ্র রায়, খগেন্দ্রনাথ ঘোষ, বিনয়কৃষ্ণ সরকার, সত্যচরণ পাত্র, জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, দিবাকর বিশ্বাস, ডাক্তার গোপালচন্দ্র। ঘোষের পুত্র

জিতেন্দ্রনাথ, মণিমোহন সাহা, শক্তিপদ মণ্ডল এবং ইঁহারা ব্যতীত অনেক কাঁচরাপাড়ার এবং অন্যান্য স্থানের অধিবাসী। দ্বিতীয় চিত্রে অনেক ব্যক্তি বাদ পড়িয়াছেন, কারণ ছায়াচিত্র-যন্ত্রটী ক্ষুদ্র থাকায় সমাগত ভদ্রমহাশয়গণের সম্ভবতঃ এক-পঞ্চম ভাগ এ চিত্রের অন্তর্গত হইয়াছেন। ইঁহারা ব্যতীত কলিকাতা-বাঁ্যাটরার বিখ্যাত দত্ত ও সরকার পরিবারের কতিপয় মহিলা এবং আমাদিগের প্রতিবেশী স্বর্গীয় এঞ্জিনিয়ার গিরীন্দ্র ঘোষের পত্নী সরোজিনী ঘোষ, স্বর্গীয় য়্যাসেসর রাজেন্দ্রনাথ বসুর স্ত্রী সরযূ ঘোস, ম্যাকিনন-ম্যাকেঞ্জী কোম্পানীর বিশিষ্ট কর্ম্মচারী স্বর্গীয় সিদ্ধেশ্বর ঘোষের পত্নী বসন্তকুমারী ঘোষ, এবং স্বর্গীয় কন্‌ট্র্যাক্টর গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রী নিরুপমা ঘোষ এবং পার্কসার্কাসস্থ বেঙ্গল-নাগপুর-রেলওয়ের আইনবিভাগের বিশিষ্ট কর্ম্মচারী জিতেন্দ্রনাথ সরকারের পিতৃস্বসাঠাকুরাণী কষ্ট স্বীকারকরিয়া আমাদিগের কাঁচরাপাড়ার বাটীতে আগমনপূর্ব্বক উৎসব-অনুষ্ঠানে আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। উক্ত জিতেন্দ্র বাবু এবং কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর লাইটীং সুপারিণ্টেডেণ্ট্ এবং প্রসিদ্ধ ইলেক্‌ট্রিক এঞ্জিনীয়ার বঙ্কিমচন্দ্র রায় তাঁহাদিগের মোটরকার উৎসবের দিনে আমাদিগের ব্যবহারনিমিত্ত দিয়া আমাদিগের বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

৫০ নম্বর গোয়ালটুলী রোড, কলিকাতার বিশিষ্ট পুত্রদ্বয়ের মৃত্যুনিমিত্ত শোকার্ত্তা, ভগ্নস্বাস্থ্যা, ধর্ম্মপ্রাণা, অনারেব্‌ল্ বিজয়কুমার বসুর মাতা এবং আমার মাতৃস্থানীয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণী যদি কষ্ট স্বীকারকরিয়া আমাদিগের কাঁচরাপাড়ার বাটীতে না আসিতেন এবং এই উৎসব-সম্পাদনে আমাকে উৎসাহিত না করিতেন এবং এই শুভকার্য্য, সম্পাদননিমিত্ত সমধিক যত্ন এবং আশীর্ব্বাদ না করিতেন, এই শুভকর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল না।
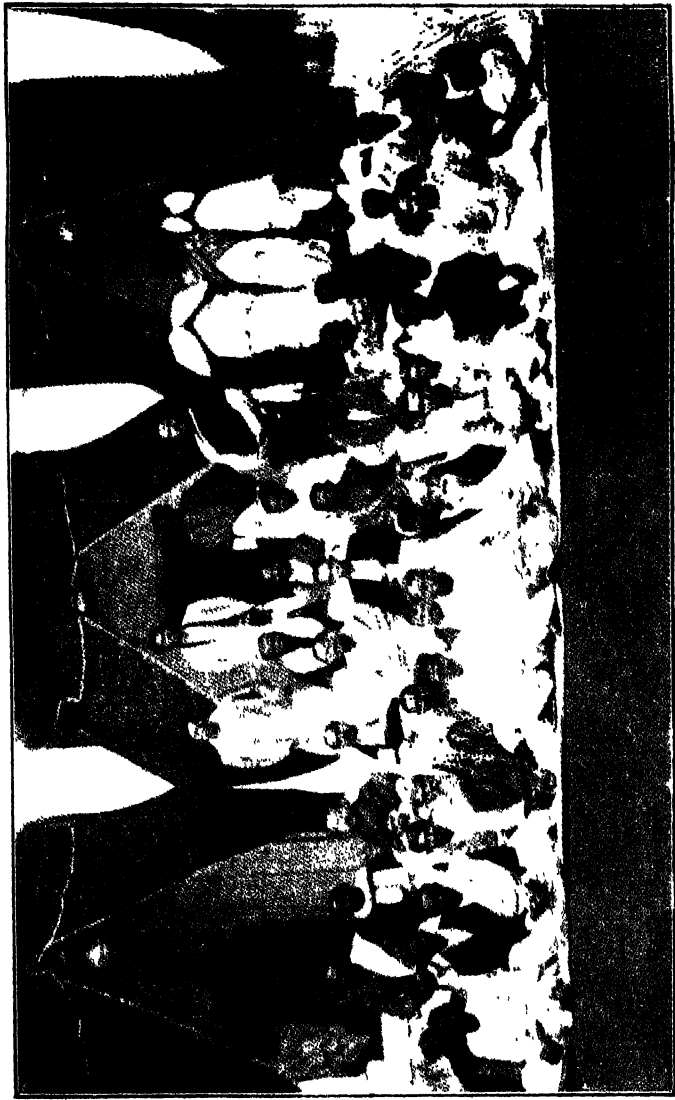
চতন্যদেবসম্বন্ধীয় উৎসব দর্শননিমিত্ত ৬ই মাঘ, ১৩৪০ সালে সতীশচন্দ্র দের কাঁচরাপাড়াস্থ বাটীতে সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর কতিপয়।

আমি বিশ্বাস করি যে অনেক অভ্যাগত মহোদয়দিগের নাম মুদ্রিত করিতে বিস্মৃত হইয়াছি। আশা করি তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিবেন।

প্রথম চিত্র—গৌরাঙ্গদেবের কাঁচরাপাড়াতে পদার্পণ এবং তাঁহার কাঁচরাপাড়া-নিবাসী ভক্তমণ্ডলীসম্বন্ধীয় অসম্পূর্ণ স্মৃতিফলকের।

দ্বিতীয় চিত্র—৬ই মাঘ, ১৩৪০ সালে (২০শে জানুয়ারী, ১৯৩৪) প্রস্তরফলক উন্মোচন-উৎসব-সন্দর্শনার্থ জেলা নদীয়ান্তর্গত কাঁচরাপাড়া-গ্রামবাসী সতীশচন্দ্র দের বাটীতে সমবেত মহোদয়দিগের কতিপয়ের—বাম হইতে দক্ষিণে এবং উপর হইতে নীচে—

(ক) দণ্ডায়মান—শ্রীযুক্ত রামেশ্বর দত্ত (হাওড়া), সত্যেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শম্ভু কর, কিশোরীলাল সরকার (হাওড়া), এবং খগেন্দ্র, যাদব ও সত্যচরণ ঘোষ (ছোট)।

(খ) উপবিষ্ট—রায় সাহেব ডাক্তার নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায়, ভাগবতরত্ন কুলদাপ্রসাদ মল্লিক এবং সতীশচন্দ্র দে।

(গ) অধ্যাপক হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (কৃষ্ণনগর কলেজ), শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দাস (ইটিলী), সুহৃদ্‌কৃষ্ণ বসু জ্যোতির্ভূষণ (ইঁহার সম্মুখে লেখকের পৌত্র অবন্তীভূষণ), অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন (নরসিংহ দত্ত কলেজ), অনারেবল্ বিজয়কুমার বসু, সি. আই. ই., শ্রীযুক্ত অমরকৃষ্ণ বসু (চাউলপটী), বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ (গরিফা), বিনোদলাল সরকার (হাওড়া), তারাপদ ও দিবাকর বিশ্বাস, এবং রাজেন্দ্র মণ্ডল।

(ঘ) শ্রীযুক্ত পতিতপাবন ঘোষ, বিনয় সরকার, জিতেন্দ্র ভট্টাচার্য্য রামকৃষ্ণ মণ্ডল, ললিতমোহন সরকার (সালকিয়া), গোপালচন্দ্র রায়, সরোজ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত রায় কেবলকৃষ্ণ ঘোষ (গরিফা), বিজয়

সেনগুপ্ত, নীলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী (হালিসহর), হিমাংশুভূষণ (হেম) রায়, ভূষণ ঘোষ, কালীচরণ রায় চৌধুরী, গোবিন্দ কর, কালী শূর, ফেলারাম প্রামাণিক, শক্তিপদ মণ্ডল, ভাস্কর বিশ্বাস, এবং পঞ্চানন প্রামাণিক।

তৃতীয় চিত্র—যাঁহারা উৎসব-সম্পাদনে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের কতিপয়ের——বাম হইতে দক্ষিণে এবং উপর হইতে নীচে—

(ক) শ্রীমতী ইন্দিরা (লেখকের মধ্যমা পুত্রবধূ) ও গিরিবালা ঘোষ (লেখকের কাঁচরাপাড়ার বাটীর তত্ত্বাবধারণকারিণী)।

(খ) সতীশচন্দ্র দে, তাঁহার পৌত্র শ্রীমান্ অবন্তীভূষণ, শ্রীযুক্ত শম্ভু কর, সরোজ সেনগুপ্ত, গোবিন্দ কর (হালিসহর স্কুলের শিক্ষক), রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায় (লেখকের মোটরচালক) ও বিজয় সেনগুপ্ত.

(গ) শ্রীযুক্ত সত্যচরণ ঘোষ (ছোট), শ্রীধর শাহু (লেখকের ভৃত্য), সকলের শেষে জয়রাম পাণ্ডা (লেখকের পাচক)।

বড়ই দুঃখের বিষয় চতুর্থ চিত্রটী নষ্ট হইয়া গিয়াছে—ইহার অন্তর্গত ছিলেন গ্রন্থকারের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রবর্গ—অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এম্-এ, অধ্যাপক রণদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী এম্-এ, কবিরাজ হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, উকিল জ্ঞানচন্দ্র এবং সীতেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সহকারী হেডমাষ্টার গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি-এ, বি-টি, শিক্ষক জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, য়্যাকাউন্ট্যান্ট-জেনারাল পোষ্ট অফিসের কর্ম্মচারী সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এবং নরসিংহ দত্ত কলেজের লাইব্র্যারীয়ান সনাতন দত্ত এবং কৃষ্ণনগর কলেজের লাইব্র্যারীয়ান্ নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বি-এ.

যদিও এই উৎসব-অনুষ্ঠানের উপযুক্ত দিন ছিল কার্ত্তিকমাসের কৃষ্ণা

শচন্দ্র দের কাঁচরাপ ড়াস্থ বা তে ৬ই মাঘ, ১৩৪০ সালে অনুষ্ঠিত
চৈতন্যদেবসম্বন্ধীয় উৎস বের কর্ম্মিবৃন্দের কতিপয়।

চতুর্দ্দশী অর্থাৎ যেদিনে চৈতন্যদেব কাঁচরাপাড়ায় শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে কৃষ্ণদেবের সেবায়েতমহাশয়দিগের কৃষ্ণদেব-মন্দির-প্রাচীরে প্রস্তরফলকস্থাপনে অসম্মতিজ্ঞাপননিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠান সম্ভব হয় নাই। নানাকারণে এ শুভকার্য্য আগামী বৎসর পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিতে আমি অনিচ্ছুক হইয়া চৈতন্যদেব-পত্নী, সাধ্বী, পতিগত-প্রাণা, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর জন্মদিনে অর্থাৎ শ্রীপঞ্চমীতে এই উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছি।

এই সময়ে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়াতে দুইটী সুবিধাও হইয়াছে। প্রথমতঃ কার্ত্তিকমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর সময়ে কাঁচরাপাড়ায় ম্যালারিয়া বিশেষরূপে আত্মপ্রকাশ করে; কিন্তু শ্রীপঞ্চমীর সময়ে ইহার প্রকোপ অনেক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়; দ্বিতীয়তঃ কার্ত্তিকমাসে অনেকেই পূজাবকাশের নিমিত্ত বিদেশে গমন করেন।

প্রতি বৎসর এই শুভকর্ম্ম এইদিনে অর্থাৎ শ্রীপঞ্চমীতে সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত আমি শীঘ্রই তিন হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ আলাহিদা করিয়া রাখিবার অভিলাষ করিয়াছি। তাহার সুদ হইতে এই উৎসব সামান্যভাবে আমাদিগের কাঁচরাপাড়ার বাটীতে প্রতিবৎসরে সম্পন্ন হইবে। এই উৎসব আমার নিজস্ব নয়। ইহার অনুষ্ঠান সমগ্র ভারতবর্ষের মঙ্গলনিমিত্ত বঙ্গদেশবাসীর বিশেষতঃ কাঁচরাপাড়ানিবাসীর অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য, কারণ যদিও চৈতন্যদেবসম্বন্ধীয় উৎসব অনেক স্থানেই অনুষ্ঠিত হয়, তাঁহার পাঁচটী প্রিয়তম পার্ষদ—পরোপকারব্রত শিবানন্দ-সেন, তৎপুত্র বিখ্যাত কবি কর্ণপূর, চৈতন্যদেবের বিশেষ স্নেহের পাত্র জগদানন্দপণ্ডিত, মানবপ্রীতির মূর্ত্তপ্রতীক বাসুদেব দত্ত এবং কৃষ্ণদেব-বিগ্রহপূজক শ্রীনাথপণ্ডিত—সকলেই কাঁচরাপাড়ার অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁহাদিগকে এতকাল অকৃতজ্ঞ-আমরা বিস্মৃত হইয়াছিলাম।

"গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী"র ন্যায় আর একখানি অধ্যায়শূন্য গ্রন্থ লিখিলাম। এ পুস্তকে দেওঘর হইতে পূর্ব্বগৌরববিহীন কাঁচরাপাড়ায়, তথা হইতে তৎ-সদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত পল্লীগ্রামে উপনীত হইয়াছি। এই সকল গ্রামের উন্নতি কেবল ভগবান্ এবং তাঁহার আদর্শ-ভক্ত গৌরাঙ্গদেবের দয়ার উপরে নির্ভর করিতেছে।

দয়ানিধি চৈতন্যদেবের এবং আমার স্বর্গীয়া পূতচরিত্রা পিতৃ-স্বসাঠাকুরাণীর এবং মাতৃদেবীর কৃপায় আমার পৌত্র শ্রীমান্ অবন্তী-ভূষণের মনে ভগবদ্ভক্তি এবং দেশপ্রীতি জাগরূক হইবে এই আশা হৃদয়ে পোষণকরিয়া আমার এই পুস্তক সমাপ্ত করিলাম।

যিনি সৌন্দর্য্য, বিদ্যা, শ্রেষ্ঠজাতীয়তা ও ধন-নিমিত্ত অভিমান, মাতৃদেবী, ভার্য্যা এবং অন্যান্য আত্মীয় এবং সমস্ত সাংসারিক সুখ ত্যাগপূর্ব্বক মানবের ঐহিক এবং পারলৌকিক মঙ্গলের নিমিত্ত— তাহাদিগকে, জাতিবর্ণ-স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে স্বর্গীয় প্রেমসূত্রদ্বারা একত্রিত করিয়াছিলেন, সেই আদর্শ ভগবদ্ভক্ত ঈশ্বরপ্রতিম অধমতারণ ভগবৎ-পার্শ্বচর চৈতন্যদেবের পদপ্রান্তে, পাঠকবর্গ! আসুন, আমরা সমবেত হইয়া এই আন্তরিক প্রার্থনা করি যেন তিনি দয়ার্দ্র হইয়া আমাদিগের সমস্ত অপরাধ ক্ষমাপূর্ব্বক, তাঁহার মূল্যবান্ উপদেশের মর্ম্ম পুনর্ব্বার উপলব্ধিকরিবার, সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতা[১] পরিহারকরিবার, দুঃস্থ দেশবাসীর দুর্দ্দশা দূর করিবার, পরস্পরের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইবার এবং পরস্পরের সহিত সঙ্ঘবদ্ধ হইবার প্রবৃত্তি ও শক্তি আমাদিগকে প্রদানকরেন এবং আমাদিগের পল্লীগ্রামগুলিকে এবং হিন্দুজাতিকে বর্ত্তমান সর্ব্ববিধ অবনতি হইতে রক্ষাকরেন।

১। যখন বিহারে ভূমিকম্পের ধ্বংস-লীলা-দর্শনে সমগ্র জগৎ ক্ষুব্ধ, সেই সময়ে কলিকাতাতে কত ধনবান্ ব্যক্তি মানবপ্রীতির অবতার চৈতন্যদেবের মূল্যবান্ উপদেশ

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে আমাদের এই পুস্তক আমাদের "গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী" নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টস্বরূপ। বৈত্যনাথ-

---

অগ্রাহ্যপূর্ব্বক দুঃস্থ দেশবাসীর দুঃখদ্বারা বিচলিত না হইয়া নানা প্রকার বিলাসিতা এবং অনর্থক জাঁকজমকে তাঁহাদিগের অর্থ অপব্যয়করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। বিহারের এই ভয়াবহ আধিদৈবিক বিপদে প্রত্যেক ব্যক্তির সমস্ত বিলাসিতাত্যাগ এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় সঙ্কোচনপূর্ব্বক দুর্দ্দশাগ্রস্ত বিহারস্থ স্বদেশবাসীর দুঃখমোচনে সমস্ত শক্তি নিয়োগকরা কর্ত্তব্য।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুনের ভূমিকম্পের উত্তরবঙ্গে ধ্বংসলীলা এবং গত ১৫ই জানুয়ারীর ভূমিকম্পের উত্তরবিহারে তাণ্ডবনৃত্য অপরিমেয় এবং অসংখ্য ধনজননাশের মধ্য দিয়া আমাদিগকে প্রথমতঃ শিখাইতেছে যে ভূমিকম্পের ন্যায় আধিদৈবিক বিপদ উচ্চ-নীচ-ভেদ-নীতি গ্রাহ্য করে না এবং প্রমাণ করে যে দরিদ্রের কুটীর ধনীর প্রাসাদ অপেক্ষা অনেক সময়ে অধিকতর নিরাপদ। দ্বিতীয়তঃ ইহা শিখাইতেছে যে ধনী-নির্ধনের, উচ্চনীচের মনুষ্য-সৃষ্ট জাতিবর্ণ-বিভেদ বিস্মৃত হইয়া সংবাদপত্রে এবং বক্তৃতামঞ্চে বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডা পরিত্যাগপূর্ব্বক উদার মানবতা-দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া দুঃস্থ স্বদেশবাসীর দুর্দ্দশা-দূরীকরণে বদ্ধ-পরিকর হইতে হইবে। তৃতীয়তঃ ইহা শিখাইতেছে যে চৈতন্যদেব যেরূপ সমস্ত বিলাসিতা পরিহারপূর্ব্বক পার্থিব সুখে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণপূর্ব্বক স্ত্রী-পুরুষ এবং জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সমগ্র মানব-জাতিকে বিশেষতঃ হিন্দুজাতিকে ঐহিক এবং পারলৌকিক সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ ঈশ্বরপ্রতিম চৈতন্যদেবের উপদেশের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গমপূর্ব্বক আমাদিগেরও ভগবানে নির্ভরশীল হইয়া স্ত্রী-পুরুষ-জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে স্বদেশ-বাসীর—বিহারবাসীর—দুঃখমোচনে সর্ব্ববিধ কষ্টস্বীকার-পূর্ব্বক আত্মনিয়োগ করা কর্ত্তব্য। এই কলিকাতাসহরে এই মাঘ মাসে বিবাহাদি উৎসবে আলোক, বাদ্য, ও অনাবশ্যক উপঢৌকন প্রভৃতিতে যে অর্থের অপব্যয় হইতেছে, তাহাদ্বারা সহস্র সহস্র বিপদ্‌ক্লিষ্ট বিহারবাসী সমধিকরূপে উপকৃত হইতে পারিত। এখনও পর্য্যন্ত সামাজিক প্রীতিভোজে, আলোকের অর্থশূন্য বহুদিনব্যাপী বিলাসিতায় এবং বায়স্কোপ, থিয়েটার প্রভৃতি আমোদে বঙ্গের বিভিন্ননগরে যে অর্থ অপব্যয়িত হইতেছে, তাহাদ্বারা কত ভূমিকম্প-নিপীড়িত ব্যক্তির উপকার হইত তাহার ইয়ত্তা নাই!

দেবের পূজা এবং বৈদ্যনাথদেবসংস্পৃষ্ট উৎসবের নিমিত্ত দেওঘরের এত উন্নতি হইয়াছে। সেইরূপে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদেববিগ্রহের দৈনিক পূজা এবং তাঁহার রাস, দোল, রথ প্রভৃতি উৎসবের উন্নতিবিধান সেবায়েতমহাশয়েরা করিলে এবং এই সকল উৎসবের বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে দিলে এবং ইহার সহিত মেলা [১] সংযুক্ত করিতে পারিলে এবং আমাদিগের চৈতন্যদেবসম্বন্ধীয় বাষিক উৎসবে কাঁচরাপাড়ার সকল অধিবাসী সাগ্রহ সহানুভূতি প্রকাশকরিলে আমাদিগের গ্রামের পুনর্ব্বার উন্নতির বিশেষ সম্ভাবনা। সেইরূপে অন্যান্য পল্লীগ্রামে এইরূপ

১। স্বদেশজাত দ্রব্য-প্রদর্শনী, কৃষি, বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি নানা প্রকার শিল্পের উন্নত প্রণালী-প্রদর্শনী, স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী এই সকল মেলার সহিত সংযুক্ত করিতে পারিলে ভাল হয়। যাত্রা, কীর্ত্তন, নহবৎ এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা প্রভৃতিতে কাহারও আপত্তি করিবার কিছু থাকে না। কিন্তু দেখিতে হইবে যে এই সকল মেলার জন্য খেমটা নাচ, থিয়েটার, বায়স্কোপ প্রভৃতি সহর হইতে যেন না আমদানী হয়। ইহা বলা বাহুল্য যে এই সকল মেলার সহিত রাজনীতিচর্চ্চার কোন সংস্রব থাকিবে না। কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বক্তৃতা হওয়াও বাঞ্ছনীয়। কলিকাতাতে Health Exhibition অর্থাৎ স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীর প্রাচুর্য্য বর্ত্তমান সময়ে দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু এই সকল প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষ কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে সমস্ত পুষ্টিকর দ্রব্য যদি ভেজাল পরিপূর্ণ হয়—যে উপযুক্ত পয়সা ব্যয় করিতে চাহিলেও, কলিকাতার ন্যায় সহরে বিশুদ্ধ ঘৃত, বিশুদ্ধ তৈল, বিশুদ্ধ ময়দা এবং অন্যান্য খাদ্য-দ্রব্য যদি দুষ্প্রাপ্য হয়, তাহা হইলে স্বাস্থ্য কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া কিম্বা রক্ষা করা যাইবে? স্বাস্থ্যপ্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষের প্রধান ও প্রথম কার্য্য হওয়া উচিত প্রত্যেক নগরে অন্ততঃ একটী এবং কলিকাতার ন্যায় সহরে অন্ততঃ চারিটী অভেজাল খাদ্যদ্রব্য উচিত মূল্যে বিক্রয়করিবার দোকান স্থাপনকরা এবং বিশুদ্ধ গোদুগ্ধ বাটীতে বাটীতে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করা। বাটীতে গরু আনাইয়া আমরা দুধ অনেক দিন ধরিয়া ক্রয় করিতেছি। কিন্তু দেখিতেছি অধিকাংশ গরু জীর্ণশীর্ণ, অধিকাংশ গরুর বাছুর নাই এবং যদিও বাছুর থাকে গরুর দুধ বৃদ্ধিকরিবার জন্য গরুকে এমন কিছু খাওয়ান হয় যাহার জন্য দুগ্ধ অখাদ্য এবং দুর্গন্ধপূর্ণ হয়।

দেবপূজা এবং তৎসংস্পৃষ্ট উৎসবের উন্নতি-সাধন করিতে পারিলে, সে সকল গ্রামেরও উন্নতি অবশ্যই হইবে। যেরূপে চৈতন্যদেব হিন্দুসমাজকে সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপে আমাদিগেরও ইহাকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে। আমরা পাঠকবর্গকে অনুরোধ করি যে আমাদের "গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী" নামক গ্রন্থ পাঠকরিয়া তাঁহারা যেন আমাদের "দেওঘর, হিন্দুসমাজ ও পল্লীসংগঠন" নামক পুস্তক পাঠকরেন।

১১ রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ২৮শে মাঘ,
১৩৪০ সাল (১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪)

সতীশচন্দ্র দে

বিষয়-সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় — পৃষ্ঠা

সংক্ষেপ—

গৌ. কা.—গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী নামক পুস্তক

বৈদ্যনাথ,

হিন্দুসমাজ ও পল্লী-সংগঠন।

দেওঘর সাঁওতালপরগণার একটী মহকুমার সদর। শশিভূষণ রায় মহাশয় 'সাঁওতাল পরগণার ইতিহাসে' লিখিয়াছেন, 'এই জেলার বর্ত্তমান নাম সাঁওতাল পরগণা, কিন্তু সাঁওতালগণ এই জেলার আদিম অধিবাসী নহে। হিন্দু ও মুশলমান ছাড়া পাহাড়িয়াগণই এ জেলায় ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতে বাস করিয়া আসিতেছে। সাঁওতালগণ এই জেলায় ১৭৯০ হইতে ১৮১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে সর্ব্বপ্রথম আসিতে আরম্ভ করে এবং তাহার পর হইতে তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমানে অর্থাৎ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রায় ছয় লক্ষের উপর হইয়াছে।'

সাঁওতাল-পরগণা ও বিহার-অন্তর্গত বৈদ্যনাথ-দেওঘরের সহিত অনেক বাঙ্গালী হিন্দুর পরিচয় আছে। সাঁওতালপরগণা এবং বিহারের অন্তর্গত হইলেও অন্ততঃ অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা ইহাকে একটী উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যাবাস বলিয়া নির্দ্ধারণকরিয়াছেন। প্রথমে এই স্বাস্থ্যনিবাস আদালতের সন্নিহিত রোহিণী-রোডে এবং পুরণদহে সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য বৈদ্যনাথদেবের মন্দিরের নিকটস্থ পাণ্ডামহাশয়-দিগের বাসাবাটীতে বৈদ্যনাথদেবের দর্শন এবং পূজা নিমিত্ত অনেক তীর্থযাত্রী বাস করিতেন। পুরণদহ হইতে এই স্বাস্থ্যাবাস ক্রমে ক্রমে

কার্ষ্টেয়ার্স টাউন, উইলিয়াম্‌স্ টাউন ও বম্পাস্ টাউনে বিস্তৃত হইয়া সুন্দর সুন্দর হর্ম্ম্যরাজিদ্বারা শোভিত হইয়াছে। ধনীদিগের প্রাসাদ-তুল্য সৌধাবলী ডাইনামো, মোটরকার ইত্যাদি বিবিধ বিলাস-বিভবে পরিপূর্ণ হইয়াছে। উচ্চ এবং সমতল স্থানগুলি গৃহনির্ম্মাণনিমিত্ত নিঃশেষ হইয়া যাওয়াতে স্বাস্থ্যের জন্য বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা ধান্যক্ষেত্রের সন্নিকটে নিম্নভূমিতেও তাঁহাদিগের প্রবাসগৃহগুলি-নির্ম্মাণ সাগ্রহে আরম্ভ করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়াছি প্রথমে আদালতের নিকটে পুরণদহে হীরালাল ডাক্তার মহাশয়ের বাঙ্গালা নির্ম্মিত হয়। তাহার পরে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শিশিরকুমার ঘোষ, নবীনচন্দ্র বড়াল, রাজনারায়ণ বসু মহাশয়েরা পুরণদহে এবং পুরণদহের সন্নিকটে রোহিণী রোডে তাঁহাদিগের গৃহ নির্ম্মাণকরেন। সে সময়ে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রবাসস্থান জশিডীতে ছিল। কার্ষ্টেয়ার্স সাহেব, উইলিয়াম্‌স সাহেব এবং বম্পাস্ সাহেব, যাঁহাদিগের নামে দেওঘরে তিনটী স্বাস্থ্যপল্লী স্থাপিত হইয়াছে, তিনজনেই দুমকার ডেপুটী কমিশনার ছিলেন।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কার্ষ্টেয়ার্স টাউন প্রভৃতিতে রোহিণী ঘাটোয়ালী এষ্টেট (**Estate**) ভূমিক্রেতাদিগকে permanent lease (স্থায়ী ইজারা) দানকরিতেন; কিন্তু ১৯০০ খৃষ্টাব্দের পরে পঞ্চাশ বৎসরের ইজারা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কেহ যদি জমি কিম্বা বাটী অন্য কাহারও নিকট হইতে ক্রয় করেন, তাঁহার রোহিণী-এষ্টেটকে চৌথ অর্থাৎ ভূমির মূল্যের একচতুর্থাংশ দিতে হয়। ক্রেতা তাঁহার জমির কেবল যষ্ঠাংশের উপরে ইমারত নির্ম্মিত করিতে পারেন।

পঞ্চাশ বৎসরের ভিতরে দেওঘরের এতাদৃশ উন্নতির নিম্নলিখিত কারণ আমরা অনুমান করি—

প্রথমতঃ নিম্নবঙ্গের অধিকাংশ স্বাস্থ্যকর স্থান ম্যালেরিয়াপ্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাবের জন্য অস্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত হওয়া।

দ্বিতীয়তঃ দেওঘর, মধুপুর ইত্যাদি স্বাস্থ্যনিবাস, কলিকাতার এবং নিম্নবঙ্গের প্রধান নগরসমূহের প্রায় দুইশত মাইলের মধ্যে অবস্থিত হওয়াতে, স্বাস্থ্যান্বেষী মধ্যবিত্তশ্রেণীর উপযুক্ত স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান হওয়া।

তৃতীয়তঃ বৈদ্যনাথদেবের জন্য দেওঘর হিন্দুদিগের একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত হওয়া।

চতুর্থতঃ দেওঘর সাঁওতালপরগণার একটী মহকুমার সদর বলিয়া আদালত, স্কুল, লাইব্র্যারী, হাঁসপাতাল, ডাকঘর, রেলষ্টেশান এখানে বিদ্যমান থাকা।

পঞ্চমতঃ অর্থী, প্রত্যর্থী, উকিল, মোক্তার, চিকিৎসক, বৈদ্যনাথ-দেবের পাণ্ডা অর্থাৎ পুরোহিত, ব্যবসায়দার, তীর্থযাত্রী এবং স্বাস্থ্যান্বেষী অনেক ভদ্রলোক ইহার স্থায়ী অথবা অস্থায়ী অধিবাসী হওয়া।

কাষ্টেয়ার্স টাউন-পল্লী প্রভৃতির গৃহগুলির নামের শেষে আবাস, নিবাস, নিলয়, ধাম, কানন, কুটীর ইত্যাদি বাসস্থানজ্ঞাপক উপসর্গ সংযুক্ত আছে। ভিলা (Villa) এবং কুঞ্জ উপসর্গের অর্থ অনেক কষ্টে বোধগম্য হয়; কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়া ক্যাবিন (Cabin) উপসর্গের অর্থ বুঝিতে পারিলাম না; কেবল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'নূতন কিছু কর' মনে আসিল। একজন হাস্যরসরসিক ভদ্রলোক বলিয়াছেন, "দেওঘর প্রভৃতি স্বাস্থ্যনিবাসে ধাম, নিলয়, আবাস, নিবাস, কুটীর অনেক দেখিলাম; কিন্তু একখানি 'ঘর' কিম্বা 'বাড়ী' খুঁজিয়া পাইলাম না।" আমরা সাতিশয় সৌজন্য ও বিনয়প্রদর্শন নিমিত্ত তেতলা, চারতলা বাটী নির্ম্মিত করিয়া তাহাতে 'কুটীর' উপসর্গ-সংযুক্ত করি। কলিকাতার ভবানীপুরের এইরূপ একটী বাটীর

স্বত্বাধিকারী তাঁহার স্ত্রীর নামের সহিত কুটীরের গার্হস্থ্য সংস্করণ 'কুঁড়ে' যোগ করিয়া অভিনব যৌগিক নাম আবিষ্কারকরিয়াছেন।

অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক দেওঘর, এবং ইহার সন্নিহিত বিলাসী, রিখিয়া, কুণ্ডা এবং জশিডিতে আবাস অথবা প্রবাসস্থান নির্ম্মিত করিয়াছেন। অনেক ধনবান্ মাড়োয়ারীও সুন্দর সুন্দর প্রাসাদতুল্য গৃহ দেওঘর এবং তাহার সন্নিকটে প্রস্তুত করিয়াছেন। দেওঘরের বম্পাস্ টাউনে সূরয্মল্-নাগর্মল্মহাশয়দিগের সৌধ দর্শনকরিতে অনেক ব্যক্তি আগমন করেন। দেওঘরের করণীবাগে মাড়োয়ারীমহাশয়দিগের সুন্দর বাটীসকল নির্ম্মিত হইয়াছে। দেওঘরের কাষ্টেয়ার্স টাউনে হরিরাম গোয়েঙ্কামহাশয়ের বাটীও প্রসিদ্ধ। ইনি অনেক অর্থ ব্যয়-করিয়া একটী ধর্ম্মশালা স্থাপিত করিয়াছেন শুনিয়াছি। দেওঘর হইতে ডুমকা যাইবার পথে এবং গোশালার নিকটে রামদেব মাড়োয়ারী-মহাশয়ের গৃহ এবং উদ্যান দেখিবার যোগ্য। কিন্তু সৌন্দর্য্য এবং শিল্পসম্ভার বিষয়ে জশিডি-জংসনের স্যার ওঙ্কারমল জেটিয়ার প্রাসাদতুল্য গৃহ সমস্ত বঙ্গদেশে বিখ্যাত।

যদিও মাড়োয়ারী-মহাশয়দিগের কতকগুলি গৃহ সৌন্দর্য্য ও শিল্প-কলার জন্য বিখ্যাত, তত্রাচ তাঁহাদিগের ভিতর অনেকের বাস্তুশিল্প-জ্ঞানের সম্যক্ অভাব আছে। কৃষ্ণনগর-কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ বসুর কাষ্টেয়ার্স টাউন-স্থিত মনোরম বাটী এবং উদ্যান একজন মাড়োয়ারী ধনী ক্রয়করিয়া একটী অত্যুচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত সৌন্দর্য্যবিহীন গৃহে পরিণত করিয়াছেন। দেওঘরের সমস্ত প্রধান ব্যবসায় মাড়োয়ারী-মহাশয়েরা হস্তগত করিয়াছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঙ্গালী এবং স্থানীয় ব্যবসায়দার আছেন বটে, কিন্তু সাধারণতঃ তাঁহা-দিগের মূলধন স্বল্প থাকায় প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে মাড়োয়ারী-আড়ত-

দারদিগকে তাঁহাদিগের দৈনিক ক্রীত দ্রব্যের মূল্য চুকাইয়া দিতে হয়।

সম্প্রতি আমরা একটী সংবাদপত্রে দেখিলাম যে একজন বিহার-নিবাসী ভদ্রলোক দেওঘরের বৈদ্যনাথদেবের মন্দিরের সন্নিহিত শিবগঙ্গায় ময়লা কাপড় কাচার বিষয়ে আপত্তি করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে এই পুষ্করিণী কেবল যাত্রীদিগের স্নানের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকা আবশ্যক। বৈদ্যনাথদেবের মন্দিরের সন্নিহিত নর্দ্দামা এবং বাসাগুলিরও অনেক উন্নতি আবশ্যক। মন্দিরের সন্নিহিত কতকগুলি গলি বিলাতী মাটীদ্বারা বাঁধান হওয়াতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়াছে। কাষ্টেয়ার্স টাউন প্রভৃতি স্বাস্থ্যপ্রদ পল্লী থাকিলেও অনেক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকেরা তাঁহাদিগের ঐহিক এবং পারলৌকিক স্বাস্থ্য-উন্নতির জন্য পাণ্ডামহাশয়দিগের বাটীতে আশ্রয় লন্। কেহ কেহ এই সকল স্থানে দশদিন হইতে দুই তিনমাস অবস্থান করেন। পাণ্ডাদিগের নাম পারলৌকিক মঙ্গল-উপযোগী হইলেও (যেমন তীর্থ-যাত্রাসিদ্ধি ইত্যাদি) স্বাস্থ্যশাস্ত্র-নিয়মানুসারে ঐহিক মঙ্গলের নিমিত্ত এই সকল গৃহের অধিকাংশই নির্ম্মিত হয় নাই কিম্বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয় না।

মন্দির-নিকটস্থ বাজার এবং বাসস্থানগুলি ছাড়িয়া দিলেও আমরা পুরণদহ, কাষ্টেয়ার্স টাউন প্রভৃতি পল্লীর সুন্দর সুন্দর বাসগৃহে স্বাস্থ্যের নিয়ম সর্ব্বাংশে যে প্রতিপালিত হয়, তাহা বলিতে পারি না। আমাদিগের একটী কদভ্যাস (ইহা আমরা আগ্রা, এলাহাবাদ, দিল্লী, বোম্বাইয়েও দেখিয়াছি) যে আমরা সুবিধা পাইলেই আমাদিগের নিষ্ঠীবন ঘরের মেঝে, দেওয়াল, জানালা, দরজা প্রভৃতিতে অবলীলাক্রমে নিক্ষেপকরি। ভাড়াটীয়া-পরিবর্ত্তনের সময়ে দেওয়ালে চূণকাম করা

হইলেও দরজা জানালাতে নূতন করিয়া রং দেওয়া কিম্বা ইহা ফিনাইল দিয়া উত্তমরূপে ধৌত করা হয় না। কোন কোন ভাড়াটীয়া নিঃস্বার্থ পরাপকার করিতেও দ্বিধাবোধ করেন না। আমাদিগের একজন ভাড়াটীয়া (ইনি কলিকাতা ভবানীপুরের একজন উকিল) কলিকাতায় প্রত্যাগমনের সময়ে প্রায় সমস্ত ঘরে বিষ্ঠাত্যাগ করিয়া, কতকগুলি গাছ কাটিয়া এবং কতকগুলি গাছ সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া গিয়াছিলেন। ইঁহারা বাড়ীভাড়ার বিজ্ঞাপনগুলি বহিপ্রাচীরে লাগাইলে ছিঁড়িয়া দিতেন। সৌভাগ্যবশতঃ এ শ্রেণীর ভাড়াটীয়া সচরাচর দৃষ্ট হয় না। থাইসিস প্রভৃতি সংক্রামক রোগ আমরা অনেক সময়ে গোপন করি। এই সকল রোগের জন্য কতকগুলি বাসা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা উচিত। মিউনিসিপালিটী এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে ভাল হয়।

কার্ষ্টেয়ার্‌স্ টাউন প্রভৃতির স্বাস্থ্যাবাস অনেকে পছন্দ করেন, কারণ এইগুলি জমির ষষ্ঠাংশের উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। অবশিষ্ট ভূমি খালি রাখিতে হইয়াছে। কার্ষ্টেয়ার্স টাউনের অদূরে বাজার, ডাকঘর, স্কুল, রেল-ষ্টেশান, ঔষধালয়, এবং চিকিৎসকদিগের বাসস্থান আছে। বম্পাস্ টাউনের অনেক গৃহ উচ্চ স্বাস্থ্যকর স্থানের উপরে নির্ম্মিত। কিন্তু বাজার, ডাকঘর প্রভৃতি দূর হওয়াতে সামান্য অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। নিম্নবঙ্গে দক্ষিণ-দ্বারী গৃহ স্বাস্থ্যপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হয়। দেওঘর প্রভৃতি স্থানে পচুয়া অথবা পশ্চিমদিক্ হইতে প্রবাহিত বায়ু স্বাস্থ্যকর বলিয়া পরিগণিত হওয়াতে এখানকার গৃহগুলি পশ্চিম-দ্বারী করা আবশ্যক। সেইজন্য বাটীর পশ্চিমদিগের জমি খালি রাখা উচিত। কিন্তু অনেক বাটীতেই আম্র ইত্যাদির বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ পশ্চিমদিক্ হইতে প্রবাহিত বায়ু রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

মোটরকার, ট্যাক্সি, বাস এবং ঘোড়ার গাড়ী এত অধিক হইয়াছে যে বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে প্রধান প্রধান রাস্তাগুলিতে প্রাতঃকাল এবং অপরাহ্নে ধূলিনিবারণ নিমিত্ত জল দেওয়া আবশ্যক। "পশ্চিম" নিম্নবঙ্গ অপেক্ষা শুষ্ক হওয়ায় সামান্য কারণেই পথগুলি ধূলিপরিপূর্ণ হয়।

স্বাস্থ্যান্বেষী ভদ্রলোকগণ এরূপ স্বাস্থ্যপ্রদস্থানে সমধিক উপকার লাভ করেন না তাহার আর একটী কারণ যে দেওঘরের বাজারটী ভেজালদ্রব্যে পরিপূর্ণ। এ বিষয়ে তিন-ক্রোরটাকাআয়-সমন্বিত কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর আচরণ দেখিয়া দেওঘর-মিউনিসিপ্যালিটীকে অপরাধী করিতে আমাদিগের সাহস হয় না।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীসম্বন্ধীয় নূতন আইন অনেক তর্ক বিতর্কের পর সম্প্রতি "পাশ" হইয়াছে। আমরা আশা করি এইবার আমরা বিশুদ্ধ দুগ্ধ, ঘৃত, ও সরিষার তৈল, এবং শ্বেতপ্রস্তরচূর্ণ-বিহীন আটা এবং ময়দা খাইতে পাইব। বেরী-বেরী-রোগ-সাহায্যকারী চাউল আর বাজারে থাকিবে না। গ্রীষ্মকালেও প্রচুর পরিস্রুত এবং অপরিস্কৃত উভয় জলই পাইব। পরিস্রুত ও অপরিস্রুত জল এবং ময়লাবাহী "পাইপ" মহাশয়েরা পরস্পরের মধ্যে গাঢ় বন্ধুত্ব-স্থাপন করিবেন না। মশককুল দিনের বেলাতে আমাদিগকে দংশন করিবে না। কলেরা, বসন্ত, টাইফয়িড প্রভৃতি সংক্রামক রোগ নির্ব্বাসিত হইবে। মিষ্টান্নের দোকানের জিনিষগুলি অখাদ্যশ্রেণী হইতে খাদ্যশ্রেণীতে উন্নত হইবে। ড্রেণের মক্ষিকাগুলি ইহার উপরে বসিবে না এবং রাস্তার ধূলা ও প্রস্তুতকারীদিগের ঘর্ম্ম, দুগ্ধ, ছানা ও মিষ্টান্নের ওজন বৃদ্ধিকরিবে না। এখন হইতে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী Electric-cable স্থাপনের নিমিত্ত কোন রাস্তা খননে এবং পুনরায় পূরণে অনুমতিদিয়া, তাহার পরেই ড্রেণের জন্য ঐ রাস্তা খননকরিয়া এবং ধীরে ধীরে পূরণ

করিয়া এবং তাহার অব্যবহিত পরে unfiltered water-pipe বসাইবার জন্য এই রাস্তা পুনরায় খননকরিয়া এবং অনিপুণভাবে পূরণ করিয়া এবং তাহার পরেই ডিষ্ট্রীক্ট এঞ্জিনীয়ারের লোক আসিয়া ঐ রাস্তায় কিছুদিন খোয়া ফেলিয়া রাখিয়া এবং তাহার পরে ধীরে সুস্থে ইহা মেরামত করিয়া, এইস্থানের হতভাগ্য অধিবাসীদিগকে দুই মাস আড়াই মাসব্যাপী অসুবিধায় পাতিত করিবেন না। চারি পাঁচ বৎসরপূর্ব্বে sanction-প্রাপ্ত গলি-বিস্তৃতি (কেহ বাটী করিতে গেলেই alignment lineরূপ বাস্তবে পরিণতিশীল) পরিকল্পনা ঔপন্যাসিক এবং নাটকীয় কল্পনায় পর্য্যবসিত হইবে না। এই অর্থনৈতিক দুর্দ্দিনে assessment department কর্ত্তৃক ষড়্বাৎসরিক করবৃদ্ধি স্থগিত থাকিবে এবং কর্ম্মচারীদিগের মোটা মোটা বেতন কর্ত্তন এবং বৃদ্ধিনিবারণ এবং প্রত্যেক বিভাগের অন্য ব্যয়সঙ্কোচ হইতে মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহকরিবেন ; এবং ইলেক্‌ট্রিক এবং টেলিফোনের charge (কর) তাঁহারা হ্রাস করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন। টেলিফোনের মাসিক বারটাকা ভাড়া প্রত্যেক টেলিফোন ব্যাবহার-কারীর (অবশ্য বিনামূল্যে পর-টেলিফোনব্যবহারকারীর নয়) হৃদয়ে গুরুতর আঘাত করে, ইহা আমরা যদি না বলি, তাহা হইলে আমরা মনে করি সত্যের বিষম অপলাপ হইবে।

বিখ্যাত ঔষধবিক্রেতা এবং বহুদর্শী শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার 'ব্যবসায়ী' নামক পুস্তকে সাধারণ ভেজালদ্রব্যের একটী তালিকা দিয়াছেন—(১) আমসত্ত্বে—টক্ আমের রস ও আঁশ, তেঁতুল, গুড় ও ময়দা।

(২) আটায়—রামখড়ি, চূণ, চিনামাটি, ভূষি, চালের গুঁড়া, ভুট্টার ছাতু, ফুলখড়ি।

(৩) য়্যারোরুটে—চালেরগুঁড়া, ভুট্টার গুঁড়া, আলুর ময়দা।

(৪) ঘৃতে—নারিকেল তৈল, পোস্তর তৈল, কুসুমবীজের তৈল, "ফুলওয়ারা" মাখন, মহুয়ার তৈল, রেড়ীর তৈল, চিনাবাদামের তৈল, Vaseline, চর্ব্বি, চালেরগুঁড়ার সঙ্গে চটকানকলা, কচু বা রাঙালু, বাজর ও জোয়ায়ার গুঁড়া। খুব খারাপ বা পচা ঘি এর সঙ্গে সামান্য টাটকা দুধ বা দই এবং একছিটা ভাল ঘি দিয়া ফুটাইলে উৎকৃষ্ট ঘৃতের ভুর্ ভুর্ গন্ধ বাহির হয়।

(৫) চাউলে—ভাঙ্গা, পোকাধরা দানা, বর্ম্মার চাল, চূণের গুঁড়া।

(৬) দুগ্ধে—ফুকা দেওয়া অথবা অসুস্থ গাভীর দুধ হইতে মাখন তুলিয়া লইয়া বাতাসা, পচা পুকুরের জল, মহিষদুগ্ধ, এবং পানফলের পালো মিশান হয়।

(৭) বার্লিতে—শটির পালো, ছোলার ছাতু, আলুর ময়দা, কেশুয়ার ময়দা, গমের ময়দা।

(৮) মধুতে—চিনি ও জেলাটিন নামক এক প্রকার আমিষ পদার্থ।

(৯) মাখনে—সোর গোঁজার তৈল, তিলের তৈল, ভেস্‌লিন, মোম, চর্ব্বি, নারিকেল তৈল, চট্‌কান কদলী।

(১০) সরিষার তৈলে—সোরগোঁজার, তুলারবীজের, তিলের, পোস্তদানার এবং চিনাবাদামের তৈল ; 'ব্লুমলেশ অয়েল' নামক কেরোসিন তৈল এবং লঙ্কার গুঁড়া।"

উপরিলিখিত ভেজালদ্রব্যের ফর্দ্দতে সমস্ত ভেজালদ্রব্য প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এই ফর্দ্দটী পড়িয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় যে কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটীর ভিতরে অবস্থানপূর্ব্বক এত ভেজালদ্রব্য ভক্ষণকরিয়াও কিরূপে এখনও আমরা বাঁচিয়া আছি!

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের ভিতরে অবস্থিত একটী মিষ্টান্নের দোকানে মিষ্টান্ন ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সময়ে ক্রয় করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষ নিজেদের এলাকার ভিতরেও জঘন্য ঘৃত প্রভৃতি বিক্রয় বন্ধ করিতে সম্পূর্ণ অপারগ। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী তাঁহাদিগের প্রত্যেক বাজারে ভেজালবিহীন খাদ্যদ্রব্যের একটী দোকান করেন না কেন কিম্বা পরিদর্শকদিগের উপর কড়া নজর রাখেন না কেন? Chief-executive Officer কিম্বা Mayor মহাশয় মোটরকারে করিয়া যাইয়া সহরের দোকানগুলির জিনিষের sample মাঝে মাঝে লইয়া রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা এই সকল পরিদর্শক ঠিক কার্য্য করিতেছে কিনা দেখেন না কেন এবং যাহার এলাকার ভিতরে এইরূপ ভেজাল দ্রব্য থাকে তাহাকে তৎক্ষণাৎ কর্ম্মচ্যুত করেন না কেন? যদি আবশ্যকতা হয়, পরিদর্শকের সংখ্যাও বাড়ান উচিত; কিন্তু দেখিতে হইবে যে তাঁহারা সততার সহিত কার্য্য করিতেছেন কিনা। আদালতগুলির উচিত ভেজাল প্রমাণ হইলে exemplary punishment দেওয়া। অবশ্য না জানিয়া যে দোকানদার অন্য পাইকারী দোকান হইতে ভেজালদ্রব্য ক্রয় করিয়াছে সেই খুচরা বিক্রেতাকে সামান্য শাস্তি দিয়া, পাইকারী দোকানদারকে গুরুতর অর্থদণ্ড করা আবশ্যক।

কতিপয় বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাঁহাদিগের সরকারী কর্ম্মজীবন হইতে অবসর লইয়া দেওঘরের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। দেওঘরের স্থায়ী এবং অস্থায়ী অধিবাসীদিগের মনে তাঁহাদিগের স্মৃতি জাগরূক করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের অন্যতম অভিপ্রায়। ইহা অবশ্য সত্য যে নিম্নবঙ্গের ম্যাল্যারিয়া-বিধ্বস্ত পল্লীগ্রামের উন্নতিবিধান (যাহার উপরে বাঙ্গালী হিন্দুর স্থায়িত্ব এবং উন্নতি নির্ভর করিতেছে) দেওঘরের

ন্যায় স্বাস্থ্যপ্রদস্থানের উন্নতিসাধন অপেক্ষা অধিকতর কষ্টসাধ্য। আমরা এই বিষয় আমাদের সম্প্রতি প্রকাশিত "গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী" গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছি। তাহা হইলেও এই কয়টী স্বাস্থ্যান্বেষী বাঙ্গালী ভদ্রলোকের দেওঘরের বিবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের—কুষ্ঠাশ্রম, সৎকারসমিতি, দেওঘর স্কুল, রাজনারায়ণ বসু পাব্লিক লাইব্র্যারী, মাজুনিবাসী এঞ্জিনীয়ার বরদাপ্রসাদ বসু ট্রাষ্ট, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতির—উন্নতিবিষয়ে দীর্ঘকালব্যাপী সুচিন্তিত আন্তরিকতাপূর্ণ চেষ্টা আমরা যদি বিস্মৃত হই, তাহা হইলে আমরা অকৃতজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হইব। প্রথমে আমরা দুইজনের কথা বলিব। ইঁহারা দুইজনেই উচ্চশিক্ষিত, সচ্চরিত্র, বিদ্যোৎসাহী এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জ্ঞানচর্চ্চায় এবং প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানে সর্ব্বথা প্রয়াসী ছিলেন। ইঁহাদিগের দুইজনেই সরকারী কার্য্যে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও স্বাধীনতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কলিকাতায় দুইজনেরই স্থায়ী বাসস্থান থাকিলেও দেওঘরে তাঁহাদিগের শেষ জীবনের অধিকাংশ অতিবাহিত করিয়া এই নগরের সর্ব্ববিধ উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের একজন কৃষ্ণনগর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ দেবেন্দ্রনাথবসু এম. এ. এবং আর একজনের নাম অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট জজ্ রায় রাজেন্দ্র কুমার বসু বাহাদুর, বি. এল.। এই দুইজন ব্যতীত অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় রামচরণ বসু, স্বর্গীয় শিশির কুমার ঘোষ, আদর্শ-ব্রাহ্ম স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ স্বর্গীয় বিজয়মাধবমুখোপাধ্যায়, হেড মাষ্টার৺যোগীন্দ্র নাথ বসু মহাশয়েরা এবং স্বামী বালানন্দ ব্রহ্মচারী, ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট তারাপ্রসন্নআচার্য্য মহাশয় প্রভৃতিও দেওঘরের উন্নতিকল্পে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন।

অবসরপ্রাপ্ত কানুনগো হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সুন্দর ভাবে 'চতু-

মিশান' বেষ্টিত দেওঘরের বর্ত্তমান সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন—দেওঘরের উত্তরে রামকৃষ্ণ-মিশান, দক্ষিণে আর্য্য-মিশান (গুরুকুল), পূর্ব্বে অরুণাচল-মিশান এবং পশ্চিমে খৃষ্টান-মিশান।

মজুমদারসিংহপ্রকাশিত 'বৈদ্যনাথ-কথা' হইতে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি উদ্ধৃত হইল—'যমুনাজোড়-নাম্নী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী দেওঘরকে বেষ্টন করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দেওঘরের প্রাচীন নাম বৈদ্যনাথ, হর্দ্দ (সতীর হৃদয় নিমিত্ত)-পীঠ, হরিদ্রাপীঠ, কেতকীবন, রাবণ-কনক এবং চিতাভূমি। বৈদ্যনাথ একটী পীঠস্থান; সতী দেবীর ৫১ দেহাংশের একটী (হৃদয়) বৈদ্যনাথে পড়িয়াছিল। পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ডে লিখিত আছে যে দশানন হিমালয়ে কুবেরকে পরাজয়করিয়া শিবকে হিমালয় হইতে লঙ্কায় লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। শিব রাবণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন যে তিনি কৈলাস ত্যাগকরিয়া যাইতে পারিবেন না, কিন্তু বলিলেন যে রাবণ শিবলিঙ্গ লইয়া যাইতে পারেন। মহাদেব রাবণকে এই শিবলিঙ্গ মস্তক হইতে নামাইতে বারণ করিয়াছিলেন, কারণ যেস্থানে তিনি ইহাকে নামাইবেন, ইনি সেই স্থানেই থাকিবেন। রাবণ শিবলিঙ্গ লঙ্কায় লইয়া যাইলে রাবণের ক্ষমতা বাড়িবে; এই ভয়ে দেবতারা অভিভূত হইয়া বরুণদেবকে রাবণের উদরে প্রবেশ করাইলে (এক্ষণে দেবতারা কখন কখন প্রবাসীদিগের উদরে বরুণদেবের পরিবর্ত্তে পবনদেবকে প্রবেশ করাইয়া দেন) রাবণ মূত্র-ত্যাগের নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া শিবলিঙ্গ বৈদ্যনাথে নামাইতে বাধ্য হইলেন এবং তাহার পরে রাবণ তাঁহার অমিত বলের দ্বারা এইস্থান হইতে শিবলিঙ্গ অপসারিত করিতে সক্ষম হইলেন না। তদবধি শিবলিঙ্গ 'বৈদ্যনাথ' নামে দেওঘরের মন্দিরে পূজিত হইতেছেন। রাবণের শৌচের জন্য বৈদ্যনাথদেবের মন্দিরের উত্তরদিকে শিবগঙ্গা-পুষ্করিণী

প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহার পরে শঙ্করী, গণপতি, ব্রহ্মা, সন্ধ্যাদেবী, কালভৈরব, মনসা, সরস্বতী, সূর্য্য, বগলা, রাম, লক্ষ্মণ ও জানকী, আনন্দভৈরব, গঙ্গা ও যমুনা, হরগৌরী, কালী, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মীনারায়ণ, নীলকণ্ঠ দেব ও দেবীর মন্দির ক্রমে ক্রমে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

শিবগঙ্গার উত্তরে দুইবর্গ মাইল চওড়া 'দাতাকাজঙ্গল' নামক একটী জঙ্গল আছে। এ স্থানে আতিম খাঁ নামে এক ফকিরের গদী আছে। তিনি না কি প্রত্যহই সন্ধ্যাকালে পুষ্প ও বিল্বদল বৈদ্যনাথদেবকে দান করিতেন। ইঁহার ভক্তি দেখিয়া বীরভূমের রাজা ইঁহার অগ্নিকুণ্ডের কাঠের জন্য এই জঙ্গল তাঁহাকে দানকরিয়াছিলেন। তদবধি ইহাকে দাতাকা জঙ্গল বলে।

শিবগঙ্গার পশ্চিমে 'মান-সরোবর' নামক একটী পুষ্করিণী আছে, মানসিংহ উড়িষ্যাবিজয় করিবার জন্য যাইতেছিলেন, তখন নাকি তিনি বম্পাস টাউনে সেনা স্থাপনকরিয়া এই সরোবর খননকরিয়াছিলেন।

শিবগঙ্গার উত্তরপশ্চিম কোণে 'ভীখন মারণী' নামক এক 'গড়হা' (গাড়া অথবা বড় গর্ত্ত) আছে। একটী সত্য ঘটনা হইতে এই নামকরণ হইয়াছে। যখন সর্ব্বানন্দ ওঝা বৈদ্যনাথদেবের প্রধান পুরোহিতের (সর্দ্দারপাণ্ডার) কার্য্য করিতেন, সেই সময়ে প্রত্যেক সোমবারে এবং শিবরাত্রি মেলা-উপলক্ষে নিকটস্থ লক্ষ্মীপুরের ভীখনদেবনামা জমিদার বৈদ্যনাথদেবের পূজার সামগ্রী লুঠ-পাঠ করিয়া লইয়া যাইতেন। নিজে কিছু না করিতে পারিয়া ওঝা মহাশয় সারবাঁ-নিবাসী বীরমর্দ্দন সিংহের শরণাপন্ন হন্। এক শিবরাত্রি-মেলার সময়ে ভীখনদেব লুণ্ঠন করিতে আসিলে তাহার সহিত বীরমর্দ্দনের যুদ্ধ হয় এবং বীরমর্দ্দনের বল্লমের আঘাতে এই গাড়াতে অশ্বারোহী ভীখন হত হন। তাহার পরে ভীখনদেবের মুণ্ড বর্ত্তমান কালীর মন্দিরের দ্বারদেশের নীচে

প্রোথিত করা হয়। ভীখনদেব ও বীরমর্দ্দনের পরস্পরের নাকি খুড়া ভাইপো সম্বন্ধ ছিল।

দেওঘরের উত্তরপূর্ব্ব কোণে হরিলাজোড়ী নামক গ্রামের এক হরিতকীবৃক্ষের সন্নিকটে রাবণের মূত্রবেগ হইলে তিনি কৈলাস হইতে আনীত শিবলিঙ্গ ছদ্মবেশী নারায়ণের হস্তে সমর্পণকরিয়াছিলেন। হরি ও হরের এস্থানে মিলন হওয়াতে এই গ্রামের নাম হরিলাজোড়ী কিম্বা হরলাজোড়ী হইয়াছে। সম্প্রতি এইস্থানে একটী কালিমন্দির স্থাপিত হইয়াছে।

বৈদ্যনাথদেবের মন্দিরের দক্ষিণপশ্চিমদিকে তোরণাকারে সজ্জিত কতকগুলি প্রস্তর আছে। কেহ কেহ বলেন যে সাঁওতালেরা ইহাকে পূজাকরিত। কেহ কেহ বলেন যে ইহা প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। কেহ কেহ বলেন ইহা রাধাকৃষ্ণের দোলমঞ্চ। ইহাকে দোলপূর্ণিমার সময়ে দোলমঞ্চরূপে ব্যবহার করা হয়। ইহাকে হিন্দোলাও বলে।

তিনটী সতীদাহের স্থানের বিবরণ 'বৈদ্যনাথ-কথাতে' লিখিত আছে। একটী শিবগঙ্গার উত্তরপশ্চিমকোণে, আর একটী ইহার পূর্ব্বতীরে এবং তৃতীয়টী বৈদ্যনাথের পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে 'মাহাতাবান্দ্' নামক পুষ্করিণীর নিকটে অবস্থিত।

'বৈদ্যনাথ-কথা' রচয়িতা বলেন যে শিবপুরাণে লিখিত আছে চিতাভূমির অর্থাৎ দেওঘরের বৈদ্যনাথদেব দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। সুরাষ্ট্রের (গুজরাটের) সোমনাথ, শ্রীশৈলের মল্লিকার্জ্জুন, উজ্জয়িনীর মহাকাল, বারাণসীর বিশ্বেশ্বর প্রভৃতিও জ্যোতির্লিঙ্গ।

বৈদ্যনাথদেবের মন্দির এবং শঙ্করীর মন্দিরের চূড়া সুদীর্ঘ কাপড়ের ফালিদ্বারা সংযোগ শিব-পার্ব্বতীর চির সম্মিলন জ্ঞাপন করিতেছে।

বৈদ্যনাথদেবের মন্দিরের পশ্চিমকোণে ট্রাংক্ রোডের সন্নিকটে পুরাণবর্ণিত বৈজু-ভীলের সমাধি-মন্দির বর্ত্তমান আছে।

নাতি-উচ্চ নন্দনপাহাড় দেওঘরের উত্তরপশ্চিমকোণে অবস্থিত। এই পর্ব্বতের প্রস্তরদ্বারা এইস্থানের অনেক মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এই পাহাড়ের উপরে একটী ছাতবিহীন মন্দিরে মস্তক-বিহীন চতুর্ভুজ দেবীমূর্ত্তি এবং শিবলিঙ্গ-বিহীন একটী গৌরীপীঠ আছে। পাহাড়ের উত্তরে ছোট একটী ঝরণা আছে। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে এই ভগ্ন মন্দিরের নিকট হইতে দেওঘরের দৃশ্য মনোরম।"

নিম্নলিখিত তথ্য "সাঁওতাল পরগণা গেজেটীয়ার" হইতে অনুবাদিত হইল। 'দেওঘর জশিডি-জংসনের ৪ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে। দেওঘরের উত্তরে দাতা জঙ্গল, উত্তরপশ্চিমে নন্দনপর্ব্বত অথবা নন্দহ পাহাড়। ত্রিকূট অথবা তিয়ুর পর্ব্বত দেওঘরের সাতমাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। দেওঘরের পশ্চিমে যমুনাজোড়নাম্নী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী। ইহার অর্দ্ধ মাইল পশ্চিমে ধারুয়া নদী। এই নদীটি দেওঘর বেষ্টন করিয়া দেওঘরের দক্ষিণদিকে প্রায় এক মাইল প্রবাহিতা হইয়াছে। দেওঘর এবং ধারুয়া নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূমি রোহিণী ঘাটোয়ালী এষ্টেটের অন্তর্গত। রোহিণী-পল্লী ধারুয়া নদীর তিনমাইল পশ্চিম দিকে অবস্থিত। দেওঘরের জলবায়ু শুষ্ক এবং স্বাস্থ্যকর। ইহার মৃত্তিকা লঘু এবং ছিদ্রবিশিষ্ট (porous)। এখানে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে মিউনিসিপ্যালিটী স্থাপিত হইয়াছে (বম্পাস টাউন প্রভৃতি পল্লী এই মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত নহে)।

প্রবাদ যে যখন বৈদ্যনাথ-শিবলিঙ্গ ভূমিতে প্রোথিত হইলেন এবং রাবণ ইঁহাকে লঙ্কায় লইয়া যাইতে সক্ষম হইলেন না, তখন রাবণ অগত্যা প্রত্যহ লঙ্কা হইতে আসিয়া হিমালয়পর্ব্বত হইতে গঙ্গাজল

আনয়নপূর্ব্বক এই শিবলিঙ্গের পূজা করিতে লাগিলেন। তাহার পর রাবণ বৈদ্যনাথমন্দিরের সিংহদ্বারের নিকট 'চন্দ্রকূপ' খননপূর্ব্বক সমস্ত পবিত্র তীর্থের জল ইহার ভিতর আনয়নকরিলেন। দেওঘরের প্রায় চারমাইল উত্তরে হরলাজুড়ীতে শিবলিঙ্গ লইয়া আকাশ হইতে রাবণ অবতরণ করিয়াছিলেন।

মন্দির সন্নিহিত শিবগঙ্গা পূর্ব্বে একটী স্বাভাবিক নিম্নভূমি ছিল। ইহার বাঁধটী আকবরের বিখ্যাত সেনাপতি রাজা মানসিংহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। শিবগঙ্গার নিকটে একটী ক্ষুদ্রা কর্ম্মনাশানাম্নী নদী আছে। প্রবাদ রাবণ শিবলিঙ্গ নামাইয়া এখানে মূত্রত্যাগ করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত সকলে ইহার জলকে অপবিত্র জ্ঞান করে।

'দেওঘর' এই নগরের আধুনিক নাম। সংস্কৃত-গ্রন্থে ইহা হরদাপীঠ, রাবণবন, কেতকীবন এবং বৈদ্যনাথনামে প্রথিত।

বর্ত্তমান মন্দিরসকলের প্রাচীনতম মন্দিরটী ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বৈদ্যনাথেরমন্দিরগুলির অধিকাংশ সর্দ্দার-পাণ্ডা অর্থাৎ প্রধান পুরোহিতদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। অন্ততঃ দশম শতাব্দীতে বৈদ্যনাথদেবের প্রথম মন্দির দেওঘরে স্থাপিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন সপ্তম শতাব্দীতে ইহা প্রথমে নির্ম্মিত হইয়াছিল। একটী প্রবাদ আছে যে রাবণের মৃত্যুর পরে বৈজুনামা একজন ভীল বৈদ্যনাথদেবের উপাসনার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত এই শিবলিঙ্গের নাম বৈজুনাথ অথবা বৈদ্যনাথ হইয়াছে।' বৈজুনামা কোন ভীল না থাকিলেও, এবং পাণ্ডাপ্রদর্শিত তাঁহার সমাধিস্থলে তাঁহার দেহাবশেষ না থাকিলেও, মনে হয় যে বৈদ্যনাথদেব প্রথমে ভীল অথবা পাহাড়িয়াদিগের দেবতা ছিলেন। রাবণের দেওঘরে শিবলিঙ্গ-আনয়ন এবং বৈজুভীলের বৈদ্যনাথদেবের পূজার বন্দোবস্ত

করার গল্প এবং তাঁহার সমাধিস্থান ইত্যাদি হইতে আমরা বৈদ্যনাথ-সম্বন্ধীয় প্রাচীন ইতিহাস কিছু অনুমান করিতেপারি—বৈদ্যনাথ-শিবলিঙ্গ প্রথমে অনার্য্যদিগের দেবতা ছিলেন। তাঁহারা রাবণের অনুচরদিগের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। বাল্মীকির রামায়ণে রাবণের অনুচর মারীচ ও তাড়কার বিশ্বামিত্র-মুনির আশ্রম অর্থাৎ বক্সারের সন্নিহিত প্রদেশে অধিকারের কথা বর্ণিত আছে।

রাবণের প্রস্রাব ইত্যাদি গল্প শিক্ষিত আর্য্যজাতিদ্বারা প্রস্তুত হয় নাই। ইহা অশিক্ষিত অনার্য্যজাতির উদ্দাম কল্পনাসম্ভূত। ইহা সত্য যে তাঁহারা আর্য্যজাতির সংসর্গে আসিয়া শিবপূজা শিক্ষাকরিয়াছিলেন (**Stray Thoughts III-6-7**)। তাহার পরে এই অনার্য্য, পাহাড়িয়া অথবা ভীলজাতির নিকট হইতে আর্য্যজাতি এই দেবতাটী হস্তগত করিয়াছিলেন এবং পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ড প্রভৃতিতে রাবণের শিবলিঙ্গ-আনয়ন গল্পটী প্রক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। 'বৈদ্যনাথ-কথায়' লিখিত আছে দেওঘরের পুরোহিতবর্গ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ; একদল মিথিলাবাসী আর একদল বঙ্গবাসী। আমরা এ পর্য্যন্ত কোন বঙ্গদেশবাসী পুরোহিতকে দেখিতে পাই নাই।

প্রবাদ যে চৈতন্যদেব বৃন্দাবন যাইবার সময়ে বৈদ্যনাথধামে আসিয়া বৈদ্যনাথদেবকে দেখিয়াছিলেন। তিনি পুরী হইতে কাশী, প্রয়াগ, মথুরা ও বৃন্দাবন দেখিয়া পুনরায় পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ঝারিখণ্ড অথবা বন সম্ভবতঃ ছোটনাগপুরের জঙ্গল, সাঁওতালপরগণার নয়।

কৃষ্ণদাসকবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য—২৫শ—২২) আছে—

মথুরা যাবার কালে আসি ঝারিখণ্ড।
ভিল্ল প্রায় লোক তাঁহা পরম পাষণ্ড॥

নাম প্রেম দিয়া কৈল সভার উদ্ধার।
চৈতন্যের গূঢ় লীলা বুঝা শক্তি কার ॥

ইহাতে তাঁহার বৈদ্যনাথদেবদর্শনের কথা নাই।

বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনের সময়ে তিনি প্রয়াগ, কাশী হইয়া নীলাচলে (পুরীতে) আগমন করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য—২৫শ—১১৭) আছে—

এথা মহাপ্রভু যদি নীলাদ্রি চলিলা।
নির্জ্জন বনপথ যাইতে মহাসুখ পাইলা ॥

কিন্তু নিত্যানন্দের তীর্থভ্রমণ-কাহিনীতে (বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবত—আদিখণ্ড—৮ম) আছে—

'প্রথমে চলিলা প্রভু তীর্থ-বক্রেশ্বর।
তবে বৈদ্যনাথ-বনে গেলা একেশ্বর ॥'

(বক্রেশ্বর—বীরভূম-জেলান্তর্গত একটী গ্রাম—কাবাসী)।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ-মিশানের চেষ্টায় দেওঘর-রামকৃষ্ণ-বিদ্যাপীঠ স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যাপীঠের জমি পূর্ব্বে হালিসহরনিবাসী খৃষ্টান সিভিল-সার্জ্জন কালিপদগুপ্ত মহাশয়ের ছিল। তিনি কলিকাতার পাইকপাড়ার কুমার অরুণচন্দ্রসিংহকে ইহা বিক্রয়করেন। সিংহমহাশয় রামকৃষ্ণ-মিশনকে এই জমি দানকরেন। ইহাতে প্রায় অশীতিজন ছাত্র অধ্যয়ন করেন। এখানে হাইস্কুলের ম্যাট্রিকুলেশান-ক্লাসের নিম্নশ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যাপনা হয়। এ স্থানের পাঠ সমাপ্ত হইলে বেলুড় মঠের ম্যাট্রিকুলেশান-শ্রেণীতে ছাত্রেরা প্রবেশ করে। বিদ্যাপীঠের ছাত্রদিগকে সর্ব্ববিষয়ে আত্মনির্ভর হইতে শিক্ষা দেওয়া হয়। আট বৎসরের কম কিম্বা বার বৎসরের অধিকবয়স্ক ছাত্র এখানে লওয়া হয় না। ভর্ত্তি হইবার সময়ে পাঁচটাকা এবং লেখাপড়া ও খাওয়ার

জন্য মাসিক আঠার টাকা দিতে হয়। ফেব্রুয়ারী মাসে session আরম্ভ হয়। রায় রাজেন্দ্রকমার বসু বাহাদুর এই স্কুলের স্থানীয় Managing Committeeর এক সময়ে Vice.president ছিলেন।

দেওঘরের হাইস্কুলটী প্রথমে গভর্ণমেণ্ট্ স্কুল ছিল। ডুমকায় গভর্ণমেণ্ট্ স্কুল স্থাপিত হইলে দেওঘর-স্কুল গভর্ণমেণ্ট্ সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে পরিণত হয়। কলিকাতার ব্যারিষ্টার স্বর্গীয় রাজেন্দ্র মিত্র (Mr. R. Mitter) মহাশয় এই স্কুলের গৃহ-নির্ম্মাণে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহার নাম 'আর, মিত্র' স্কুল হইয়াছে। এই স্কুলের উন্নতি-বিধানে মাইকেলমধুসূদনদত্তের বিখ্যাত জীবনীলেখক স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ বসু, বি-এ কবিভূষণ, বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্র-নাথ বসু, রায় রাজেন্দ্রকুমার বসু বাহাদুর মহাশয়েরা অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। যোগীন্দ্রবাবু এই স্কুলের অনেকদিন হেডমাষ্টার ছিলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে যখন আমরা প্রথমে দেওঘরে আসি, সে সময়ে যোগীন্দ্রবাবু এই স্কুলে হেডমাষ্টারের কার্য্য করিতেন। তাঁহার সহিত কথোপকথনে জানিতে পারি যে তিনি সে বৎসর কলিকাতা ইউনি-ভার্সিটীর প্রবেশিকা-পরীক্ষার বাঙ্গালার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমরাও সেই বৎসর প্রথমে প্রবেশিকা-পরীক্ষার ইংরাজীর পরীক্ষক নিযুক্ত হই।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে পরদুঃখকাতর উপরিউক্ত যোগীন্দ্রনাথবসু মহাশয় কলিকাতার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথি ডাক্তার মহেন্দ্রলালসরকার মহাশয়ের প্রদত্ত পাঁচ হাজার টাকার সাহায্যে রাজকুমারী (সরকার মহাশয়ের স্ত্রীর নাম) কুষ্ঠাশ্রমের (Leper-Asylum) আরম্ভ করিয়া-ছিলেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ জুন মাসে বঙ্গের ছোটলাট এলিয়ট্ সাহেব ইহার ভিত্তি স্থাপনকরেন। দ্বারভাঙ্গার মহারাজাবাহাদুর ১৮৯৫

খৃষ্টাব্দে ইহা সাধারণভাবে স্থাপিত করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে দানশীল ভদ্রলোকদিগের, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের এবং বিহার গভর্ণমেণ্টের অর্থসাহায্যে এবং গচ্ছিত প্রায় ৪২০০০ টাকার স্থদে ইহা পরিচালিত হইতেছে। মহকুমার হাকিম ইহার পরিচালক-সমিতির সভাপতি এবং দেওঘরের ডাক্তার সৌরীন্দ্রনাথমুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহার সম্পাদক। স্বর্গীয় বিজয়মাধবমুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ বস্থ, রায় রাজেন্দ্রকুমারবস্থ বাহাদুর মহাশয়েরাও ইহার উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতে বর্ত্তমানে ৭২টী পুরুষ এবং ২২টী স্ত্রী কুষ্ঠ-রোগীর শয্যা আছে। দেওঘর-বাজার হইতে পূর্ব্বদিকে ডুমকা যাইবার পথের দক্ষিণ দিকে, বাজার হইতে এক মাইল দূরে এই কুষ্ঠাশ্রম অবস্থিত।

সম্ভবতঃ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কানুনগো প্রকাশচন্দ্রবস্থমহাশয়ের যত্নে বিখ্যাত স্বর্গীয় ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক এবং চিন্তাশীল লেখক রাজনারায়ণ বস্থর নামে একটী সাধারণ পাঠাগার দেওঘরে স্থাপিত হয়। অনেক-দিন পর্য্যন্ত ইহা একটী ভাড়াটীয়া গৃহে অবস্থান করিয়াছিল। পরে স্বর্গীয় রায় রাজেন্দ্রকুমারবস্থ বাহাদুর, দেবেন্দ্রনাথবস্থ এবং অম্বিকা-চরণকর মহাশয়দিগের প্রযত্নে রেলওয়ে-ষ্টেশানের নিকট ইহার নিজস্ব বাটীতে ইহা স্থানান্তরিত হইয়াছিল এবং ইহার নানাপ্রকারের উন্নতিবিধান হইয়াছিল। এক্ষণে পাঠাগারটীর অবস্থা বিশেষরূপে আশাপ্রদ নহে।

কতিপয় শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দুর চেষ্টায় পাঁচ ছয় বৎসর হইল সাধারণের দুর্গাপূজার নিমিত্ত দুর্গাবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হয়। অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট তারাপ্রসন্নআচার্য্য মহাশয়ের যত্নে এই স্থানেই একটী হরিসভা স্থাপিত হয়। সম্প্রতি স্বামীবালানন্দ-ব্রহ্মচারী এবং

বৈষ্ণব-মহোদয়গণের অর্থসাহায্যে পিফার্ডরোডে বটকৃষ্ণধাম, মাতৃ-নিবাস এবং ভাদুড়ীলজের সন্নিকটে হরিসভার জন্য একটী স্বতন্ত্র গৃহ ক্রয়করা হইয়াছে এবং সেই গৃহে ইহা স্থানান্তরিত হইয়াছে। প্রতিবৎসরে দুইবার বহুদিনব্যাপী উৎসব, কীর্ত্তন এবং কথকতার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

থাইসিস-রোগীর জন্য কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র বসু এবং দেওঘরের ডাক্তার কেদারনাথ সেন মহাশয়েরা একটী স্বাস্থ্য-নিবাস দেওঘরে স্থাপিত করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

হাওড়া জেলার মাজুগ্রামনিবাসী অবসরপ্রাপ্ত সরকারী এঞ্জিনীয়ার বরদাপ্রসাদবসু মহাশয় দেওঘরের পুরণদহে অনেকগুলি বাসাবাটী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই সকল বাড়ীর ভাড়া হইতে হাওড়া জেলার মাজুগ্রামের এবং দেওঘরের কতিপয় জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে অর্থসাহায্য করিবার বন্দোবস্ত আছে। এক সময়ে কৃষ্ণনগর-কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথবসু মহাশয় এই সকল গৃহের তত্ত্বাবধান করিতেন।

স্বামীবালানন্দ-ব্রহ্মচারী দেওঘরে আসিয়া প্রথমে হরিদ্রাকুণ্ডের সন্নিকটে অবস্থান করেন। তাহার পরে স্বর্গীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রামচন্দ্রবসুমহাশয়ের অনুরোধে তাঁহার বাসস্থানের সন্নিকটে লালকুঠীর পশ্চাদ্ভাগে বাসস্থান নির্দ্ধারিত করেন। রামচন্দ্রবসুমহাশয় সম্ভবতঃ স্বামীজীর প্রথম শিষ্য। তাহার পরে স্বামীজী দেওঘরের পাঁচ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে তপোবনপর্ব্বতে তাঁহার আশ্রম স্থাপনকরেন। এইস্থানে প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে হঠযোগাভিজ্ঞ স্বর্গীয় পূর্ণানন্দস্বামী ইঁহার শিষ্য হন্। এই নাতি-উচ্চ পর্ব্বতের উপরে তপোনাথনামা শিবলিঙ্গ

আছেন। পাহাড়ের নীচে ৪ খানা প্রস্তর-নির্ম্মিত শূলকুণ্ড নামক কুণ্ড আছে। ইহার সন্নিহিত গ্রামকে তপোগ্রাম বলে। তপোবনকে বাল্মীকির তপোবন কেহ কেহ বলেন। মাঘ-মাসে এইস্থানে একটী মেলা হয়।

বালানন্দস্বামী তপোনাথের পুরাতন মন্দিরের সংস্কার করিয়াছেন। বৈদ্যনাথ-কাহিনীতে লিখিত আছে যে এই পর্ব্বতে তুইটী ক্ষোদিত লিপি আছে—

(১) 'শ্রীদেবনারায়ণ পাল'।

(২) 'মাতাজী নর্ম্মদাবাই দেবতা জননী।
সমাধি-মন্দিরে সুখে আছেন শায়িনী'॥

নর্ম্মদা-বাই বালানন্দস্বামীর মাতা ছিলেন।

তাহার পরে স্বামীজী করণীবাগে শিবমন্দির, দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় ও বিদ্যালয়, দাতব্য হোমিওপ্যাথী ঔষধালয় এবং টোল স্থাপনকরেন। এই টোলে প্রায় পঁচিশজন ছাত্র বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিতেছেন। স্বামীজী ইঁহাদিগের বাসস্থান এবং খাওয়া-দাওয়ারও বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। স্বামীজী স্থানীয় হরিসভা-ধর্ম্মপীঠের নূতন গৃহক্রয়ের জন্য অনেক অর্থসাহায্য করিয়াছেন।

বিষয়সম্পত্তি থাকিলেই মামলা-মোকদ্দামা হয়। শুনিয়াছি এই তপঃপর্ব্বতের অধিকার নিমিত্ত বালানন্দস্বামীর সহিত আর এক সন্ন্যাসীর মোকদ্দামা হইয়াছিল। সম্প্রতিও করণীবাগে স্বামীজীর ভূসম্পত্তিসম্বন্ধীয় একটী ফৌজদারী মোকদ্দামার কথা সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম। সুখের বিষয় দেওঘরে আসিয়া শুনিলাম ইঁহার মিটমাট হইয়াছে। চৈতন্যদেব বোধ হয় এই নিমিত্ত বিষয় ও বিষয়ীর সংসর্গ ত্যাগকরিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণলাহিড়ীনামা একজন সাধু পূর্ব্বে সরকারী ডাক-বিভাগে কার্য্য করিতেন। তিনি বর্ত্তমান বাহান্নবিঘার শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। পঞ্চাননভট্টাচার্য্যমহাশয় বাৎসরিক ৩২০ টাকা খাজনায় বাহান্নবিঘা জমি বাগান করিবার জন্য রোহিণী ষ্টেট হইতে ইজারা লন। তাঁহার অনেক শিষ্য হয়। তিনি দেশীয় ভৈষজ্য হইতে ঔষধ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন এবং এইস্থানে একটী nursery স্থাপন করেন। শুনিয়াছি এই উদ্যান ভারতবর্ষের মধ্যে একটী বিখ্যাত nursery।

দেওঘরে স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু এবং যোগীন্দ্রনাথবসু মহাশয়ের চেষ্টায় মৃতদেহ-সংকারের জন্য শিবগঙ্গা-সন্নিকটে একটী গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। রায় রাজেন্দ্রকুমারবসু বাহাদুর প্রভৃতির চেষ্টায় একটী সংকারসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। একজন মৃতদেহ-সংকারের **contract** লইয়াছিলেন। প্রত্যেক মৃতদেহের জন্য পাঁচ টাকা দশ আনার অধিক তিনি লইতে পারিবেন না, এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল। যাহারা নিতান্ত দরিদ্র তাহাদিগের বিনামূল্যে সংকারের ব্যবস্থাও হইয়াছিল।

দেওঘর হইতে ডুমকা যাইবার পথে শিবগঙ্গার প্রায় আড়াইমাইল পূর্ব্বে রাস্তার বামদিকে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে অরুণাচল-মিশান অথবা লীলা-মন্দিরের দ্বিতল বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর দয়ানন্দ দেব। তিনি বাঙ্গালী। আসাম-প্রদেশের শিলচর-সহরের অনতিদূরে একটী পাহাড়ে ৫০।৬০ ফিট উচ্চ ও আয়তনে প্রায় ৩০ একর দুইটী ঘনসন্নিবিষ্ট টীলার উপরে মূল-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। "এই আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহাশক্তি মা কালিকা"। দয়ানন্দস্বামীর উদ্দেশ্য "নবযুগে—সত্যযুগে, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মিলনভূমিস্বরূপ বিশ্বজনীন-ধর্ম্ম এবং মহাভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা"। ইহার উপাদান—(১) স্ত্রী এবং

পুরুষের একসঙ্গে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাব্যাপী উদ্দাম সঙ্কীর্ত্তন এবং (২) ভগবানের নিকট প্রার্থনা। তিনি লিখিয়াছেন যে কামিনী ও কাঞ্চন ত্যাগকরিতে হইবে না; "অনাসক্ত হইয়া কামিনী-কাঞ্চনের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে হইবে।" "ভোগকে উপেক্ষা করিয়া অন্ধভাবে শুধু ত্যাগমাহাত্ম্য কীর্ত্তন—মিথ্যা"। "আহার (আমিষ ও নিরামিষ উভয়ই), বিহার, পরিচ্ছদ (গেরুয়া আলখাল্লা এবং ulster অথবা overcoat) জীবনযাত্রার প্রণালীপ্রভৃতি কোন কিছুর উপরই সাক্ষাৎ ধর্ম্ম নির্ভর করে না"। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পরে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বারে "বিশ্বমানবকে ঐক্য ও প্রেমের হেমময় সূত্রে গ্রথিত করিবার" নিমিত্ত স্বামীজী "বিশ্বমিলনী স্কীম প্যারিসে শান্তি-সভায় তারযোগে" পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার পর হইতেই "পৃথিবী দ্রুত শান্তির পথে ধাবিত হইতেছে"। "অরুণাচল (আশ্রম) বিশ্বের ভারকেন্দ্র, অরুণাচলের চিন্তাধারা জগৎকে ছাইয়া ফেলিয়াছে"। আমাদিগের দুর্ভাগ্য যে পূর্ব্বে অনেকবার দেওঘরে আসিলেও এরূপ আশ্রমের চিন্তা ও কার্য্যধারার সংস্রবে আমরা আসিতে পারি নাই, কারণ কেহই এমন কি দেওঘর-হরিসভার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ধর্ম্মপ্রাণ সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম্-এ, এ আশ্রমের কথা আমাদিগকে বলেন নাই। বোধ হয় নন্দনকাননে সৌধদ্বয়-গঠনে তিনি এত ব্যাপৃত ছিলেন, যে তিনি এ বিষয় সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এই আশ্রমের অরুণাচল-বার্ত্তানামক পুস্তক হইতে কয়টী ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছি। এই পুস্তকে চৈতন্যদেবের নাম দুইবার (পৃঃ ৯, ১৮) লিখিত হইয়াছে। কিন্তু চৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত সঙ্কীর্ত্তন ছাড়া চৈতন্যদেবের ধর্ম্মের সহিত অরুণাচলের ধর্ম্মের আর কোন সাদৃশ্য দেখিলাম না। চৈতন্যদেব কখন এরূপ স্ত্রীপুরুষ-বিমিশ্রিত সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিতেন না। তিনি

কামিনী ও কাঞ্চন (অর্থাৎ বিষয় এবং বিষয়ী) বিষের মত পরিত্যাগ করিতেন। ত্যাগধর্ম্ম, আত্মসংযম এবং শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ চৈতন্যদেবের ধর্ম্মের ভিত্তি।

বম্পাসটাউনের প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে উন্মুক্ত উচ্চভূমির উপরে সম্ভবতঃ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে গুরুকুল-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালী বালক নাই। ইহার অধিকাংশ ছাত্র হিন্দুস্থানী। শুনিয়াছি এখানে অল্প ব্যয়ে শিক্ষার ভাল বন্দোবস্ত আছে।

দেওঘর হইতে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণপশ্চিমে কুণ্ডানামক গ্রামে জাঁকজমকের সহিত প্রতি বৎসর জগদ্ধাত্রীদেবীর পূজা হয়। পূজার তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় অনেক পেটেণ্ট ঔষধ এবং কবচ বিক্রয় করেন। জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তি অষ্টধাতুনির্ম্মিত এবং অন্নপূর্ণামূর্ত্তি মৃত্তিকানির্ম্মিত। এই দুই দেবীর প্রত্যহ পূজারও বন্দোবস্ত আছে। কুণ্ডাতে বায়ু-পরিবর্ত্তনাভিলাষীদিগের সাত আটখানি বাটী আছে।

দেওঘরের স্বাস্থ্যান্বেষী ভদ্রলোকগণ দেওঘরে আসিলেই একবার দেও-ঘরের দশমাইল পূর্ব্বে অবস্থিত চন্দ্রাকার ত্রিকূট-পর্ব্বত দর্শনকরিতে গমন করেন। যদিও ইহার নাম ত্রিকূট অর্থাৎ তিন-শৃঙ্গবিশিষ্ট পর্ব্বত, ইহার অন্ততঃ সাতটী শৃঙ্গ আছে। উচ্চতম শৃঙ্গে কেহ উঠিয়াছেন কিনা সংবাদ পাই নাই। দ্বিতীয় শৃঙ্গে উঠা অত্যন্ত কষ্টকর। উঠিবার পথে একটী অংশকে 'ধড়ফড়িয়া' বলে অর্থাৎ এই স্থান এত গড়ানে যে উঠিতে বুক ধড়ফড় করে অর্থাৎ মনে ভীতির সঞ্চার হয়। মাঝে মাঝে শুনা যায় এস্থানে নেকড়ে বাঘ—গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি মারিয়া ফেলিয়াছে। দ্বিতীয় শৃঙ্গের উপরিভাগে বিস্তৃত সমতলভূমি আছে। তাহার উপর বাঁশগাছ আছে এবং একটী নিশান উড়িতেছে। উঠিবার সময়ে পথে একটি ঝরণা দৃশ্যমান হয়। সেই ঝরণার কাছে

একটী মন্দির আছে। এই মন্দিরে ত্রিকূটেশ্বরনামা শিবলিঙ্গ আছেন এবং এস্থানে একজন হিন্দুস্থানী পূজক আছেন। আরও একটু উঠিলে একটী বৃহত্তর মন্দির দৃষ্ট হয়। এখানে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের এক শিষ্য বাস করেন। তিনি শিক্ষিত এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা কহেন। একজন বলিলেন যে তিনি অরুণাচল-আশ্রমের এক সন্ন্যাসী। এই পর্ব্বতের উপরিভাগে একটী ঝিল আছে। এই পর্ব্বত হইতে ময়ূরাক্ষী-নদী বাহির হইয়াছে। এইস্থানে অনেক ময়ূর দৃষ্ট হয় বলিয়া বোধহয় এই নদীর নাম ময়ূরাক্ষী হইয়াছে। ত্রিকূটপাহাড় দেখাইবার জন্য পথপ্রদর্শক (guide) ও পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ইঁহারা চারি-আনা পাইলেই পর্ব্বতটী দর্শকদিগকে দেখাইয়া থাকেন।

দেওঘর হইতে ত্রিকূট যাইবার পথে, দেওঘর হইতে প্রায় আট মাইল দূরে এবং এই পর্ব্বতের উত্তরপূর্ব্বে মোহনপুরে প্রত্যেক বুধবারে একটী হাট বসে। ইহাতে মহিষ, গরু, ছাগল, ভেড়া, মহুয়া, কাপড়, হাঁড়ি, চাউল, কলাই, সরিষা, ঘৃত, সরিষার তৈল ইত্যাদি বহু দ্রব্য বিক্রীত হয়। এই হাটের দক্ষিণে একটী পুষ্করিণীর উত্তর পাড়ে একটী শিব-মন্দির এবং একটী পার্ব্বতী-মন্দির আছে।

অরুণাচল-আশ্রম, ত্রিকূট এবং ডুমকা যাইবার পথে এবং দেওঘরের প্রায় এক মাইল পূর্ব্বে একটী গোশালা আছে। এখানে গোপাষ্টমীর দিনে একটী বৃহৎ মেলা বসে। এই গোশালা মাড়োয়ারীমহাশয়েরাই স্থাপিত করিয়াছেন। প্রত্যেক মাড়োয়ারী দোকানদার ক্রেতাদিগের নিকট হইতে টাকা পিছু এক পয়সা আদায় করিয়া এই গোশালার ব্যয় নির্ব্বাহকরেন।

দেওঘরের প্রায় দুই মাইল দক্ষিণে চোলপাহাড় নামক বিল্ববৃক্ষাচ্ছাদিত একটী ঢিপি আছে। এখানে একজন তান্ত্রিক সাধু বাস করেন।

আমরা ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে এইস্থানে একজন বৃদ্ধ সাধুর নিকট গমন করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন যে অশীতি মুদ্রা পাইলে তিনি আমাদিগের অজীর্ণরোগ সারাইয়া দিবেন। এত টাকা কেন লাগিবে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, যে ঔষধটী অনেক পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া আমাদিগকে কিছু দিয়া অবশেষ বিতরণের জন্য রাখিবেন; কিন্তু সে সময়ে এত অর্থ-সামর্থ্য না থাকাতে আমরা সাধুমহাশয়ের সাধু উদ্দেশ্যকে সাহায্যকরিতে পারি নাই।

শিবগঙ্গার প্রায় চারি মাইল উত্তরে রিখিয়ানামক গ্রামে প্রায় ২৪।২৫ খানা বায়ু-পরিবর্ত্তন-উপযোগী বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনদাসের বাটী বিখ্যাত।

শিবগঙ্গার আধমাইল উত্তরপূর্ব্বে বিলাসী-নামক একটী পল্লী আছে। বিলাসীর সহিত বিলাসিতার সম্বন্ধ পূর্ব্বে ছিল না এবং এখনও নাই। এখানে অনেকগুলি চূণের ভাঁটী আছে এবং কতকগুলি বাসাবাটীও নির্ম্মিত হইয়াছে। আমাদিগের এক বৈজ্ঞানিক যুবক বন্ধু বিলাসীর উন্মুক্ত পরিষ্কার বায়ুর প্রশংসা করিয়াছেন। বোধহয় চূণের ভাঁটীর বায়ু-দ্বারা নিকটস্থ স্থানগুলির বায়ু পরিস্কৃত হওয়াতে এই সকল স্থান স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে পরিণত হইয়াছে।

বায়ুসেবনাভিলাষী ভদ্রলোকদিগকে দেওঘরের স্থায়ী অধিবাসীরা 'হাওয়া-খোর' কিম্বা 'changer' সংজ্ঞা দিয়া থাকেন। আমাদিগের ইহা ভাল লাগিল না। কারণ 'খোর' উপসর্গ 'গাঁজা', 'গুলি' প্রভৃতি মাদকদ্রব্য-জ্ঞাপক শব্দের সহিত সাধারণতঃ সংযুক্ত হয়। দেওঘর প্রভৃতি স্থানের হাওয়া কাহাকে উন্মত্ত করিয়াছে, ইহা আমরা শ্রবণ করি নাই। বায়ু-পরিবর্ত্তক মহাশয়েরা অবশ্য ক্ষীরের পেঁড়া এবং তাঁহাদিগের ভিতর কেহ কেহ এক প্রকারের পক্ষীর ভক্ত

হন্ ; কিন্তু এই দুইটী জিনিষকে 'মাদকদ্রব্য' পর্য্যায়ের অন্তর্গত করিতে আমরা অনিচ্ছুক। দেওঘর প্রভৃতি স্থানে আসিলে স্বাস্থ্যান্বেষী ব্যক্তি-দিগের সামান্য (change) পরিবর্ত্তন হয়। বিনামাপরিধান-অনভ্যস্তা মহিলারা এস্থানে আসিয়া বিনামাপরিহিতা হইয়া অস্বচ্ছন্দে পরিভ্রমণ করেন। সহরে আট ঘটিকায় শয্যাত্যাগী পুরুষেরা এস্থানে আসিয়া প্রত্যূষ-ভ্রমণ অভ্যাসকরেন। যাঁহারা সহরে মন্দির কিম্বা ধর্ম্মসভার নিকট দিয়াও কখন হাঁটেন না, তাঁহারা এস্থানে আসিয়া অন্য কার্য্য কর্ম্ম না থাকায় বৈদ্যনাথদেবের মন্দির, হরিসভা, তপোবন, স্বামিজীদিগের আশ্রম, ত্রিকুটেশ্বর-অধিষ্ঠিত পর্ব্বত প্রভৃতি স্থানে গমন করেন।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের পূজাবকাশে অসুস্থ শরীরলইয়া দেওঘরে উন্নতি যত হউকআর না হউক আমরা পুরাতন বন্ধু ও ছাত্রগণের সহিত সাক্ষাতের নিমিত্ত সাতিশয় প্রীতি অনুভবকরিয়াছিলাম। এই আনন্দটী অবি-মিশ্রিত হয় নাই (১) আমাদের নিজের শারীরিক অসুস্থতার জন্য। (২) প্রায় সমবয়স্ক (আমি সকলের চেয়ে বয়সে বড়) তিনটী সরকারী শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারীর Blood-pressure নিমিত্ত। (ক) ভূতপূর্ব্ব সহযোগী হেমচন্দ্র সরকারমহাশয়ের হঠাৎ Blood-pressure বৃদ্ধি হওয়া। তিনি এই অসুখের জন্য দেওঘরের স্থায়ী এবং অস্থায়ী অধিবাসীদিগের হিতকল্পে বিশেষতঃ আমাদিগের পারলৌকিক মঙ্গলের নিমিত্ত তাঁহার এবং অন্যান্য ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির প্রযত্নে ও অর্থ-সাহায্যে আমাদিগের দেওঘরস্থিত মাতৃনিবাসনামক বাটীর সম্মুখে এবং সন্নিকটে স্থাপিত হরিসভার বার্ষিক অধিবেশনে বিশেষরূপে যোগ দিতে পারেন নাই। আমরা তাঁহার সহিত একবারের অধিক দেখা করিয়া তাঁহার অসুস্থতার বৃদ্ধি করিতে সাহস করি নাই। (খ) দৈহিক এবং পারলৌকিক মঙ্গলের নিমিত্ত হরিসভা-গৃহাংশ-নিবাসী মিষ্টভাষী সংযতবাক্ চট্টগ্রামকলেজের ভূতপূর্ব্ব

অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ রায় পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু বাহাদুর মহাশয়েরও Blood-pressure রোগেআক্রান্ত হওয়া। আমাদের পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য সুহৃদ্বর হেমচন্দ্র সরকার যেরূপ আমাদিগের 'মাতৃনিবাস' বাটীর সম্মুখে হরিসভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেইরূপ কুণ্ডু মহাশয়ের দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক হিতের জন্য এই হরিসভার একাংশ তাঁহার বাসস্থানস্বরূপ নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। (গ) এই হরিসভার সন্নিকটে বাজে (?) শিবপুরনিবাসী আমাদের ভূতপূর্ব্ব অর্থনৈতিক সহযোগী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার মহাশয়ের Blood-pressure রোগ হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত বৈদ্যনাথধামে আসিয়া বাস করা। মনে হইয়াছিল যে তিনি এই রোগকে কিছু ভয় করেন না। কারণ রৌদ্রে ডাক্তারের পরামর্শ বিরুদ্ধে প্রত্যহ নির্ভীকচিত্তে তিনি অনেকদূর বিচরণকরিতেন। তিনি যে একজন সাহসী ব্যক্তি তাহা আমরা অনেকদিন হইতেই জানি। তাঁহার সাহসের দুইটী কার্য্য আমাদিগের বেশ স্মরণ আছে। পূর্ব্বে আমরা জানিতাম যে তিনি ইতিহাস, অর্থনীতি, উপন্যাসরচনা এবং পল্লীসংগঠনে নিপুণ। এবার দেখিলাম তিনি উদ্ভিদ্‌বিদ্যাও চর্চ্চা করিয়াছেন। সেই জন্য ধনিয়াখালি কিম্বা বাজে (?) শিবপুরের বাটীতে রোপণ করিবার নিমিত্ত, বোধহয় কলিকাতার দুষ্প্রাপ্য, ইউক্যালিপ্‌টাস এবং Grandiflora বৃক্ষদ্বয় দেওঘর হইতে তিনি পাঠাইয়া দিয়াছেন। এইরূপ Blood-pressure দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও অর্থনীতিচর্চ্চা তিনি এখনও ছাড়েন নাই। সম্প্রতি কলিকাতা-রিভিউ নামক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাসিকপত্রিকাতে তাঁহার একটী অর্থনৈতিক প্রবন্ধ দেখিয়াছিলাম। আর একটী প্রবন্ধের মালমশলা সংগ্রহকরিবার নিমিত্ত ডাক্তারের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি মহিষ, গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদির জন্য প্রসিদ্ধ দেওঘর এবং ত্রিকূটপর্ব্বতের মধ্যে অবস্থিত

মোহনপুরের মেলা দেখিতে গিয়াছিলেন। শুনিলাম তিনি কিছুদিন হরিসভার নিকট অবস্থান করিয়া এবং বাজার করিবার নিমিত্ত বৈদ্যনাথ-দেবের মন্দিরের দিকে প্রত্যহ যাইয়া, বিশ্বনাথ-অধিষ্ঠিত বারাণসীতে গমন করিবেন এবং এখানে যাইয়া শিখ-গুরুদ্বারে অবস্থান করিবেন। বোধহয় সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় করা তাঁহার উদ্দেশ্য।

হেমবাবুর জন্য আমাদের Blood-pressure এর ভয় ⅓ হইয়াছিল। পূর্ণবাবুর নিমিত্ত এই ভয় আরও ⅓ বৃদ্ধি হইয়াছিল। অক্ষয়বাবুর জন্য তাহার পর আবার ⅓ বাড়িয়াছিল। আমার এক Blood-pressure-গ্রস্ত বৈবাহিক মহাশয় রামনারায়ণ-কুটীরে আসিবার পরে আরও ⅓ ভয় উৎপন্ন হওয়াতে আমাদের ভীতি পূর্ণমাত্রায় পৌছিয়াছিল।

এই তিনজন প্রায় সমবয়স্কের(আমি সকলের বড় পূর্ব্বেই বলিয়াছি) এবং আমাদিগের বৈবাহিকের Blood-pressure সন্দর্শনকরিয়া ইহাদিগের সংসর্গে পাছে আমাদিগেরও Blood-pressure হয়, এই ভয় করিয়া দেওঘরে ১৫।১৬ দিন অবস্থানের পরই ইহাকে ত্যাগকরিয়া অন্যস্থানে যাইব মনে করিতেছিলাম। কিন্তু ঠিক এই সময়ে আমা-দিগের একটী যুবক বৈজ্ঞানিক সহয়োগীকে (ডাক্তার পঞ্চানন দাস M.Sc., D.Sc.) দেখিয়া আমাদিগের মনে সাহসের সঞ্চার হইল। প্রথমতঃ তিনি যেরূপ দ্রুতবেগে সংসারের মঙ্গলের নিমিত্ত বিবিধ বিপণি হইতে ক্রীত বস্ত্রখণ্ডাবৃত দ্রব্যসম্ভার লইয়া একলা যাইতেছিলেন, তাহাতে আমরা বিবেচনা করিলাম যে তাঁহার Bloodpressure হয় নাই। বৈজ্ঞানিকেরা প্রায় Positivist, Sceptic কিম্বা Atheist হন্। আমা-দিগের এই যুবক বন্ধুটী উচ্চবিজ্ঞান-অনুশীলনে এবং উচ্চ গণিতশিক্ষণে এবং মধ্যে মধ্যে আধুনিক 'আন্‌কোরা' উপন্যাসপাঠে ব্যাপৃত থাকিলেও, তাঁহার হৃদয় দেবতার প্রতি ভক্তি-রসে যে পরিপূর্ণ, সে বিষয়ে আর

কোনও সন্দেহ রহিল না। কারণ তিনি দৈনিক বৈদ্যনাথদেব-দর্শন-নিমিত্ত বৈদ্যনাথদেবের মন্দিরসন্নিহিত একটী বাসাবাটী মনোনয়ন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ পাণ্ডা অর্থাৎ পুরোহিতনির্ব্বাচনে তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা এবং অন্তর্দৃষ্টি (insight) সমধিকরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। সৌভাগ্যবশে 'তীর্থযাত্রাসিদ্ধি' ও 'মনস্কামনাসিদ্ধি' নামা পাণ্ডার আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে যজমানের তীর্থযাত্রাসিদ্ধি এবং মনস্কামনাসিদ্ধি না হইয়া কি থাকিতে পারে? সম্ভবতঃ ডাক্তার দাসের এবার ওজন বৃদ্ধি হইবে।

দেওঘরে আসিয়া অনেক আত্মীয় এবং পূর্ব্বপরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, বলিয়াছি। সকলের নাম করিতে যাইলে প্রবন্ধ বৃহৎ হইবে। কিন্তু একজনের কথা না বলিলে অন্যায় হইবে। ইনি কলিকাতার একজন বিখ্যাত প্রবীণ সলিসিটর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র। ইঁহার মাসিক-পত্রিকাতে মুদ্রিত প্রবন্ধ হইতে ইঁহার গভীর চিন্তাশীলতার এবং জ্ঞানচর্চ্চার পরিচয় পাইয়াছি। এই সকল রচনার জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়া ইনি Statistics সংগ্রহকরিয়াছেন। কিন্তু তিনি ইহা হ তে যে অনুমান করিয়াছেন তাহা এখনও আমরা উত্তমরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তিনি গোঁড়া সনাতনী কি অধুনাতনী ইহা এখনও আমরা বিশেষরূপে নির্দ্ধারিত করিতে পারি নাই। ইঁহার প্রবন্ধ পাঠকরিয়া আমাদিগের মাঝে মাঝে মনে হয় যেন তাঁহার 'সনাতনী' পাল্লাটা কিছু ভারী।

মিত্রমহাশয়ের প্রবন্ধের বিশেষত্ব এই যে তিনি কোদালকে (Spade) কোদাল বলিবার সাহস রাখেন। আর যে স্থলে প্রকৃত তথ্য সমাজের মঙ্গলের এবং সনাতন হিন্দুধর্ম্মের হিতের জন্য বিবৃত করা আবশ্যক, সেখানে শ্লীল হউক আর অশ্লীলই হউক ইউরোপ

ও আমেরিকার সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌গণের পুস্তক হইতে তথ্য উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার নিজের অভিমত প্রমাণ করিতে বিরত হন্ না। প্রৌঢ়[১] (অর্থাৎ চল্লিশ বৎসরের অধিক বয়স্ক) পাঠকবর্গ ১৩৩৯ সালের শ্রাবণ মাসের বসুমতীতে মুদ্রিত ইঁহার গবেষণামূলক প্রবন্ধ 'নারী-পাশ্চাত্য-সমাজে ও হিন্দুসমাজে' অবহিত হইয়া অধ্যয়ন করিলে অনেক অজ্ঞাত বিষয় জানিতে পারিবেন।

আমাদের ভূতপূর্ব্ব এবং বর্ত্তমান ছাত্রদিগের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার জন্য আমরা সমধিক প্রীতি অনুভবকরিয়াছিলাম। **Hogg-Market**এর **Serjeant** হাওড়ানরসিংহদত্তকলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীযুক্ত তারকনাথচট্টোপাধ্যায় দেওঘরের বাজারের রাস্তায় আমাদিগকে সমধিক ভক্তি এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শনকরিয়াছিলেন এবং বধূমাতাকে অর্থাৎ ইঁহার নবপরিণীতা স্ত্রীকে আমাদিগকে নমস্কারকরিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ব্যাঁটরার বিখ্যাত দত্তপরিবারের দুইটী ছাত্র সন্তোষ ও পরিতোষ আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের কাছে শুনিয়াছিলাম যে তাঁহারা বম্পাস্‌টাউনে ব্যাঁটরার লোহতোলদণ্ডনির্ম্মাতা এবং কলেজহিসাব-অভিজ্ঞ দ্বিজবর চোঙ্‌দার মহাশয়ের বম্পাসটাউনের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত একটী বাঙ্গালায় অবস্থান করিতেছিলেন। অনেক **research**এর পর এই বাঙ্গালাটী বাহির করিতে আমরা পারিয়াছিলাম।

১। জন্মের পর হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত শিশু, দশের পর হইতে কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত বালক, কুড়ির পর হইতে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত যুবক এবং চল্লিশের পর হইতে ৫৫ পর্য্যন্ত প্রৌঢ় এবং পঞ্চান্নের পর হইতে বৃদ্ধ সংজ্ঞা প্রত্যেক ব্যক্তি পাইবেন, এইরূপ একটী নিয়ম করা উচিত। আর একটী নিয়ম করা আবশ্যক যে পঞ্চান্ন বৎসরের অধিকবয়স্ক অর্থাৎ 'বৃদ্ধ' যদি পোনের মিনিটে এক মাইল হাঁটিতে পারেন, তিনি তাঁহার ইচ্ছানুসারে 'শিশু' কিম্বা 'বালক' শ্রেণীতে উন্নীত হইতে পারিবেন।

যখন আমরা ১৮৯২ সালে ঢাকাকলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হই, সেই সময়ের কিম্বা তাহার কিছু পরের চারিটী ছাত্রের সংসর্গে বৈদ্যনাথ-ধামে আমরা আসিয়াছিলাম। ঢাকা পপুলার-লাইব্র্যারীর স্বত্বাধিকারী এবং পোগোজ-স্কুলের সহকারী-হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত হরিরাম ধর বি. এ. এবং ঢাকার উকিল শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র নন্দী আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। দেওঘরপ্রবাসী অবসরপ্রাপ্ত কানুনগো শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্রঘোষের কনিষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্রঘোষ আমাদিগের অনুসন্ধান এবং কন্যার বিবাহের সময়ে আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় উক্ত ঢাকাকলেজের একটী প্রবীণ ছাত্র দেওয়ানী (সম্প্রতি অস্থায়ী উচ্চ বিচারক) যিনি আমাদের নিকট অন্ততঃ দুই বৎসর শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার ছাত্রত্ব স্বীকার-করিতে গত বৎসরে এবং বর্ত্তমান বৎসরে কুণ্ঠাবোধ করিয়াছিলেন।

শিক্ষকের সহিত ছাত্রের সম্বন্ধ আমরা পবিত্র বলিয়া বিবেচনা করি। এক্ষণে কিন্তু ইহার ভিতরে অনেক স্থলে ভাড়াটীয়াভাব (mercenary spirit) প্রবেশ করিয়াছে। এ বিষয় আমরা আমাদিগের গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লীপুস্তকে কিছু আলোচনাকরিয়াছি। এখনও পর্য্যন্ত ভূতপূর্ব্ব ছাত্রদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাদিগকে আত্মীয় বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু কোন ছাত্র যদি চিনিতে পারিয়াও ছাত্রত্ব স্বীকার না করেন, কিম্বা শিক্ষকও যদি চিনিতে পারিয়া শিক্ষকত্ব না স্বীকার করেন, তাহা অন্যায় কার্য্য বলিতে আমরা বাধ্য। এইরূপ একজন হিসাব-বিভাগের উচ্চপদস্থ ছাত্র চিনিয়াও আমাদিগকে চিনিতে পারেন নাই। কিন্তু শিক্ষকের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে ছাত্র উচ্চপদস্থ হইলে ছাত্রের নিকট অন্যায় অনুরোধ কিম্বা তাঁহার সময় বৃথা নষ্ট করা উচিত নয়।

গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লীপুস্তকে (পৃঃ ৮০-৮১) আমরা যে সকল ছাত্রের নাম দিয়াছি, তাহা ব্যতীত অনেক ছাত্রের সহিত এখনও পর্য্যন্ত আমাদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। ভূতপূর্ব্ব গ্রে ষ্ট্রীটের, বর্ত্তমান Dalhousie Squareএর এবং বালিগঞ্জের বিখ্যাত ডাক্তার শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় M. B, হুগলী কলেজের অধ্যাপক হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত M. A., Accountant General Post Officeএর সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির সহিত এখনও পর্য্যন্ত আমাদিগের পূর্ব্বতন সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে।

আমাদিগের জন্মভূমি-কাঁচরাপাড়ার তিনচারিজন অধিবাসীর সহিত বৈদ্যনাথধামে সাক্ষাৎ হওয়াতে যে সাতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলাম ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। ইঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে কাঁচরাপাড়ার উন্নতিবিষয়ে আমাদের আলোচনা করার সুবিধা হইয়াছিল।

বৈদ্যনাথ-দেওঘরের বাজার বিদেশীদ্রব্যে পরিপূর্ণ। ১৯৩৩ সালের পূজাবকাশে আমরা একযোড়া দেশী মোজা দেওঘরের বাজার হইতে ক্রয়করিতে সক্ষম হই নাই। যাঁহাকে মোজা কিনিতে বলিয়াছিলাম তিনি কলিকাতার দেড়া দরে একযোড়া জাপানী মোজা কিনিয়া আনিয়া দিয়াছিলেন। এই মোজার বিশেষত্ব এই যে কিছুক্ষণ চলিলেই ইনি জুতার ভিতরে অদৃশ্য হন্ এবং অনেক কষ্টে ইঁহাকে বাহির করিতে হয় এবং বাহির হইবার সময়ে অন্য পথিকের 'চাপা' হাস্যের উদ্রেক করেন। দেশী মোজা এত 'Fine' না হইলেও অকপট বন্ধুর ন্যায় পা'কে জড়াইয়া থাকেন এবং কাঁকর-শত্রুর আক্রমণ হইতে যথাসাধ্য পা'কে রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন।

দেওঘরে লোহার বাসন প্রস্তুত হয়। লৌহ কলিকাতা হইতে

আসে। কিন্তু তৈজসপত্র দেওঘরে তৈয়ারী হয়। এখানে মজুরী শস্তা বলিয়া এই সকল জিনিষের, কলিকাতা এমন কি পাটনা অপেক্ষা, অল্পমূল্য। সেদিন আমরা যখন দেওঘরের একটী লোহার দোকানে বসিয়াছিলাম, তখন দেখিলাম পাটনা হইতে তাওয়া, কড়া, হাতা, বেড়ী, খুন্তি প্রভৃতির অনেক অর্ডার আসিল। গামছা, স্থানীয় হিন্দুস্থানীদিগের খাদিকাপড়, এবং বাঁশের সাজী, ডালা, চেঙারী এবং জলনির্গমনশীল মৃত্তিকা-নির্ম্মিত কুঁজা (জলপাত্র) এখানে প্রস্তুত হয়।

এখানে এবারকার পূজার সময়ে দুধ টাকায় ৭।৮ সের, ঘৃত এক-টাকা দুই আনা সের (কিন্তু অভেজাল বলিতে পারি না) মাখন চৌদ্দ আনা সের এবং সরিষার তৈল পাঁচ আনা সের ছিল। চাউল প্রায় কলিকাতার দরে বিক্রীত হইয়াছিল ; সাধারণতঃ ইহা কাঁকরে পরিপূর্ণ। লাউ, কুমড়া এবং শাক কলিকাতা অপেক্ষা শস্তা। অন্য তরকারি কলি-কাতাঅপেক্ষা খারাপ মনে হইল। কপি ও কলাইশুঁটী কলিকাতার অনেক পরে এখানে পাওয়া যায়। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ অলাবুভক্ত বৈবাহিক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার বসুর মুখে শুনিলাম যে আমরা যে লাউ তাঁহার জন্য দেওঘরের বাজার হইতে তিন পয়সায় ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলাম, কলিকাতায় নাকি তাহার মূল্য চারি আনা। তিনি Imperial Bankএর একজন ভূতপূর্ব্ব বিশিষ্ট কর্ম্মচারী না হইলে, তাঁহার কথা বাজে কথা বলিয়া উড়াইয়া দিতাম। মাছ কলিকাতা অপেক্ষা কিছু শস্তা। মাংস কলিকাতা অপেক্ষা অনেক শস্তা। সেইজন্য যাঁহারা মাংস খান, তাঁহারা মাছের অধিক মূল্য বলিয়া ইহা ক্রয় করেন না। শাক ও মাঁছের বালি ভাল করিয়া ধৌত করিয়া লইতে হয়।

যাঁহারা এখানে নিজের বাটীতে বাস করেন এবং যাঁহাদিগের বাটী-সংলগ্ন জমি আছে এবং যাঁহারা মালী রাখেন, তাঁহাদিগের বিবিধ

সুন্দর ও সুগন্ধি পুষ্পের, আবশ্যকীয় তরকারির, এমন কি ধান্যও ইক্ষুর অভাব হয় না। কিন্তু কেবল মালীর মাহিনা দিলে হইবে না। এইস্থানে থাকিয়া তাহার কার্য্য তত্ত্বাবধানকরিতে হইবে। তাহা না হইলে মালী তাঁহার কার্য্য ছাড়া অন্য সকলেরই কার্য্য করিবে, নিয়মিত সময়ে তাহার মাসিক মাহিয়ানা লইবে এবং তিনি এক বৎসর পরে আসিলে বলিবে যে গরু এবং বানর সমস্ত তরকারি ইত্যাদি নষ্ট করিয়া দিয়াছে। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে গরুগুলি মালীরই। লেখক তাঁহার মালীকে তোষামোদ করিয়াছেন, তাহাকে ভয় দেখাইয়াছেন, কিন্তু মালী নির্ব্বিকার। সে জানে যে তাহার 'বাবু' সহায়বিহীন এবং তাহার দয়ার পাত্র।

তিনি সদুপদেশ মালীকেও গত বৎসরে দিয়াছিলেন এবং পরে বুঝিয়াছিলেন ইহা বৃথা বাক্যব্যয় মাত্র। তিনি মালীকে বলিয়াছিলেন "প্রত্যেক মাসে নিয়মিত সময়ে তুমি এত টাকা আমার নিকট হইতে মাহিয়ানা স্বরূপ লইতেছ; তোমার কি উচিত নয় যে অন্ততঃ প্রাতে দুই ঘণ্টা এবং অপরাহ্ণে দুই ঘণ্টা আমার কার্য্য করা?" সে বলিয়াছিল, 'হাঁ, তা ত উচিতই'। লেখক মনে করিয়াছিলেন এইবার তিনি তাহার বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত করিতে পারিয়াছেন; পর বৎসর গিয়া দেখিবেন যে তাঁহার বিস্তৃত জমি ফল, ফুলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। এবার গিয়া তিনি দেখিলেন যে তাঁহার ভূমি ছোট ছোট বৃক্ষে পরিপূর্ণ হইয়াছে বটে, কিন্তু এগুলি আগাছা অর্থাৎ বন। লেখক অনেক research করিয়া জানিতে পারিলেন যে মালী বদল করিলেও কিছুই হইবে না, কারণ সকল মালীই সমান 'ফাঁকি'-দক্ষ এবং মালীর resignation কামনা না করিয়া, তাঁহার ইহা পূর্ব্বজন্মকর্ম্মফল, ইহা ভাবিয়া তাঁহার নিজের resignation অভ্যাসকরিতে হইবে।

দেওঘরের গরুর গাড়ীগুলি কলিকাতার গাড়ী অপেক্ষা ক্ষুদ্র। মহিষের গাড়ী পথে দেখিতে পাই নাই। দেশীয় পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোকেরা ডুলিতে বাহিত হন্। জশিডি হইতে বম্পাস্‌টাউনে আসিতে ট্যাক্সি দুইটাকা এবং বাস্ চারিটাকা লয়। ঘোড়ার গাড়ী ও ট্যাক্সির প্রায় এক দর। দেওঘর হইতে ডুমকা ট্যাক্সিতে যাতায়াতে ১৫।১৬ টাকা এবং ত্রিকূটে কিম্বা মোহনপুর-হাটে যাতায়াতে ৫।৬ টাকা লাগে।

দেওঘরের Dispensary গুলিতে কোন কোন ঔষধের দর কলিকাতা অপেক্ষা অনেক বেশী। **Burgoyne's Eucalyptus and Menthol Pastilles**এর মূল্য ভবানীপুরের **Dispensary**তে ছয় আনা, কিন্তু দেওঘরে দশ আনা।

মিষ্টান্ন কলিকাতা অপেক্ষা শস্তা। ভাল চিনিপাতা দধি কলিকাতায় আট আনা সের, দেওঘরে চারি আনা সের। দেওঘরে উৎকৃষ্ট ডেলা ক্ষীর দশ আনা সের; উৎকৃষ্ট পেঁড়া বার আনা সের। মাছি কলিকাতার ন্যায় মিষ্টান্নের উপর বসে এবং কলিকাতার ন্যায় রাস্তার ধূলা মিষ্টান্নের ওজন বৃদ্ধি করে। এখানে মাছি কলিকাতা অপেক্ষা অনেক বেশী, কিন্তু মশকের উপদ্রব কলিকাতার সমান।

এখানে অনেকের কলমের বাগান আছে। সেখানে উৎকৃষ্ট আম্র হয়। আমাদিগের একজন আত্মীয় আশ্বিনমাসের শেষভাগে তাঁহার বাগানের অতিশয় সুমিষ্ট দোকলা আম্র খাওয়াইয়াছিলেন। আম্র, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, হরিতকী, আমলকী, বয়ড়া, চালিতা, আমড়া, কামরাঙা, আতা ইত্যাদি প্রচুর জন্মে। কাহারও কাহারও বাগানে নারিকেলগাছও আছে। ম্যালারিয়া-মশক-নাশে সহায়তা করিবে এবং বায়ু পরিষ্কৃত করিবে ভাবিয়া এবং বোধহয় সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিবার

নিমিত্তও অনেকে তাঁহাদিগের দেওঘরের উদ্যানে ইউক্যালিপটাস-গাছ বসাইয়াছেন।

এখানে ধান্য হইতে চাউল বাহিরকরিবার জন্য একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক দেওঘরের পূর্ব্বদিকৃস্থ বিলাসীর সন্নিকটে একটী কল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

মাঠে কুল্‌তী কলাই, কলাই, বরবটী এবং অরহরের গাছ দেখিলাম। এখানে তিন প্রকার ধান্য জন্মে। এক প্রকার ভাদ্র মাসে কাটে, দ্বিতীয় প্রকার কার্ত্তিক মাসে কর্ত্তিত হয়। এই ধান্য কর্ত্তিত হইবার সময়ে ছট্ কিম্বা 'ষট্' (বোধ হয় ষষ্ঠী কিম্বা 'শস্য' হইতে এই কথার উদ্ভব হইয়াছে) পূজা কৃষকেরা করেন। আর একবার অগ্রহায়ণ মাসের শেষে ধান্য কাটা হয়।

ক্রমাগত একঘেয়ে ঢোল-বাদ্যের সহিত ছট্ পূজা হয়। যাঁহারা পূজা করেন, তাঁহারা কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমীর দিন একবেলা খান্, এবং ষষ্ঠীর দিনে উপবাস করেন্ এবং সপ্তমীর দিন পূজার পরে উপবাস ভঙ্গকরেন্। দ্বিতীয় দিনে অপরাহ্নকালে এবং তৃতীয় দিনে প্রাতে নদীর ধারে নানাপ্রকারের ফল, কলা, নারিকেল ইত্যাদি এবং বাটীতে প্রস্তুত মিষ্টান্ন (মালপোয়া) লইয়া যান্ এবং সূর্য্যকে উদ্দেশ-পূর্ব্বক পূজা করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হন্।

মধুপুর, দেওঘর, শিমুলতলা প্রভৃতি স্বাস্থ্যনিবাসে বাঙ্গালী হিন্দু স্ত্রীলোকেরা নগর ও পল্লীগ্রাম অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনতা উপভোগ করেন। তাঁহাদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কিম্বা পূর্ব্বপরিচিত লোকদিগের সহিত দেখা করিবার নিমিত্ত দেড় ক্রোশ, দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত পদব্রজে ভ্রমণ এবং নগর ও পল্লীগ্রামের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাদিগের

মুক্ত বায়ু ও আলোক উপভোগজনিত উল্লাস সন্দর্শনকরিলে বাঙ্গালী হিন্দুসমাজসম্বন্ধীয় নানারূপ চিন্তা মনে উদিত হয়।

নারীশিক্ষা এবং স্বাধীনতাবিষয়ে আমাদিগের দেশবাসী দুইটী দলে বিভক্ত হইয়াছেন। এক সম্প্রদায় নারীদিগকে পুরুষদিগের ন্যায় সকল অধিকারদানে উৎসুক। ইঁহারা Co-education অর্থাৎ এক-স্থানে ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা, পুরুষ ও স্ত্রীর অবাধমিশ্রণ এবং রাজনীতি-ক্ষেত্রে, ব্যবসায়ে এবং অন্যান্য জীবিকার্জ্জনকার্য্যে পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীজাতিকে সমান অধিকারদানে ব্যস্ত। আর একদল "নারীর প্রকৃষ্ট কার্য্যস্থান অন্তঃপুরে" এই কথা বলিয়া সনাতনী প্রথার ব্যতিক্রম করিতে অনিচ্ছুক। শেষোক্ত মত-সম্বন্ধে ১৩৪০ সাল, ৩০শে আশ্বিনের দৈনিক 'বসুমতী' হইতে শ্রীমতী মৃণালিনীগুপ্তালিখিত "নারীর প্রগতি"-নামক-প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—

"দেশে যখন নূতন কিছুর আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখন তার ভালমন্দবিচার না করিয়া স্রোতের বেগে গা ঢালিয়া দিলে, অধিকাংশ সময়েই পরিণামে তার বিষময় ফলভোগ করিতে হয়। সম্প্রতি এ দেশে নারী-পুরুষের সম-অধিকার-প্রচেষ্টার যে ঢেউ আসিয়াছে, তাহা হিন্দু নারীর পক্ষে গ্রহণযোগ্য কি না, তাহা প্রত্যেক হিন্দু নারীরই বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

যে হীন, সেই উচ্চের সমকক্ষতা লাভে আগ্রহান্বিত হয়। কাজেই আমরা যদি পুরুষের সম-অধিকার আকাঙ্ক্ষাকরি, তবে নিজেরা যে হীন, তাহাই স্বীকারকরিয়া লওয়া হয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমরা হিন্দু নারী—পুরুষ অপেক্ষা ছোট কিসে? পুরুষ বাহিরে যে কাজ করিয়া থাকে, আমরা অন্তঃপুরে থাকিয়া তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী দায়িত্বশীল, কার্য্য সম্পাদনকরিয়া থাকি। পুরুষ উর্দ্ধতন কোন সাহেবের

অধীনে থাকিয়া ছোটখাট একটা অফিসের শৃঙ্খলা রক্ষাকরিয়া থাকে, আমরা সুনিয়মে সংসারের নিয়মানুবর্ত্তিতা রক্ষাকরিয়া ঐ সকল অফিসের বাবুদের সাজাইয়া গড়াইয়া তুলি। পুরুষ হাকিম হইয়া দাঙ্গা-কলহকারীদের শাস্তি দৃঢ়হস্তে দিয়া শান্তি স্থাপনকরে, আর আমরাও প্রতিদিন স্বীয় পরিবারের ছেলেমেয়েদের কলহ ইত্যাদির বিচার করিয়া স্নেহময় শাসনে উহাদের ভবিষ্যৎ জীবনে হাকিম হইয়া বিচারের পদ্ধতি শিক্ষাদিয়া থাকি, এবং সে শিক্ষার ধারা অনুসরণকরিয়াই পরে তাহারা বিচারাসন অলঙ্কৃত করিয়া থাকে। ... ...

হিন্দুনারীর রাজধানী যৌথ-অন্তঃপুর। তথায় প্রবীণা গৃহিণী রাজ্যেশ্বরী। অন্তঃপুরের বাহিরে নূতন কিছুই নাই। যাহা যুক্ত হিন্দু-পরিবারে নাই, তাহা সারা জগৎ খুঁজিলেও মিলিবে না। কাউন্সিল, এসোসিয়েশন হইতে আরম্ভ করিয়া বিচারাসন পর্য্যন্ত ও হাঁস-পাতাল হইতে ভক্তির পরাকাষ্ঠা পর্য্যন্ত এ দুনিয়ায় এমন নূতন কিছুই আবিষ্কারকরিতে পারিবে না, যাহা হিন্দুর মিলিত সংসারে নাই। রাজ্যেশ্বরীকে অনেক সতর্ক-বিবেচনার সহিত সম্মিলিত সংসার-রাজ্য পরিচালনা করিতে হয়; এবং তাঁহারই আদর্শে পরিবারস্থ সকলে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া পরবর্ত্তী জীবনে সুখ ও শান্তি লাভকরিয়া থাকে। এ হেন সুখের আবাস ত্যাগকরিয়া পুরুষের সমান অধিকার লইয়া, লজ্জাকে জলাঞ্জলি দিয়া, বাহিরে পরপুরুষের সম্মুখে বাহির হইলে আমাদের লাভ কিছুই নাই, বরং ক্ষতি অনেক বেশী। লজ্জা স্ত্রীলোকের অলঙ্কার, উহা সৌন্দর্য্য বাড়ায়। লজ্জাবতী নারীকে দেখিলে ভক্তি হৃদয়ে উথলিয়া উঠে।

তারপর স্ত্রীপুরুষের সম-অধিকারের অর্থ কি? কাউন্সিলে, বারে, শিক্ষালয়ে, হাসপাতালে, হাটে, বাজারে, রাস্তায়, ঘাটে

নারীপুরুষের একত্রে অবাধে কর্ম্মক্ষেত্রে যোগদানের ব্যবস্থাই স্ত্রী-পুরুষের সম-অধিকারের অর্থ। কিন্তু নারী সর্ব্বদেশে সকল সময়েই অবলা। পুরুষই তাহাদিগকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় অপরাপর দেশে কতক পরিমাণে পুরুষ বিপদে নারীকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেও আমাদের দেশে তাহা বর্ত্তমান সময়ে সম্ভবপর নয়। যে দেশে পুরুষ আত্মরক্ষাতেই অপারগ, যে দেশের পুরুষ ধর্ম্মহীন শিক্ষায় নৈতিক চরিত্রে দুর্ব্বল, যে দেশের পুরুষ স্ত্রীলোক দেখিলেই লোলুপ দৃষ্টিতে ভ্রূভঙ্গী করে, যে দেশের শিক্ষাগারে পুরুষশিক্ষার্থী স্ত্রীশিক্ষার্থীর প্রতি বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া নিজের জঘন্য প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করে, বেশী কথা কি, যে দেশে নারী ও নারীর শীলতা-হানি নিত্য-নৈমিত্তিকের মধ্যে পরিগণিত হইতেছে, পুরুষগণ ধর্ষিতা নারীগণকে রক্ষা বা উদ্ধার করিতে অসমর্থতার পরিচয় দিতেছে, কিংবা এ পাপনিবারণ জন্য আসমুদ্রহিমাচল-আন্দোলনে ভারতবর্ষ প্রকম্পিত করিতে বিমুখ হইয়া নির্জ্জীবভাবে দিন কাটাইতে সমর্থ হইতেছে, সেই দেশের পুরুষের সহিত একত্রে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া অন্য জাতীয় স্ত্রীলোকের পক্ষে সম্ভব হইবে কি না জানিনা, কিন্তু হিন্দুনারীর যে তাহা ভাবনারও অতীত, ইহা বলিবার প্রয়োজন নাই।

* * *

বাহিরে পুরুষ অপেক্ষা অন্তঃপুরে বঙ্গীয় হিন্দু রমণী সুখেই আছে। শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সেবা করিয়া, স্বামীর সহযোগিতা করিয়া, সন্তান পালন করিয়া, তাহাদিগকে শিক্ষাদ্বারা গড়িয়া তুলিয়া, দেবর-ভাসুরের সুখ সুবিধা সম্পাদনকরিয়া, আত্মীয়-আত্মীয়াদিগকে কর্ত্তব্যদ্বারা আপ্যায়িত করিয়া, এক কথায় আত্মীয়-স্বজন হিতাকাঙ্ক্ষীদিগকে মিলনসূত্রে গাঁথিয়া, সংসারে

যে অতুলনীয় আনন্দ নিজেরা উপভোগকরি এবং অপরকে তার অংশ প্রদানকরি, তাহা প্রকৃতই অবর্ণনীয়। স্ত্রী হইয়াও আমরা স্বামীর সব। স্ত্রী যদি প্রকৃত স্ত্রীর মত হইতে পারে, তবে স্ত্রীর স্থান স্বামী অপেক্ষা কোন প্রকারেই হীন নয়। আর যদি প্রতি ঘরেই স্ত্রী স্বামীর সহিত পরামর্শে বন্ধুর ন্যায়, সেবায় দাসীর ন্যায়, ভক্তিতে কন্যার ন্যায় এবং মমতায় ভ্রাতার ন্যায় ব্যবহার করিতে শিখে, জানে, এবং পারে, তবে স্বামী পাষণ্ড হইলেও সে সংসার অচিরে স্বর্গে পরিণত হইয়া থাকে। কাজেই বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্র অপেক্ষা অন্তঃপুরের কর্ম্মক্ষেত্র বহুলাংশে দায়িত্বশীল ও সুখের। তবে আমরা অন্তঃপুর ছাড়িয়া বাহিরে কর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্দেশ করিব কেন? অবশ্য অন্তঃপুরেও যে সংস্কারের প্রয়োজন নাই, তাহা বলি না। যাহা প্রয়োজন, তাহা আমরা নিজেরাই পূরণ করিতে পারি।"

গুপ্তা-মহাশয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা একেবারে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। ইহাতে অনেক ভাবিবার বিষয় আছে। আমাদিগের এক একবার সন্দেহ হয় যে স্থানে স্থানে গুপ্ত-মহাশয়ও 'গুপ্ত' থাকিয়া প্রবন্ধটী interpolate করিয়াছেন।

আমাদিগের মনে হয় উপরিউক্ত দুইটী পথই চরম পন্থা (extremes)। গৃহকর্ত্রী, শিশুর পালিকা এবং শিশুর শিক্ষয়িত্রীরূপে অন্তঃপুরে নারীর প্রধান স্থান হইলেও, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না স্ত্রীলোক তদ্বিধ পুরুষের ন্যায় কেন উচ্চ শিক্ষা লাভকরিবেন না, ইহার কারণ আমরা খুঁজিয়া পাই না। কিন্তু আমরা বিদ্যালয়ের এক শ্রেণীতে এবং এক সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্র ও ছাত্রীর অধ্যয়ন এবং অপরিচিত পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের অবাধমিশ্রণ এবং বাজার ইত্যাদির ন্যায় জনবহুল স্থানে যুবতী স্ত্রীলোকের গমন পছন্দ করি না। ইহার কারণ এই যে আমাদিগের দেশের

অনেক তথাকথিত (so-called) সম্ভ্রান্তবংশীয় শিক্ষিত যুবক স্ত্রীলোক-দিগের প্রতি কিরূপ সম্মান প্রদর্শনকরিতে হয়, এ বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। এ কথা শ্রীমতী মৃণালিনীগুপ্তাও বলিয়াছেন। চারি পাঁচটী যুবকদলের আচরণ ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের পূজাবকাশে দেওঘরে সন্দর্শনকরিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম। তাহারা পূজার্থিনী বা প্রাতঃভ্রমণকরিণী সম্ভ্রান্তবংশীয়া স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে তাহাদিগের নিজেদের মধ্যে এরূপ অশ্লীল ভাষা ব্যবহারকরিতেছিল, যে তাহা শ্রবণকরিলে বেশ্যারাও লজ্জিতা ও ক্রোধান্বিতা না হইয়া থাকিতে পারিত না। ট্র্যাম, বাস্, ও ট্রেণেও এই প্রকার আচরণ আমরা দেখিয়াছি। স্কুল এবং কলেজের দেওয়ালে লিখিত এই প্রকার অশ্লীল মন্তব্য আমরা মধ্যে মধ্যে পাঠ করিয়াছি। আমাদিগের একজন ব্যাঁটরানিবাসী বন্ধু ১৯৩৩ সালের গ্রীষ্মাবকাশে দার্জ্জিলিঙে দুই একটী যুবকদলের এইরূপ অশ্লীল আচরণের কথা আমাদিগকে বলিয়াছেন। প্রায় এক বৎসর হইল, শ্যামবাজার হইতে কালিঘাটগামী একটী বাস্ হইতে অবতরণসময়ে একটী খৃষ্টান স্ত্রীলোককে বাসারোহী একজন যুবক অশ্লীল তামাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি এক্ষণেই যদি বাস্ হইতে না নামিতাম, তাহা হইলে আমার চটীজুতা দিয়া তোর মুখ শায়েস্তা করিতাম"। গালাগালি হইলেও আমরা মনে করিয়াছিলাম যে যেরূপ কর্ম্ম তাহার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছিল। অবশ্য ইহা সত্য যে অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালীযুবক এ শ্রেণীর অন্তর্গত নয়। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের, ৩১শে অক্টোবারের অমৃতবাজারপত্রিকা হইতে নিম্নলিখিত মন্তব্য উদ্ধৃত করিলাম—

One of the evils of the Purdah system is that it makes our women-folk unable to protect

themselves, if they happen to fall unprotected into the hands of goondas or hooligans. But European women, who do not observe Purdah and can move about freely here, there and everywhere, are in a better position in this respect than their Indian sisters. We are glad to note however, that a change for the better is coming among Indian women and instances are coming to light when they are proving themselves to be quite competent to protect their honour. We have noticed several cases of uncommon bravery shown by Bengali Hindu women. A recent story comes from Gawalmandi in the Punjab, where a Hindu woman displayed great courage. At about 8 in the evening while she was walking outside her house, she was followed by a goonda, who cut jokes with her. The woman took off her shoe and gave a good shoe-beating to the man and would not allow him to go until some persons of the locality arrived on the spot and freed him. Little did the goonda realise that he was going to catch a Tartar.

আমাদিগের সমাজে এরূপ নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকের অভাব নাই। যতদিন আমাদিগের পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে না শিখিবে, ততদিন প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীপুরুষের অবাধমিশ্রণ

এবং বিদ্যালয়ে একত্র অধ্যয়ন বিবেচক লোকদিগের সমর্থন করা উচিত নয়। অবাধমিশ্রণের কুফল কি হইতে পারে তাহা অনেক অদূরদর্শী অভিভাবক ছাত্রী-কন্যার গৃহশিক্ষকের সহিত পলায়ন হইতে, এবং অনেক স্বামী কপট বন্ধুদিগের সংসর্গে পত্নীর অধঃপতনহইতে অনেক বিলম্বে তাঁহাদিগের নির্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারিয়া অনুশোচনা করিয়াছেন। এইরূপে কত সুখের সংসার 'চুরমার' হইয়া গিয়াছে, কত পিতা, মাতা এবং স্বামী মর্ম্মাহত হইয়াছেন এবং অকাল মৃত্যুর কবলে পতিত হইয়াছেন! প্রলোভন হইতে দূরে অবস্থানপূর্ব্বক যৌবনের উদ্দামপ্রবৃত্তি সংযত করিতে পারিলে, জীবনের প্রধান লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারা যায়। আপাততঃ কর্ণ-আনন্দদায়ক এবং ইন্দ্রিয়সুখপ্রদ 'স্বাধীন প্রেমের (Free Loveএর)' সাধারণ পরিণতি হাঁসপাতালে, তাম্বুল-বিপণিতে কিংবা গোময়-পিষ্টক-পূর্ণ কুটীরে—ইহা অনেকেই অবগত আছেন। পুরাকালে স্বয়ম্বর ছিল সত্য, কিন্তু তাহা ধীরবুদ্ধি অভিভাবক-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত।

যদিও আমরা যুবকযুবতীর অবাধমিশ্রণ এবং বিদ্যালয়ে একসঙ্গে অধ্যয়ন সমর্থন করি না, তত্রাচ আমরা স্ত্রীজাতির দেহের, বুদ্ধি-বৃত্তির এবং চরিত্রের সম্যক্ উন্নতি-বিধানের পক্ষপাতী। নারীর বিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দুস্ত্রীলোকের উপর ক্রমাগত যেরূপ অত্যাচার হইতেছে, ইহা নিবারণকরিতে হইলে, আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃপুররুদ্ধা 'অবলা' হইয়া থাকা বিধেয় নহে। বুদ্ধিবৃত্তির এবং চরিত্রের উৎকর্ষ-সাধনের সহিত তাঁহাদিগের দৈহিক উন্নতির বিষয়ে আমাদিগের বিশেষরূপে মনোযোগী হওয়া উচিত।

স্ত্রীলোকের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইলে তাঁহারা যে সংসারের কর্ত্তব্য অবহেলাকরিবেন, এ কথা সত্য নহে। সুশিক্ষা হইলে নিজের কি

কর্ত্তব্য উত্তমরূপে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন এবং ইহা সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিবেন। আমাদিগের মনে হয় পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই সুশিক্ষিত হইলে সংসারে শান্তি বিরাজ করিবে; পরস্পর পরস্পরকে সম্মান করিতে শিখিবে। পুরুষের মৃত্যু হইলে, স্ত্রী একেবারে 'দিশাহারা' হইবে না। কিন্তু শিক্ষা সুশিক্ষা হওয়া চাই, কেবল উচ্ছৃঙ্খলতামূলক নভেল ও কবিতাপাঠ ও রচনা এবং অস্বাস্থ্যকর চলচ্চিত্র ইত্যাদি দর্শন দ্বারা সুশিক্ষা-প্রাপ্তি অসম্ভব। যে শিক্ষা-দ্বারা মানবের কর্ত্তব্যজ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং মানব কর্ত্তব্য উত্তমরূপে সম্পাদন করিতে পারে, তাহাই সুশিক্ষা।

যদি কোন স্ত্রী শিক্ষিতা হইয়া রন্ধন, সন্তানপালন, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী প্রভৃতির শুশ্রূষা ইত্যাদি অবহেলাকরেন, তাঁহার শিক্ষা সুশিক্ষা নহে, তাহা কুশিক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু তিনি যদি সংসারের আয়-বৃদ্ধির জন্য কোন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বাটনাবাটা, কুটনাকোটা, বাসনমাজা ইত্যাদি হইতে অবসর দিতে হইবে। কিন্তু রন্ধনের তত্ত্বাবধারণ, সন্তানপালন, সন্তানকে শিক্ষাদান, শুশ্রূষা প্রভৃতি কার্য্য তাঁহার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যের অন্তর্গত, তাঁহার মনে রাখিতে হইবে। এই সকল কার্য্য করিতে হইবে বলিয়া, তাঁহার শরীর ও বুদ্ধিবৃত্তির চর্চ্চা, ধর্ম্মচর্চ্চা, দেশহিতকর প্রতিষ্ঠানে যোগদান, মুক্তবায়ুতে ভ্রমণ ও ব্যায়াম তিনি করিতে পারিবেন না কেন ইহা আমরা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

স্ত্রীলোকের কিংবা পুরুষের কাহারও নির্লজ্জ হওয়া উচিত নয়। বয়ঃস্থা বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মস্তক সামান্যরূপে আবরণকরিয়া অভিভাবকের সঙ্গে কেন লজ্জাহানিভয়ে বেড়াইতে পারিবেন না ইহাও আমরা বুঝিতে পারি না। তিনি যদি কখনও বাটীর বাহির না হন্, গাড়ী, বাস্,

ট্রেণেও না চড়েন, কেবল পর্দ্দানশীন হইয়া অন্তঃপুরের চারটী প্রাচীর-দ্বারা বেষ্টিতা হইয়া থাকেন, তাহা হইলেই কি তাঁহার লজ্জাশীলতা নিরাপদ থাকিবে? অত্যাচারী নরপিশাচেরা অন্তঃপুরের মধ্য হইতে সতী স্ত্রীকে টানিয়া লইয়া তাঁহার উপর অত্যাচার করিতেছে, ইহা সকলেই অবগত আছেন। যতই কেন অন্তঃপুরের ভিতরে কোন স্ত্রী আবদ্ধা থাকুন্ না, দুর্ব্বৃত্তেরা তাঁহার খোঁজ রাখিবে। শুধু দুর্ব্বৃত্তেরা নয়, অনেক দুর্ব্বৃত্তারা এই সংবাদ দুর্ব্বৃত্তদিগকে দিবে। এ ক্ষেত্রে অন্তঃপুরের মধ্যেও হিন্দু স্ত্রী নিরাপদ নহেন। সেইজন্য তাঁহাদিগের দেহের বলের ও সাহসের বৃদ্ধি করিতে হইবে। অন্তঃপুররুদ্ধা 'অবলা' হইয়া থাকিলে কিছুতেই অত্যাচার নিবারিত হইবে না। অবশ্য পুরুষের এ বিষয়ে গুরু কর্ত্তব্য আছে। তাঁহাদিগেরও শারীরিক বল ও সাহস বৃদ্ধিকরিতে হইবে এবং সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে এবং পাপিষ্ঠ-দিগকে ধৃত করিবার এবং আদালতে তাহাদিগের বিরুদ্ধে মোকদ্দামা চালাইবার নিমিত্ত অকাতরে অর্থব্যয় করিতে হইবে। উকিলদিগের উচিত যেন তাঁহারা ফি না লইয়া কিংবা সামান্য ফি লইয়া নরপিশাচ-দিগের বিরুদ্ধে মোকদ্দামা চালান এবং যাহাতে তাহারা উপযুক্ত শাস্তি পায়, তাহার বিধান করেন।

কৃষ্ণনগর-কলেজের মাঠে একবার কৃষ্ণনগরের বাহিরের দুইটী দলের (তাহার ভিতর একটী খৃষ্টান বালকদিগের দল) Foot-ball খেলার শেষে Refereeর নিষ্পত্তিতে অসন্তুষ্ট হইয়া কতকগুলি দুষ্ট লোক ঢিল ছুঁড়িতেছিল। সে স্থানে একজন ইংরাজ মিশানারী মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার স্বামীই Referee হইয়াছিলেন। মিশানারী সাহেব খৃষ্টানবালকদিগের সহিত কথা কহিতে কহিতে অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছিলেন। আমরা যখন এই খৃষ্টান মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে

আমরা কি তাঁহার সঙ্গে গিয়া তাঁহার বাটীতে তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দিব, তিনি বলিলেন,"Thanks much, Mr.De,I am an English woman and know how to protect myself."

দেওঘর, মধুপুর প্রভৃতি স্বাস্থ্যনিবাসে যেরূপ বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারেন, সেইরূপ কলিকাতা ও অন্যান্য নগরে ও গ্রামে স্ত্রীলোকদিগের দৈনিক ভ্রমণনিমিত্ত প্রত্যেক পল্লীতে একটী বিস্তৃত উদ্যানের বন্দোবস্ত করা উচিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি হিন্দু স্ত্রীলোকদিগকে নরপিশাচদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইলে তাঁহাদিগকে বলিষ্ঠ ও সাহসী করিতে হইবে। তন্নিমিত্ত এই সকল উদ্যানে ব্যায়ামের উপকরণ থাকা আবশ্যক। আমাদিগের মনে হয় তাঁহাদিগের পোষাকেরও (যেমন চটী জুতার) কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তনের আবশ্যক। বাটীতেও তাঁহাদিগের ব্যায়াম ইত্যাদি দ্বারা শারীরিক উৎকর্ষসাধনে মনোযোগী হইতে হইবে। ভ্রমণের সময়ে পুরুষদিগের ন্যায় তাঁহাদিগের যষ্টি লইয়া ভ্রমণ করা উচিত।

যদিও আমরা প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীপুরুষের অবাধমিশ্রণের বিরোধী, তত্রাচ আমরা মনে করি ধর্ম্মবিষয়ক এবং সামাজিক সভাসমিতিতে স্ত্রীজাতির যোগদান বাঞ্ছনীয়। এ সকল স্থানে তাঁহাদিগের কেবল শ্রোতা হইয়া থাকিলে হইবে না, বক্তাও হইতে হইবে। এরূপ সভাতে অবশ্য স্ত্রীলোকদিগের বসিবার জন্য স্বতন্ত্র আসনের বন্দোবস্ত থাকিবে। এরূপ করিলে তাঁহাদিগের জ্ঞানের উন্নতি হইবে, চিন্তা করিবার ইচ্ছা ও শক্তি বৃদ্ধিপাইবে এবং সাহসও বাড়িবে। রেল, ট্র্যাম এবং বাসে পুরুষ-অভিভাবকের সহিত ভ্রমণবিষয়ে তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতে হইবে। পুরুষঅভিভাবক নিকটে থাকিলে এবং ভিড় না হইলে, তাঁহাদিগকে রেলের টিকিট ইত্যাদি ক্রয়করিতে উৎসাহ দেওয়া

বাঞ্ছনীয়। সাংসারিক ব্যয়ের টাকা তাঁহাদিগের নিকটে ন্যস্ত করিতে হইবে এবং দৈনিক খরচের হিসাব-লেখা তাঁহাদিগের একটী কর্ত্তব্যকর্ম্ম হইবে। ইহাদ্বারা তাঁহারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকলের মূল্য অবগত হইতে পারিবেন, তাঁহাদিগের দায়িত্বজ্ঞান বাড়িবে এবং তাঁহারা মিতব্যয়িতা শিক্ষাকরিবেন।

যাহাতে আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা আলস্যে সময় অতিবাহিত না করেন, সে বিষয়ে সকলের মনোযোগী হইতে হইবে। উপযুক্ত শারীরিক ব্যায়ামে, উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা, ইংরাজী ও হিন্দী পুস্তকপাঠে (নিকৃষ্ট উপন্যাস-পাঠে নয়), পৌরাণিক কথা কিম্বা শিক্ষাপ্রদ যাত্রা শ্রবণে ও দর্শনে (নিকৃষ্ট বায়স্কোপ ও থিয়েটারদর্শনে নয়), সদ্‌গ্রন্থ কিম্বা প্রবন্ধ-রচনায়, স্ত্রীলোকদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট উদ্যান-ভ্রমণে কিম্বা যাঁহাদিগের গাড়ী আছে, গড়ের মাঠের ন্যায় উন্মুক্ত ভিড়শূন্য স্থানে পুরুষ-অভিভাবকদিগের সহিত পদব্রজে ভ্রমণে এবং নানাপ্রকার সাংসারিক ও সামাজিক হিতকর কার্য্যে তাঁহাদিগের মনোনিবেশ বাঞ্ছনীয়।

পূর্ব্বব্যবস্থাসংরক্ষণাভিলাষী পরিবর্ত্তনবিরোধী মাড়োয়ারী-সম্প্রদায়ের ভিতরে নারীজাগরণের সূত্রপাত হইয়াছে। ১লা নভেম্বর, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের আনন্দবাজার-পত্রিকাতে নিখিলভারত মাড়োয়ারী মহিলা-সম্মেলনের সভানেত্রী শ্রীমতী জানকীদেবী বাজাজ 'আনন্দবাজার-পত্রিকার' প্রতিনিধিকে যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে—"আমার যে সমস্ত ভগিনী এখনও পর্দার জেলে রহিয়াছেন, তাঁহারা অচিরে নিজেকে জেল হইতে মুক্ত করিয়া দেশের ও সমাজের কল্যাণব্রতে আত্মনিয়োগ করিবেন।"

যাঁহারা আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুররুদ্ধা করিয়া

রাখিতে চান্ তাঁহারা যদি দক্ষিণভারতে যান্, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে সেস্থানে হিন্দু স্ত্রীলোকেরা কত স্বাধীনতা উপভোগকরিতেছেন। কলিকাতাতেও মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং দক্ষিণভারতীয় অন্য প্রদেশের মহিলারা স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন; কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহারা অপরিচিত পুরুষদিগের সহিত বাক্যালাপও করেন না। তাঁহাদিগকে দেখিলেই মনে হয় যে তাঁহারা স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য এবং পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি।

এ সম্বন্ধে আমরা তিনবৎসর পূর্ব্বে (১৯৩০ খৃষ্টাব্দে) বোম্বাই-নগরে অবস্থিতির সময়ে যাহা দেখিয়াছিলাম এবং আমাদিগের **Stray Thoughts** (**Part IV, p. 3**) নামক পুস্তকে লিখিয়াছিলাম, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম। এই সময়েই আমরা বেল্লারীজেলার হস্পেট্ নগরে গিয়াছিলাম এবং তাহার পূর্ব্ববৎসরে আমরা মাদ্রাজ, মাদুরা, রামেশ্বর, ধনুষ্কোটী প্রভৃতি স্থান হইয়া সিংহলে (Ceylon) গিয়াছিলাম—

"A striking feature of Bombay, nay of Southern India, is the freedom enjoyed by women. Ladies of the most respectable families are to be frequently seen walking short distances or travelling in tram-cars, buses or electric trains and doing their daily marketing or attending to other items of business. The whole of household management is left to them, so that men may devote themselves wholeheartedly to their respective callings. Ladies are to be found talking freely only with their female friends or their guardians or wards. They are much

bolder, nimbler, smarter, healthier, and more graceful than their sisters in Bengal and easily avoid the extreme of flippancy, coquetry and indecency on the one hand and that of orthodox privacy and confinement on the other and the evil consequences of both of these. The ladies of Bombay, we believe, approximate the type of ancient Indian womanhood."

বিবাহের পরই হিন্দু-স্ত্রীর শিক্ষা স্থগিত হওয়া উচিত নয়। কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ., এম. এ. ইত্যাদি ডিগ্রী স্ত্রীলোকদিগের লক্ষ্য হওয়া অসমীচীন। বর্ত্তমান জীবনসংগ্রামের দিনে নারীরা যাহাতে সংসারের আয় বর্দ্ধিত করিতে পারেন, সেরূপ শিক্ষা তাঁহাদিগকে দেওয়া উচিত। স্বামী ও স্ত্রীর এক প্রতিষ্ঠানে কার্য্যকরিবার সুবিধা হইলে সর্ব্বপ্রকারে উত্তম হয়।

আমাদিগের বালকবালিকার শিক্ষা আমাদিগের প্রাচীন সভ্যতার বিরোধী হওয়া উচিত নয়। যদি মহাভারত কিম্বা বিশেষতঃ রামায়ণ আমাদিগের বালকবালিকার শিক্ষার ভিত্তি করিতে পারা যায় এবং শৈশব হইতে তাহাদিগের সঙ্গী, আচরণ এবং পাঠ্যপুস্তকের দিকে আমরা লক্ষ্য রাখিতে পারি এবং তাহাদিগকে প্রলোভন এবং অবৈধ মানসিক উত্তেজনাপূর্ণ থিয়েটার, বায়স্কোপদর্শন এবং তদ্রূপ উপন্যাস-পাঠ হইতে বিরত করিতে আমরা সক্ষম হই, তাহা হইলে তাহারা সহজেই আমাদিগের প্রাচীন সভ্যতার উৎকর্ষ উপলব্ধিকরিতে পারিবে এবং তাহার প্রতি অনুরক্ত হইবে। আমরা অবশ্য বলিনা যে রামায়ণ ও মহাভারতে যাহা লিখিত আছে সবই ভাল; কিন্তু এই দুইটী গ্রন্থে প্রত্যেক হিন্দুর উৎকর্ষ-সাধনের অনেক সম্ভার বিদ্যমান আছে, তাহা

স্বীকার করিতেই হইবে। এ বিষয় আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। (রাঃ কঃ—৫১ ; Stray Thoughts, pp. 307-9)।

মহাত্মা গান্ধীর সদুপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া আমাদিগের দেশের কতকগুলি (সৌভাগ্যবশতঃ ইহাদের সংখ্যা অতিশয় অল্প) শিক্ষিত যুবক-যুবতী যে হিংসানীতি অবলম্বনপূর্ব্বক বিপথগামী হইয়াছে, মানসিক স্বাস্থ্যহানিকর অপকৃষ্ট বায়স্কোপদর্শন এবং দুর্নীতিপূর্ণ উপন্যাসপাঠ ইহার অন্যতম কারণ। এই হিংসাবৃত্তির অন্যান্য কারণও আছে। যুবকদিগের জীবিকার্জ্জনব্যাপার দুষ্কর হওয়া আমরা ইহার আর একটী কারণ বিবেচনা করি। এই বিষয়ে সকলেরই স্কটিশ্চার্চ কলেজের অধ্যক্ষ Dr. Urquhartএর Rotary Clubএর অভিভাষণের (অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৫ই নভেম্বর, ১৯৩৩) নিম্নলিখিত ছত্রগুলি স্মরণরাখা কর্ত্তব্য—

"I wish to make a simple but earnest appeal for calmness and fairness of judgment by reminding you of a logical rule. Because some terrorists have been University students, it does not follow that all University students are terrorists, any more than it follows that because some ships are made of wood, all wooden articles are ships."

যাঁহারা সনাতন প্রথা-অনুরাগী তাঁহারাও স্বীকার করিবেন যে ভারতের সাবিত্রী, দময়ন্তী, শকুন্তলা, দ্রৌপদী, কুন্তী প্রভৃতি, রামায়ণের কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সীতা, অনসূয়া, তারা, কালিদাসের শকুন্তলা, মালবিকা, ধারিণী, ইরাবতী, কৌশিকী, ঔশীনরী প্রভৃতি নারী এবং ইঁহাদের সখীরা বাঙ্গালী-হিন্দু স্ত্রী অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনতা উপভোগকরি-

তেন এবং উচ্চতর শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সাধারণ লোকদিগের এমন কি রাজাদিগের নিকট হইতেও ইঁহারা অধিকতর সম্মানলাভ করিতেন। আমরা অবশ্য তখনকার পুরুষদিগের বহুবিবাহপ্রথা অনুমোদন করি না। ইহার কুফল তখনকার রাজারা 'হাড়ে হাড়ে' বুঝিতে পারিয়াছিলেন (ব্রাঃ কঃ পৃঃ-২)।

প্রত্যেক শিক্ষিত হিন্দুর হিন্দুজাতির সঙ্ঘবদ্ধকরণকার্য্যে এবং ধ্বংসনিবারণে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। "হিন্দুজাতি" আমরা নিম্নলিখিত অর্থে ব্যবহার করিতেছি—

(ক) যাঁহারা হিন্দুদিগের দেবদেবী পূজাকরেন।

(খ) যাঁহারা অন্নপ্রাশন, উপবীতধারণ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ, ব্রত ইত্যাদি অনুষ্ঠান হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সম্পন্ন করেন।

(গ) যাঁহারা হিন্দুদিগের প্রধান চারিটী জাতিবিভাগ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, স্বীকারকরেন।

(ক) হিন্দুরা অদ্বৈতবাদীর নিরাকার, নির্গুণ ঈশ্বর হইতে সাকারবাদীর শিব, দুর্গা, কালী, নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ, লক্ষ্মী, কার্ত্তিক, গণেশ, ব্রহ্মা, বিশ্বকর্ম্মা, ষষ্ঠীদেবী, মনসাদেবী, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, গৌরাঙ্গদেব, রামকৃষ্ণ পরমহংস, গোদাবরী, গঙ্গা, সরস্বতী, গোমাতা, অশ্বত্থবৃক্ষ প্রভৃতি পূজা করিয়া থাকেন। আমরা যাঁহাদিগকে ব্রাহ্ম বলি তাঁহারাও অদ্বৈতবাদীর নিরাকার নির্গুণ ঈশ্বর কিম্বা বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীর অথবা দ্বৈতবাদীর সগুণ ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়া এবং বৌদ্ধেরা বুদ্ধদেবকে পূজা করিয়া হিন্দুপর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারেন।

(খ) এবং (গ)————এই দুইটী ব্রাহ্ম ও বৌদ্ধকে হিন্দু জাতি হইতে পৃথক করিতেছে। ইঁহারা বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি কার্য্য আচার্য্য (ইনি ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত না হইতেও পারেন) দ্বারা সম্পাদিত করেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাস যিনি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তিনি জানেন যে জাতিবিভাগের প্রারম্ভে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-জাতি থাকিলেও শক, দরদ, পহ্লব প্রভৃতি বৈদেশিকজাতি এবং দ্রাবিড় ও অনার্য্যজাতির সহিত আর্য্যজাতির সংমিশ্রণ হইয়াছিল। তাহার পরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির পরস্পর মিশ্রণে অনেক বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়াছিল। জাতিবিভাগ ব্রহ্মা প্রথমে করিয়াছিলেন স্বীকার করিলেও কিম্বা বিভিন্ন ব্যবসা নিমিত্ত হইলেও, কোনও অবিমিশ্রিত হিন্দু-জাতি এক্ষণে নাই। তত্রাচ আমরা জাতিবিভাগ তুলিয়া দিতে অনিচ্ছুক, কারণ ইহা স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দুধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক সভ্যজাতির কার্য্যক্ষেত্রে জাতিবিভাগ আছে। যাঁহারা ধনে, মানে, শিক্ষায় এবং বংশমর্য্যাদায় উচ্চ, তাঁহারা নিম্নশ্রেণীর লোকের সহিত তাঁহাদিগের রক্ত মিশ্রিত করিতে, এমন কি একস্থানে খাইতে, শুইতে, বেড়াইতে পর্য্যন্ত অনিচ্ছুক। আমাদিগের কৃষ্ণনগরে একজন বিশিষ্ট, শিক্ষিত ব্রাহ্ম বলিয়াছেন, "অমুক ব্রাহ্মের পুত্র কিম্বা কন্যার সহিত আমাদিগের কন্যা কিম্বা পুত্রের বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতে তিন চারি generation লাগিবে।" আমাদিগের একজন অধ্যাপক খৃষ্টান সহযোগী এবং আর একজন পরীক্ষক খৃষ্টান সহযোগী আমাদিগকে বলিয়াছেন যে তাঁহারা ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কিম্বা কায়স্থ খৃষ্টান ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন্ না।

হিন্দু জাতিবিভাগের উপকারিতা আছে—(ক) প্রত্যেক জাতি পূর্ব্বপুরুষের বিদ্যা এবং নিপুণতা রক্ষা করে এবং পুরুষ পুরুষানুক্রমে ইহাদিগের উন্নতিসাধন করে।

(খ) প্রত্যেক উচ্চজাতি পৈতৃক শিক্ষা ও সভ্যতা অক্ষুণ্ণ

রাখিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করে। তাহারা সচরাচর এরূপ কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক হয়, যাহাতে তাহাদিগের বংশমর্য্যাদা হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে।

(গ) হিন্দুদিগের প্রধান ধর্ম্মকর্ম্মে ব্রাহ্মণদিগকে আচার্য্যের কার্য্য করিতে হয়। প্রত্যেক হিন্দুজাতির বিভিন্ন অশৌচ ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভালই হউক অথবা মন্দই হউক হিন্দুধর্ম্মের সহিত হিন্দু জাতিবিভাগ ঘনিষ্ঠরূপে সংসৃষ্ট। অতএব হিন্দুত্ব বজায় রাখিতে হইলে, হিন্দুজাতিবিভাগ মানিতে হইবে। হিন্দুজাতিবিভাগ তুলিয়া দিলে, হিন্দু ধর্ম্মও ক্ষুণ্ণ হইবে।

ব্রাহ্মণ ইত্যাদি উচ্চজাতিগণ মনে করেন যে তাঁহারা ব্রহ্মার সময় হইতে অবিমিশ্রিত অবস্থায় বিদ্যমান আছেন। ইহার জন্য তাঁহারা সমধিক গর্ব্ব অনুভবকরেন এবং নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে অবজ্ঞা করেন এবং তাঁহাদিগের দমনের নিমিত্ত নানা প্রকার উন্নতিবিরোধী নিয়ম-কানুন ও শ্লোক প্রদর্শন করিতে সর্ব্বদা উৎসুক হন। এই "সনাতনী" মনোভাব সমগ্র হিন্দুজাতির সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার প্রধান অন্তরায়। উচ্চ-শ্রেণীর মন হইতে এই অবজ্ঞা দূর করিতেই হইবে।

ব্রাহ্ম ও বৌদ্ধদিগকে বিশেষতঃ ব্রাহ্মদিগকে হিন্দু বলিয়া পরি-গণিত করিতে হইবে। তাঁহাদিগের সহিত আমাদের কিঞ্চিৎ বিভেদ থাকিলেও অনেক সাদৃশ্যও আছে। বিদেশ-প্রত্যাগত শিক্ষিত যুবক-দিগকে হিন্দু-সমাজে লইতে অস্বীকার, ব্রাহ্মশ্রেণীর উৎপত্তির অন্যতম প্রধান কারণ। ২৩ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের স্বর্গীয় বিখ্যাত সলিসিটর গণেশ চন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে কায়স্থজাতীয় একজন স্বর্গীয় প্রসিদ্ধ অধ্যাপক এবং একজন স্বর্গীয় সিভিলিয়ান বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পরে কায়স্থসমাজে পুনঃ প্রবেশ করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সফলমনোরথ হন্ নাই।

আমরা পূর্ব্বে (Stray Thoughts Part III, p. 307-9) বলিয়াছি যে আমাদিগের হিন্দুসমাজের বৈশিষ্ট্য রক্ষাকরিতে আমরা সর্ব্বদাই উৎসুক। আমরা হিন্দু-জাতীয়তা, হিন্দু-শাস্ত্র, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু-আচারব্যবহারের আমূল পরিবর্ত্তনের সম্পূর্ণরূপে বিরোধী। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করিতেছে যে প্রাচীনকালে হিন্দুধর্ম্ম কখনও সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। শক, হূণ, গুর্জর প্রভৃতি হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় যযাতি ব্রাহ্মণী দেবযানীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজা দশরথের বাবটা ও পরিবৃত্তি নাম্নী অক্ষত্রিয়া স্ত্রী ছিলেন। ব্রাহ্মণ-ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত ক্ষত্রিয়-লোমপাদের কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের অব্য-বহিত পরে নৃপতিগণ ক্ষত্রিয়া দ্রৌপদীর বিবাহ লক্ষ্যভেদী ব্রাহ্মণ-যুবকের সহিত হইবে বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। বৈশ্য অন্ধমুনি শূদ্রাণী বিবাহকরিয়াছিলেন। অনেক বর্ণসঙ্করকে হিন্দুসমাজ হিন্দু বলিয়া পরিগণিত করিয়া আসিতেছেন। চৈতন্যদেবের সময়ে এবং পরে অনেক বৌদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া হিন্দুজাতির পরিপুষ্টি করিয়াছিলেন।

হিন্দু স্ত্রীর উপর অত্যাচার এবং বঙ্গে হিন্দুর সংখ্যাহ্রাস নিবারণ জন্য আমরা কতিপয় বিষয়ে হিন্দুদিগকে উদারমত অবলম্বনকরিতে অনুরোধ করি। কি কারণে বঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, আমাদের 'গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী' পুস্তকে (পৃঃ ৫০৩) কিছু আলোচনা করিয়াছি। আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে সকল শ্রেণীর হিন্দুর বিশেষতঃ উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মনোযোগ আকর্ষণকরিতে ইচ্ছা করি—

(১) প্রায়শ্চিত্ত-প্রথার বিস্তার। প্রায়শ্চিত্ত হিন্দুশাস্ত্রানুমত। হিন্দু-

জাতির পরিপুষ্টির জন্য প্রায়শ্চিত্ত-অনুষ্ঠান-অভিলাষী বিধর্ম্মীদিগকে কিম্বা হিন্দুসমাজ হইতে পতিত ব্যক্তিদিগকে হিন্দুসমাজে প্রবেশের সুবিধা-দান বিশেষরূপে আবশ্যক। তাঁহাদিগের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুজাতির অন্তর্গত হওয়াতে আপত্তি থাকিলে, তাঁহারা বৈষ্ণব বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রাচীন কালে শক, পহ্লব প্রভৃতি অনেক অহিন্দুজাতিকে সনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম ক্ষত্রিয় বলিয়া গ্রহণকরিয়াছিল। রাজপুতেরা মুসলমানদিগকে কন্যা-সম্প্রদান করিয়াও জাতিচ্যুত হন্ নাই।

আমরা তথাকথিত (so-called) নীচজাতিকে দমনকরিয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে "বর্ণাশ্রম," "সনাতনধর্ম্ম" প্রভৃতি বড় বড় কথাগুলি ব্যবহার-করি। আমরা জিজ্ঞাসা করি কয়টী হিন্দু আশ্রম-চতুষ্টয়ে বর্ত্তমান সময়ে বাস করিতেছেন? কয়টী হিন্দু কলের জল, ভেজালঘৃত, সোডাওয়াটার, পাঁউরুটী, বিস্কুট না খাইয়াছেন? হিন্দু পাঁউরুটী, চা ও বিস্কুট কি শুচি-ব্যাধিগ্রস্ত উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রস্তুত ও বিক্রীত হয়? কয়জন হিন্দু হিন্দুহোটেলে কখনও ভক্ষণ করেন নাই? সাধারণতঃ হিন্দুহোটেলের কর্ত্তা কি নবধাগুণবিশিষ্ট মুখ্য-কুলীন ব্রাহ্মণ এবং কর্ত্রী কি বিশুদ্ধভূদেববংশজাতা এবং সতীসাবিত্রী?

এক সময়ে মুশলমান-সরকারের, ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের কিংবা ইংরাজ-বণিকের অধীনে কার্য্য করা অহিন্দু বলিয়া বিবেচিত হইত। এক্ষণে কয়টী হিন্দু এ সনাতনী প্রথা অনুসরণকরিতেছেন? পূর্ব্বে কালাপানি পারহওয়া অহিন্দু কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। এক্ষণে উচ্চশ্রেণীর কয়টী হিন্দু ইউরোপ, য়্যামেরিকা, জাপান হইতে প্রত্যাগত হইলেও জাতিচ্যুত হইতেছেন এবং সমাজে পুনরায় প্রবেশ করিবার নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন? সম্প্রতি সংবাদপত্রে দেখিলাম একটী

"গোঁড়াতম" সনাতনী হিন্দু ইংলণ্ডে গমন ও অবস্থান, এই পাপের প্রায়শ্চিত্তকল্পে গঙ্গাগর্ভে—'উন্মজ্জক' তপস্বীর (Stray Thoughts p. 240) ন্যায় নয়—কিন্তু 'গঙ্গায় ঘোষের' (গৌঃ কাঃ ১৪০) ন্যায়—কতিপয়দিবস অবস্থান করিতে চাহিয়াছেন। যদি কালাপানি পার হওয়ারূপ এবং অভক্ষ্যভক্ষণরূপ জাতিনাশ-পাপের এরূপ প্রায়শ্চিত্তবিধান থাকে, তাহা হইলে যে হিন্দুর পূর্ব্বপুরুষ অতীতকালে কোন কারণে জাতিচ্যুত হইয়াছেন, কিংবা যে অহিন্দু হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণকরিতে অভিলাষী, তাঁহাদিগকে এইরূপ প্রায়শ্চিত্তদ্বারা হিন্দু করিয়া হিন্দুর সংখ্যার বৃদ্ধি করিতে কি আপত্তি থাকিতে পারে? অভক্ষ্যভক্ষণপাপের প্রায়শ্চিত্ত শব্দকল্পদ্রুম (হিতবাদী সংস্করণ পৃঃ ৭৭১) হইতে উদ্ধৃত করিলাম—

(অথোপপাতকানি)	(প্রায়শ্চিত্তানি)	(তদশক্তৌ) দক্ষিণা
		চূর্ণীদানম্ —
অথ সামান্যাভোজ্যান্ন-ভোজনম্	জ্ঞানে প্রাজাপত্যম্	—৩ কার্ষাপণাঃ যথা-শক্তি

আমাদিগের জানা আবশ্যক যে হিন্দুস্থান হইতে হিন্দুজাতির অপসারণ নিবারণ করিতে হইলে কিংবা হিন্দুজাতির Majority Community (সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়) হইতে Minority Community (সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়) এ পরিণতি নিবারণকরিতে হইলে বর্ত্তমান হিন্দুর সংখ্যাবৃদ্ধি করা এবং সকল হিন্দুকে সঙ্ঘবদ্ধ করা অতীব আবশ্যক। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেব ইহা করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এ বিষয়ে অনেকাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের অনেক মুশলমান গাজনীর মহম্মুদ, বাবরশাহ প্রভৃতির অনুচরদিগের বংশধর নহেন। মুশলমান শাসনকর্ত্তাদিগের উৎপীড়নের জন্য এবং সনাতনী হিন্দুদিগের সঙ্কীর্ণতার

নিমিত্ত (গৌঃ কাঃ-৫০১-৩) এবং উদার প্রায়শ্চিত্ত-বিধির-প্রয়োগ-অভাবে বঙ্গে মুশলমান-আধিক্য হইয়াছে, সকল ঐতিহাসিকই জানেন। সেইরূপ বঙ্গে অধিকাংশ ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান্ পরিবার হিন্দু-সামাজিক উৎপীড়নের ফলস্বরূপ। ইঁহাদিগের ভিতরে যাঁহারা পুনরায় হিন্দু-ধর্ম্মগ্রহণে অভিলাষী, তাঁহাদিগকে প্রায়শ্চিত্তদ্বারা (তুষানলের ন্যায় প্রায়শ্চিত্তদ্বারা নয়; গঙ্গাগর্ভে বাস করার ন্যায় প্রায়শ্চিত্তদ্বারা) শুদ্ধি-পূর্ব্বক হিন্দুকরা বিশেষরূপে কর্ত্তব্য। যাঁহারা একেশ্বরবাদী, তাঁহারা অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী কিংবা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হইতে পারেন। যদি তাঁহারা খৃষ্টান হন্ এবং একেবারে ঈশ্বরসকাশে গমন অসম্ভব মনে করেন, তাঁহারা ঈশ্বরপ্রতিম চৈতন্যদেবকে মাঝে রাখিয়া ভগবানের নিকট অগ্রসর হইতে পারেন। আমরা বলিতে পারি যিনি চৈতন্য-দেবের কার্য্যাবলী পক্ষপাতশূন্য হইয়া পর্য্যালোচনাকরিয়াছেন তিনি তাঁহাকে অন্ততঃ যীশুখৃষ্টের সমকক্ষ বলিতে বাধ্য হইবেন। একটী প্রশ্ন হইতে পারে হিন্দুদিগের কোন্ জাতির অন্তর্গত তাঁহারা হইবেন? অভিলষিত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া কষ্টসাধ্য হইলে, তাঁহারা বৈষ্ণব-শ্রেণীর অন্তর্গত সহজেই হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা যে শ্রেণীরই অন্তর্গত হউন না কেন, সে শ্রেণীর আচার-ব্যবহার মানিয়া তাঁহাদিগের চলিতে হইবে।

বঙ্গের শিক্ষিত মুশলমান মহাশয়দিগকেও আমাদিগের বলা আবশ্যক যে ধর্ম্মব্যতীত অন্য সমস্ত বিষয়ে তাঁহাদিগের অধিকাংশের সহিত তাঁহাদিগের প্রতিবেশী হিন্দুর সাদৃশ্য আছে এবং হিন্দু ও মুশলমানের, ভগবানের বিধান-অনুসারে, একত্র বাস করিতে হইবে। অতএব দুই পক্ষেরই পরস্পরের প্রতি সামান্য Concession (আদান-প্রদান) করিয়া অবস্থান করিতে পারিলেই উভয়েরই মঙ্গল হইবে।

(২) হিন্দুজাতির আন্তর্জাতিক বিবাহ তাঁহাদিগের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। এরূপ বিবাহ হইলেই পাত্র ও পাত্রীকে অহিন্দু বিবেচনাকরা উচিত নহে। প্রাচীনকালে অসবর্ণ বিবাহ অনেক হইয়াছিল। মনে করুন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থে বিবাহ হইল। তাঁহাদিগের সন্তান-সন্ততিদিগকে ব্রাহ্মণ কিংবা কায়স্থ বলিতে আপত্তি থাকিলেও, অহিন্দু বলা উচিত নহে। তাঁহারা বৈষ্ণবসম্প্রদায়-অন্তর্গত হইতে পারেন।

বর্ণাশ্রমঅভিমানশূন্য আদর্শচরিত্র ঈশ্বরপ্রতিম চৈতন্যদেবকে, যিনি শ্রীকৃষ্ণের অর্থাৎ ভগবানের দাসের দাসানুদাস বলিয়া নিজেকে বিবেচনা করিতেন, যিনি জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, রামানন্দ রায়, কালিদাস ও রঘুনাথদাস (কায়স্থ), শিবানন্দ-সেন (বৈদ্য) জাতিভ্রষ্ট রূপ ও সনাতন, ঝড়ু ভূঁইমালী এবং যবন হরিদাসকে তাঁহার অনুগ্রহের পাত্র করিয়াছিলেন, যিনি আচণ্ডালে প্রেম ও ভক্তি বিতরণকরিয়াছিলেন, যাঁহার হৃদয় পাপিষ্ঠের জন্য সর্ব্বদাই দ্রবীভূত হইত এবং যিনি উহার মুক্তির নিমিত্ত ভগবানের নিকট সকাতরে প্রার্থনা করিতেন, বৈষ্ণব ধর্ম্মগ্রহণপূর্ব্বক যদি কেহ সেই দয়ার মূর্ত্তপ্রতীক চৈতন্যদেবকে গুরু ও আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক করেন, তাঁহার পারলৌকিক মঙ্গলবিষয়ে কোনও সন্দেহের কারণ থাকিবে না।

কৃষ্ণদাসকবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য-১৩শ-৩৭-৪১) লিখিত আছে যে পুরীতে রথারূঢ় ঈশ্বরের প্রতীক জগন্নাথদেবকে দর্শন-করিয়া চৈতন্যদেব হাতযোড় করিয়া ঊর্দ্ধমুখে নিম্নলিখিত স্তুতিপাঠ করিয়াছিলেন—

নাহং বিপ্রো, নচ নরপতি, র্নাপি বৈশ্যো, ন শূদ্রো,
নাহং বর্ণী, নচ গৃহপতি, র্নবনস্থো যতির্বা।

কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে
গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥

(আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ কিংবা যতি নহি ; কিন্তু প্রকৃষ্টরূপে উত্থিত নিখিল-পরমানন্দপূর্ণামৃত-সমুদ্র-স্বরূপ গোপীভর্ত্তার পাদপদ্মযুগলের আমি দাসদাসানুদাস)"। রূপ-সংগৃহীত পদ্যাবলী হইতে উপরিলিখিত শ্লোকটী চৈতন্যদেব বারংবার আবৃত্তিকরিয়া নীলাচলে জগন্নাথদেবকে প্রণামকরিতে লাগিলেন পূর্ব্বেই বলিয়াছি। চৈতন্যদেব ঈশ্বরকে প্রথম জানাইলেন যে তাঁহার অহঙ্কার করিবার নিমিত্ত এ জগতে কিছুই নাই। তিনি উচ্চ কিংবা নিম্নজাতির অন্তর্গত বলিয়া কোন গর্ব্ব অনুভবকরেন না। তিনি ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ কিংবা যতি আশ্রমের অন্তর্গত বলিয়া কোন অভিমান তাঁহার নাই। সেইজন্য কেবল তিনি ভগবানের দাস বলিয়া ভগবান্‌কে তাঁহার নিজের পরিচয় দিতেছেন। ঈশ্বরের দাস অথবা ভৃত্য বলিলেও কিছু অভিমান থাকে। সম্রাটের ভৃত্য হইলে কত লোক তাঁহার তোষামোদ করে ? চৈতন্যদেব সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণের দাস না বলিয়া তিনি তাঁহার দাসের দাসের দাস বলিয়া নিজেকে বর্ণনাকরিলেন। ইহা দ্বারাই চৈতন্যদেবের মহত্ত্ব সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হইল। যাঁহারা জাতিভ্রষ্ট কিম্বা গর্ব্বিত উচ্চজাতিকর্ত্তৃক ঘৃণিত, তাঁহাদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে উচ্চ-বর্ণ-উচ্চআশ্রমজনিত-অভিমান-শূন্য পরমমিত্র চৈতন্যদেব ঈশ্বর-সন্নিধানে তাঁহাদিগের মুক্তির জন্য উন্মুখ হইয়া আছেন। আমরা দেখিয়াছি জাতিভ্রষ্ট রূপ এবং কণ্ডুক্লিষ্ট সনাতন এবং যবন হরিদাস চৈতন্যদেবের প্রাণাধিক প্রিয়তম ছিলেন। আমরা দেখিয়াছি পন্থভীল, নারোজী প্রভৃতি পাপিষ্ঠ মানবদিগকে ক্রোড়ে করিয়া তাহাদিগের কর্ণে হরিনাম দিয়া তাহাদিগকে তিনি

মোক্ষের উপযোগী করিয়াছিলেন। সেইজন্য আমরা বলিতেছি যে জাতিভ্রষ্ট, সমাজ-উৎপীড়িত কিম্বা পাপিষ্ঠ ব্যক্তিরা চৈতন্যদেবের শরণাপন্ন হউন্, কারণ তাহা হইলে তাঁহাদিগের মুক্তিলাভের বিষয়ে তাঁহাদিগের কোন সন্দেহ থাকিবে না।

(৩) আমরা ঔপন্যাসিক স্বাধীনপ্রেমের সম্পূর্ণরূপে বিরোধী পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সাধারণতঃ পোনের হইতে আঠার বৎসরের ভিতরে কুমারীর বিবাহ হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি। মহাভারতের সাবিত্রী, দময়ন্তী, চিন্তা, শকুন্তলা এবং দ্রৌপদী, কালিদাসের শকুন্তলা, মালবিকা, প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়ার পোনের, ষোল বৎসরের কম বয়সে বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সীতার বিবাহের বয়স-বিষয়ে মতভেদ আছে। সীতার কথাবার্ত্তা হইতে মনে হয় যে বিবাহের সময়ে তাঁহারও বয়স পোনের বৎসরের কম ছিল না। কুমারীর বিবাহ-সম্বন্ধ অভিভাবকদিগের স্থির করা উচিত। কিন্তু পাত্র ও পাত্রীর অনভিমতে এই বিবাহ হওয়া বিধেয় নহে। আমরা ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ২৪শে অক্টোবর তারিখে দেওঘরের বম্পাসটাউন হইতে কুণ্ডায় গিয়াছিলাম। আসিবার সময়ে একটী অবগুণ্ঠন-আবৃতা সম্ভবতঃ পঞ্চমবর্ষ বয়স্কা কৃষকবধূ সম্মার্জ্জনী দ্বারা দ্বারদেশ পরিষ্কারকরিতেছে দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছিলাম।

যদি উচ্চশিক্ষার নিমিত্ত, উপযুক্ত পাত্রের অভাবজন্য, দরিদ্র পিতামাতার ভরণপোষণনিমিত্ত, কিম্বা অসুস্থতার জন্য কোন হিন্দুনারী সংযতচরিত্রা হইয়া অবিবাহিতা থাকিতে ইচ্ছা করেন, এ বিষয়ে কাহারও আপত্তি করা উচিত নহে। সংযতচরিত্রা হইয়া হিন্দু স্ত্রী যে থাকিতে পারেন ইহা প্রত্যেক হিন্দুই জানেন। আমাদিগের বাটীতে আমাদিগের দুইজন আত্মীয়া বালবিধবা তের চৌদ্দ বৎসর বয়স্ হইতে

চৌষট্টি পঁয়সট্টি বৎসর বয়সে মৃত্যু পর্য্যন্ত নিষ্কলঙ্ক-চরিত্রা হইয়া কাল-যাপন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক হিন্দুপরিবারে এরূপ অনিন্দনীয়-চরিত্রা বিধবা আছেন। কিন্তু কতিপয় বালবিধবার কদাচারের বিষয়ও আমরা অবগত আছি। সেইজন্য আমরা বলি যে পুত্রকন্যাহীনা নিঃসহায়া বিবাহার্থিনী বালবিধবার বিবাহ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ঋতুপর্ণরাজা দময়ন্তীর পুনর্বিবাহ হইবে বিশ্বাসকরিয়া দময়ন্তীর পিতার আবাসে আসিয়াছিলেন।

আমরা পুত্রকন্যাবতী বিধবার বিবাহের পক্ষপাতী নহি। কারণ যদি এই পুত্রকন্যার পৈতৃকসম্পত্তি থাকে, তাহাদিগের নূতন পিতা সেই সম্পত্তি নষ্ট করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি পূর্ব্বতন পুত্র-কন্যাকে সমধিক যত্ন না করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ এই পুত্রকন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পরের সংসারে থাকিতে অনিচ্ছুক হইতে পারেন।

কলিকাতানিবাসী প্রবীণ সলিসিটর এবং চিন্তাশীল লেখক চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয় বলেন যে হিন্দুবিধবার পুনবিবাহ অসমীচীন, কারণ তাহা হইলে কুমারীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং ভ্রূণহত্যা ও গর্ভনিরোধের প্রসার হইবে। এ বিষয়ের বিস্তৃতভাবে আলোচনা আমরা অভিলাষ করি না। কারণ বর্ত্তমানকালে কামপ্রবৃত্তিরূপ অগ্নির ইন্ধনের অভাব আমাদিগের দেশে নাই—অনেক চলচ্চিত্র, অনেক ছবির দোকানের চিত্র ও অনেক মাসিক পত্রিকার অনেক ছবি, অনেক উপন্যাস, অনেক কবিতা, এবং Esplanadeএ, Chitpore Road-Harrison Road Junctionএ এবং Cornwallis Street and Harrison-Road-Junctionএ বিক্রীত Paris-Pictures প্রভৃতি এবিষয়ে কেরোসীন-সংযুক্ত পাকাঠির কার্য্য করিতেছে। কিন্তু আমরা এ কথা বলিতে বাধ্য যে যতদিন নিজে জীবিকা-অর্জ্জন না করিতে পারিবে এবং স্ত্রী, পুত্র,

কন্যাকে না খাওয়াইতে পারিবে এবং তাহাদিগের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করিতে না পারিবে, ততদিন কোন পুরুষের বিবাহ করা উচিত নয় এবং আত্মসংযম অভ্যাসকরা আবশ্যক। সেইরূপ উপার্জ্জনক্ষম পাত্রের অভাবনিমিত্ত যদি কুমারীর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা অনিবার্য্য। কিন্তু এইজন্য দুই চারিটী পুত্রকন্যাহীনা নিঃসহায়া বিবাহার্থিনী বাল-বিধবার বিবাহে আপত্তিকরা অন্যায় বলিয়া আমরা বিবেচনা করি। আমরা কেবল বলিতে চাই যে যাঁহাদিগের পল্লীগ্রামের সহিত সংস্রব আছে, তাঁহারা জানেন (কারণ কলিকাতা জনবহুল বলিয়া ইহা জানিবার উপায় নাই এবং সহজেই গোপন করা যায়) যে বালবিধবাসম্বন্ধে ও ভ্রূণহত্যারূপ কলঙ্ক অনেকস্থলে আছে ; কিন্তু নানাকারণে ইহা সরকারের কর্ণে পৌছায় না এবং Statisticsএর অন্তর্গত হয় না।

সম্প্রতি মিত্রমহাশয়ের সহিত কথোপকথনে জানিতে পারিলাম যে তিনি বিশ্বস্ত লোকদিগের নিকট শ্রবণ করিয়াছেন যে কলিকাতাসহরে Contraceptive applianceএর বিক্রয় অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই অপ্রীতিকর বিষয়ের আলোচনা করিবার আমাদিগের একেবারে ইচ্ছা নাই। কিন্তু আমাদিগের একজন ভূতপূর্ব্ব সহযোগী, যিনি আমাদিগকে সমধিক শ্রদ্ধা করেন, Birth-control বিষয়ে কিছু লিখিতে সম্প্রতি অনুরোধ করাতে, এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে আমরা বাধ্য হইতেছি। বিবাহিত জীবনে Placenta-Previa প্রভৃতি রোগনিবারণ জন্য কিম্বা অনেক পুত্রকন্যার গ্রাসাচ্ছাদন এবং উপযুক্ত শিক্ষাদানের অক্ষমতা থাকিলে এবং আত্মসংযম অভ্যাস করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইলে, এইরূপ যন্ত্রাদির ব্যবহার করা—তাহাও বিচক্ষণ চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে বিধেয় বলিয়া বিবেচনা করি। অন্য কাহারও ইহা ব্যবহার আমরা 'পাপ' বলিয়া মনে করি। আমরা

জানি যে আত্মসংযম অতিশয় কষ্টসাধ্য। ধর্ম্মকে ইহার ভিত্তি করিলে এবং ইহার জন্য ক্রমাগত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলে এবং তাঁহাকে ভক্তির সহিত নিয়ত পূজা করিলে এবং অবসরসময়ে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিলে এবং আবশ্যকতা হইলে বিচক্ষণ ধর্ম্মনিষ্ঠ চিকিৎসকের পরামর্শ-অনুসারে চলিলে আত্মসংযম সুসাধ্য হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। প্রলোভন হইতে যতদূরে সম্ভব অবস্থান করা উচিত।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের, ৫ই ডিসেম্বরের অমৃতবাজার পত্রিকা Co-education অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের এক স্থানে এক সময়ে শিক্ষাসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সমীচীন বলিয়া আমরা বিবেচনা করি। আমরা স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী; কিন্তু বিভিন্ন কলেজে ইহা সম্ভব না হইলে অন্ততঃ বিভিন্ন সময়ে একই কলেজে এইরূপ শিক্ষাপ্রদান বাঞ্ছনীয় মনে করি। অমৃতবাজার ঠিকই বলিয়াছেন যে আমাদের দেশে প্রাতঃকালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আসিয়া শিক্ষালাভ করা আমাদিগের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। মধ্যাহ্নে (বিশেষতঃ শীতকালে) তাড়াতাড়ি মুখে ভাত গুঁজিয়া দৌড়াদৌড়ি করিয়া কলেজ ইত্যাদিতে আসা অস্বাস্থ্যকর। প্রাতে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলে প্রত্যূষে উঠিবার আগ্রহ থাকে এবং অন্ততঃ কলেজ পর্য্যন্ত প্রাতঃভ্রমণও স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী হয়। এক কলেজে প্রাতঃকালে স্ত্রীর এবং মধ্যাহ্নে পুরুষের শিক্ষার একটু অসুবিধা আছে। এক্ষণে সমস্ত subject পড়াইতে হইলে অন্ততঃ ছয় period আবশ্যক হয়। কিন্তু ৪৫ মিনিট করিয়া period করিলে এ অসুবিধা দূর হয়। স্ত্রীলোকদিগের প্রাতে ৬-৪৫ হইতে ১১-১৫ এবং পুরুষদিগের ১১-৪৫ হইতে অপরাহ্নে ৪-১৫ পর্য্যন্ত শিক্ষা-দানের বন্দোবস্ত করিলে এ অসুবিধা দূর হয়।

ছাত্রী ও গৃহশিক্ষকের অবাধমিশ্রণের এবং বিবাহিত জীবনেও

স্বামীর বন্ধুর সহিত স্ত্রীর অবাধমিশ্রণের বিষময় ফলের অনেক দৃষ্টান্ত আমরা জানি। প্রায় একপক্ষ হইল হাওড়া-ব্যাঁটরায় ছাত্রী-শিক্ষক-সম্বন্ধীয় একটী অতিশয় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়াছে।

অমৃতবাজার লিখিয়াছেন যে কেহ কেহ বলেন Co-education বিরোধীরা মনে করেন যে স্ত্রীজাতি পুরুষ অপেক্ষা পাপপ্রবণ। এরূপ কথা আমরা বলিনা ; আমরা বরং বলি যে পুরুষেরা স্ত্রীলোক অপেক্ষা পাপপ্রবণ। যদি আমরা বিপথগামিনী স্ত্রীলোকের পাপপথে যাইবার কারণ অনুসন্ধানকরি, আমরা দেখিতে পাইব যে শতকরা অন্ততঃ পঁচাত্তর স্থলে পুরুষের প্রলোভনের জন্য কিম্বা পুরুষের উৎপীড়নের জন্য স্ত্রী বিপথে গমন করিয়াছে।

অবশ্য যাঁহারা সংযত কিম্বা সংযতা তাঁহাদিগের যুবতী কিম্বা যুবকের সহিত অবাধ-মিশ্রণে কোন কুফলের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু 'আত্মসংযম' বাক্যটী আমরা সহজে (glibly) উচ্চারণকরি বলিয়া, আত্মসংযম যে অতিশয় কষ্টসাধ্য কার্য্য এইটী আমরা বিস্মৃত হই। আমাদিগের ভিতরে অধিকাংশের পক্ষে প্রলোভনের দূরে অবস্থানকরা শ্রেয়স্কর। শ্রীমতী মৃণালিনী গুপ্তা মাসিক বসুমতীতে (৪১ পৃঃ দেখুন) শিক্ষাগারেও পুরুষের অন্যায় আচরণের কথা লিখিয়াছেন। চৈতন্যদেবকে আত্মসংযমের অবতার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি বলিয়াছেন (কৃষ্ণদাসকবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য-৫ম-১৬)—

"আমি ত সন্ন্যাসী আপনাকে বিরক্ত করি মানি।
দর্শন দূরে প্রকৃতির নাম যদি শুনি ॥
তবহু বিকার পায় আমা সভার মন।
প্রকৃতিদর্শনে স্থির হয় কোন্ জন ॥"

অবশ্য এস্থানে বিনয়ের মূর্ত্তপ্রতীক চৈতন্যদেব প্রলোভনের দূরে অবস্থান করা বাঞ্ছনীয় ইহা প্রমাণকরিবার জন্য নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং আত্মসংযম অধিক হয় নাই বলিতেছেন। এক সময়ে এক ঘরে স্ত্রীপুরুষের শিক্ষা বিধেয় নয় আমরা বিবেচনা করি বলিয়া আমরা হিন্দুস্ত্রীর 'অন্তঃপুররুদ্ধা অবলা' হইয়া থাকা কিছুতেই সমর্থন করি না (৪৫-৪৯ পৃঃ দেখুন)।

আমাদিগের সমাজে যদিও কুমারীর সংখ্যা বাড়িতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের বয়সও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, বালবিধবার সংখ্যাও কমিতেছে, স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার প্রসার হইতেছে (কারণ বিবাহ হইলেই অনেক স্ত্রীলোকের শিক্ষার পর্য্যবসান হয়) এবং বয়ঃস্থ পাত্র এবং বয়ঃস্থা কন্যার বিবাহ হওয়াতে বাল্যবিবাহের জন্য পুরুষ ও স্ত্রীর এবং তাঁহাদিগের সন্তানের দৈহিক এবং মানসিক অবনতি দূর হইতেছে। কুমারীর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবার একটী কারণ উপযুক্ত পাত্রের অভাব। সকল পাত্রীর অভিভাবক অভিলাষ করেন যে পাত্র যেন শিক্ষিত, সুন্দর, উপার্জ্জনক্ষম এবং ধনবান্ হন্। শিক্ষিত, উপার্জ্জনক্ষম পাত্রও অনিন্দনীয়সুন্দরী, উচ্চশিক্ষিতা, নৃত্যগীতনিপুণা, ধনবতী কুমারীর সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য আগ্রহ করেন। উচ্চশিক্ষিত যুবক উপার্জ্জনক্ষম না হইলে তিনি পাত্রীর এরূপ অভিভাবক অভিলাষকরেন যে বিবাহ হইলে তিনি যেন পাত্রকে জীবিকার্জ্জনবিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন কিম্বা বিদেশে পাত্রের উচ্চতর শিক্ষার নিমিত্ত ব্যয়নির্ব্বাহ করিতে পারেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ১৯৩১-৩২ রিপোর্টে প্রকাশ যে কলিকাতাসহরে পুরুষের তিনগুণ স্ত্রীলোক ক্ষয়কাশে মারা যাইতেছেন। এরূপ কিছুদিন চলিলে কুমারীর সংখ্যা বিশেষরূপে হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে।

আমাদিগের হিন্দুসমাজে অনেক কুমারী এবং কুমার আছেন স্বীকার করি। ইহার প্রধান কারণ বর্ত্তমান সময়ে জীবিকার্জ্জন দুরূহ হওয়া। যাহাতে সকল শিক্ষিত যুবক জীবিকার্জ্জন করিতে পারেন, আমাদিগের দেশবাসীর সে বিষয়ে অবহিত হওয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু এই অজুহাতে বিবাহার্থিনী পুত্রকন্যাহীনা নিঃসহায়া বালবিধবার বিবাহ নিষেধকরা উচিত নয়। ইহা পুরুষের স্বার্থপরতার পরিচায়ক। আমাদিগের হিন্দুসমাজে পুরুষেরা যতবার ইচ্ছা বিবাহ করিতেপারেন। এমন কি এক স্ত্রী বর্ত্তমানে আরও অনেক নারীকে শাস্ত্রানুসারে বিবাহকরিতে সক্ষম হন্। কিন্তু বালবিধবার বিবাহের কথা হইলেই "ব্রহ্মচর্য্য", "শাস্ত্রীয় শ্লোক", Statistics প্রভৃতি প্রেত নামান হয়। বালবিধবার বিবাহ পক্ষেও "নষ্টেমৃতে" শাস্ত্রীয় শ্লোক কি নাই?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমরা হিন্দুসমাজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে সর্ব্বদাই উৎসুক। হিন্দু দেবদেবীর পূজা, অন্নপ্রাশন হইতে শ্রাদ্ধপর্য্যন্ত সামাজিক কার্য্য হিন্দুশাস্ত্রের নিয়মানুসারে সম্পাদন ও হিন্দুজাতিবিভাগ—এগুলির আমূল পরিবর্ত্তনের আমরা সম্পূর্ণরূপে বিরোধী। গুরুজনের প্রতি সম্মান, আত্মসংযম, অহিংসা ও ভগবদ্‌ভক্তি হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি বলিয়া আমরা মনে করি। হিন্দুর বিবাহবন্ধন পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করি। হিন্দুশাস্ত্রে বিবাহবিচ্ছেদ (divorce) বলিয়া কোন জিনিষ নাই। আত্মসংযমকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে এই ভয়ে স্ত্রীপুরুষের অবাধমিশ্রণ আমরা সমর্থন করি না। কিন্তু আমাদের সমাজে কতকগুলি পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য হইয়াছে। সেইজন্য দেবীর পূজায় পশুবলি (পূর্ব্বে স্থানে স্থানে নর-বলিও হইত) এবং সতীদাহ কোন শিক্ষিত হিন্দু বোধহয় এখন সমর্থন করেন না। বাল্যবিবাহ অনেক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শিক্ষিত হিন্দুও অনুমোদন করেন না। আন্তর্জাতিক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-বৈদ্যে কিম্বা ব্রাহ্মণ-কায়স্থে,

কিম্বা বৈদ্য-কায়স্থে (সিলেট প্রদেশে শুনিয়াছি ইহার প্রচলন আছে) প্রভৃতি বিবাহে আপত্তি থাকিলেও, বিভিন্ন প্রদেশের ও বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের, বৈদ্যের, কায়স্থের এবং অন্যান্য হিন্দুজাতির কিম্বা কুলীন-মৌলিকের পরস্পরের ভিতরে বিবাহের সমস্ত বাধা দূরীভূত করা বিধেয়।

যদিও আমরা স্ত্রীপুরুষের অবাধমিশ্রণের বিরোধী, তথাপি আমরা বিভিন্ন বিদ্যালয়ে যুবক-যুবতীর উচ্চশিক্ষা, স্ত্রীলোকদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট উদ্যানে তাঁহাদিগের স্বাস্থ্যের জন্য ভ্রমণ ও ব্যায়াম এবং অভিভাবকদিগের সহিত রেল, বাস্ ও ট্র্যামে একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন এবং পুরুষদিগের সভাতেও আবশ্যকতা হইলে যোগদান বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি। আমরা পুত্রকন্যাহীনা বিবাহার্থিনী নিঃসহায়া বালবিধবার বিবাহ সমীচীন বলিয়া মনে করি। স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অত্যাচারনিবারণের জন্য স্ত্রীজাতির অন্তঃপুররুদ্ধা অবলা হইয়া থাকা অন্যায় বলিয়া বিবেচনা করি। তাঁহারা যাহাতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন, সে সামর্থ্য তাঁহাদিগকে অর্জ্জন করিতে হইবে। তাই বলিয়া পুরুষদিগের তাঁহাদিগের স্ত্রী, কন্যা, ভগ্নী, মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়ার রক্ষার জন্য নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে কিছুতেই চলিবে না।

(৪) আমরা শারীরিক কারণের জন্য উচ্ছিষ্টভোজনের সম্পূর্ণরূপে বিরোধী। বিভিন্ন জাতি একত্রে আহার তাঁহাদিগের নিজের মতের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। বিভিন্ন জাতি একত্রে ভোজন করিলে তাঁহাদিগকে জাতিচ্যুত করা উচিত নয়। **Firpo, Great Eastern Hotel** ইত্যাদিতে ইউরোপীয়, মুশলমান এবং বিভিন্ন হিন্দুজাতির সহিত একত্রে হিন্দুর ভোজন করিলে, ক্ষমতাপন্ন এবং ধনবান্ উচ্চশ্রেণীর হিন্দুকে আমরা কি ত্যাগকরিতে সাহস করি ?

(৫) হিন্দু দেবদেবীর পূজার বিস্তার———হিন্দুদেবদেবীমূর্ত্তি বিভিন্ন হইলেও প্রত্যেক শিক্ষিত হিন্দু জানেন যে এই সকল মূর্ত্তি ভগবানের বিভিন্ন বিভব অথবা শক্তির বিকাশমাত্র। দেড়হাজার বৎসর পূর্ব্বে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-রক্ষণোৎসুক কবি কালিদাসও এই কথা বলিয়াছেন—

নমো বিশ্বসৃজে পূর্ব্বং বিশ্বং তনন্থ বিভ্রতে।
অথ বিশ্বস্য সংহর্ত্রে তুভ্যং ত্রেধা স্থিতাত্মনে॥

রঘুবংশ-১০ম।

অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—তিনই এক—আপনাকে নমস্কারকরি। ঐশ্বরিক শক্তি অথবা বিভব যিনি যে ভাবে কল্পনা ও উপাসনা করিতে চাহেন, সেইভাবের উপযোগী মূর্ত্তিও আছে। অবশ্য এই সকল দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি হইতে পশুবলি প্রভৃতি তুলিয়া দিয়া ইহাকে এরূপ বিশুদ্ধ করা কর্ত্তব্য যে পূজকের মনে পবিত্র ধর্ম্মভাব জাগরূক হয়। সেইজন্য পূজাস্থানে খেমটা-নাচ, অশ্লীল-নাটক-অভিনয় ইত্যাদি পরিবর্জ্জন করিতে হইবে। দরিদ্র লোকদিগকে খাওয়ান এই সকল পূজার প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। যাহাতে হরিজনেরা এই সকল পূজায় যোগ দিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

সাধারণ দেবমন্দিরে এবং বিদ্যালয়ে উচ্চজাতির ন্যায় নিম্নজাতির হিন্দুদিগকে প্রবেশের অনুমতি দিতে হইবে। উচ্চশ্রেণীর এবং নিম্ন-শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গকে, উভয়েরই, দেবমন্দির এবং বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন এবং সদাচারসম্পন্ন হইতে হইবে। উচ্চজাতির মুক্তি দেবতার সন্নিকটে হইবে এবং নীচজাতির মুক্তি **wireless**এ দুইশত হাত দূর হইতে হইবে, এরূপ ব্যবস্থা কখনও বিবেকসঙ্গত ব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যদি ইহা স্বীকার করা যায় যে নীচশ্রেণীর আধ্যাত্মিক উন্নতি উচ্চশ্রেণীর আধ্যাত্মিক

উন্নতি অপেক্ষা অল্প হইয়াছে, তাহা হইলেও নিম্নশ্রেণীর আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য দেবসন্নিধি অধিকতর প্রয়োজনীয়, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। একজন ইংরাজ কবি লিখিয়াছেন—

"The smoke ascends
To heaven as lightly from the cottage-hearth
As from the haughtiest palace. He whose soul
Ponders this true equality, may walk
The fields of earth with gratitude and hope ;
Yet in that meditation, will he find
Motive to sadder grief, as we have found ;
Lamenting ancient virtues overthrown,
And for the injustice grieving, that hath made
So wide a difference between man and man."

Wordsworth

(৬) আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জাতিবিভাগ হিন্দুধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ। জাতিভেদ তুলিয়া দিলে হিন্দুত্বও লুপ্ত হইবে। এই জাতিবিভাগে যে ব্রাহ্মণের স্থান সর্ব্বোচ্চ ইহা অস্বীকারকরিলে চলিবে না। কিন্তু ব্রাহ্মণের "ব্রাহ্মণ" হওয়া উচিত। কেবল উপবীত-ধারণ করিলেই এবং ব্রাহ্মণবংশ-সম্ভূত হইলেই কেহই ব্রাহ্মণের সম্মান পাইবার যোগ্য নহে। বর্ত্তমান সময়ে অন্যান্য ব্যবসায় অবলম্বনকরিলেও ব্রাহ্মণদিগের প্রধান কার্য্য যজমান, শিষ্য এবং ছাত্রদিগের সর্ব্ববিধ (বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক) উন্নতি-বিধান। অনেক ব্রাহ্মণ বলেন যে ইহাতে পয়সা নাই। অর্থাৎ অধ্যাপক, পুরোহিত ও গুরুগিরিতে যাহা উপার্জ্জন হয় তাহাতে তাঁহাদিগের সংসার চলে না। অধ্যাপক, পুরোহিত এবং গুরুর কার্য্য করিতে হইবে বলিয়া, আমরা তাঁহাদিগকে অন্য ব্যবসায়,

যাহাদ্বারা:সদুপায়ে অর্থউপার্জ্জন হয়, পরিত্যাগকরিতে কিছুতেই বলি না। কিন্তু শিক্ষক, গুরু এবং পুরোহিতের কার্য্য করিতে হইলে, তাঁহাদিগকে সচ্চরিত্র হইতে হইবে, গুরু-শিষ্যা-সম্বন্ধ পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, সংস্কৃতজ্ঞ হইতে হইবে, মন্ত্রসকল মুখস্থ করিতে হইবে, মন্ত্রসকলের অর্থ ও বিশুদ্ধ উচ্চারণ জানিতে হইবে, যজমান এবং শিষ্যের আর্থিক অবস্থানুসারে ন্যায্য ফর্দ্দ করিতে হইবে, কেবল "রজত ও কাঞ্চনমূল্যের" দিকে দৃষ্টি রাখিলে চলিবেনা এবং যাহাতে যজমান এবং শিষ্যের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল হয়, সেদিকে তাঁহাদিগের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অর্থের জন্য তাঁহাদিগের চেষ্টা করিতে হইবে না। তাঁহারা যদি উপযুক্ত হন, অর্থ তাঁহাদিগকে অন্বেষণকরিয়া তাঁহাদিগের বাক্সের ভিতর প্রবেশ করিবে। হিন্দুর মন হইতে এখনও পর্য্যন্ত ধর্ম্মস্পৃহা তিরোহিত হয় নাই। ইহা যদি হইত, তাহা হইলে পূর্ব্ব-পুরুষের গুরুবংশ এবং পুরোহিতবংশ পরিত্যাগকরিয়া তাঁহারা অন্য গুরু ও পুরোহিতের শরণাপন্ন হইবেন কেন? এই সকল আধুনিক গুরুরা অনেকে 'রাজার হালে' জীবনযাপন করিতেছেন। কোন কোন এবম্বিধ গুরুর চারি পাঁচ লক্ষ টাকার সম্পত্তি আছে। কালীঘাটের কালীর কিম্বা দেওঘরের বৈদ্যনাথদেবের আয় অল্প নহে। দেওঘরের এক একজন পাণ্ডা চারি পাঁচখানি ভাড়াটীয়া বাটী নির্ম্মাণকরিয়াছেন। আমরা স্বীকার করি কতকগুলি আধুনিক গুরু সম্মোহনবিদ্যা এবং "বুজরুকি" নিপুণ এবং অসচ্চরিত্র, কিন্তু মেকী টাকা কিছুকাল পরেই ধরা পড়ে। সকল আধুনিক গুরু এ প্রকারের নয়। তাঁহাদিগের ভিতর অনেকে উচ্চশিক্ষিত এবং শিষ্যের আধ্যাত্মিক অভাববিষয়ে অভিজ্ঞ এবং এই অভাব-দূরীকরণে সচেষ্ট। আমরা নিজের কথা বলিতে চাই যে আমাদিগের "সরাসরি" ভগবানের নিকট যাইতে সাহস হয়

না। যেমন হাকিমের নিকট যাইতে হইলে আমরা উপযুক্ত উকিল, ব্যারিষ্টার কিম্বা মোক্তার নির্ব্বাচনকরি, সেইরূপ ভগবানের নিকট যাইতে হইলে উপযুক্ত ব্রাহ্মণের "through" দিয়া অর্থাৎ উপযুক্ত ব্রাহ্মণ গুরু ও পুরোহিত সম্মুখে রাখিয়া এবং তাঁহাদিগের সহায়তায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে অভিলাষ করি ; কিন্তু এই ব্রাহ্মণ-পুরোহিত ও গুরুর আমাদিগকে ভগবানের সমীপে লইয়া যাইবার সামর্থ্য থাকা চাই। কেবল যজ্ঞোপবীত ধারণকরিলেই এ সামর্থ্য উৎপন্ন হয় না।

১৩৪০ সালের (১৯৩৩ খৃঃ) আশ্বিনের 'ব্রহ্মবিদ্যা' পত্রিকাতে শ্রীযুক্ত অপর্ণাচরণ সোম লিখিত গুরু-পুরোহিত ও ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রবন্ধ হইতে নিম্নলিখিত ছত্রগুলি উদ্ধৃত হইল—"সদ্‌গুরু হইতেছেন মুক্তি-মার্গের উপদেষ্টা, তিনি পথপ্রদর্শক। কোন অজ্ঞাত পথে গমন করিতে হইলে, যিনি সেই পথে ইতঃপূর্ব্বে গমন করিয়াছেন, এমন অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ যেমন পথিককে সাহায্য করে, ইহাও সেইরূপ। সদ্‌-গুরু ইতঃপূর্ব্বে মুক্তিমার্গের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার অপরোক্ষ জ্ঞানলব্ধ উপদেশ অনুসরণকরিলে মুক্তিমার্গের নবীন পান্থের গমন সহজ ও নিরাপদ হয় নাকি ? কিন্তু সদ্‌গুরু কাহাকেও মুক্তি দিতে পারেন না,—তাহা শিষ্যকেই নিজের প্রচেষ্টাদ্বারা অর্জ্জনকরিতে হয়। সদ্‌গুরু শিষ্যকে শুধু পথ দেখাইয়া দেন, বিপথে নিষ্ফল ভ্রমণের শ্রম ও সময়ের অপচয় হইতে রক্ষা করেন।

* * * *

আমাদের চক্ষুর অন্তরালে আধ্যাত্মিক শক্তির অক্ষয় ভাণ্ডার বিদ্যমান আছে। যিনি আধ্যাত্মিক শক্তি-সঞ্চারণে অভিজ্ঞ, এমন পুরুষ আমাদের বিভিন্ন উদ্দেশ্যসাধন জন্য আধ্যাত্মিক জগৎ হইতে ঐ শক্তি বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ডরূপ যন্ত্রের সাহায্যে যজমানের দেহে সঞ্চারিত

করিয়া তাঁহার সাহায্য করেন। ইনিই প্রকৃত পুরোহিত। পুরোহিত হইতেছেন আধ্যাত্মিক শক্তি-সঞ্চারক (conductor); আর বিভিন্ন ক্রিয়া-কাণ্ড হইতেছে সেই শক্তি-সঞ্চারণের বিভিন্ন যন্ত্র।

* * * *

কিন্তু স্মরণ রাখা চাই, পুরোহিত যে শক্তি আধ্যাত্মিক জগৎ হইতে আহরণকরিয়া যজমানের গোচর করেন, তাহা মুক্তি নহে। সেইশক্তি যজমানের মুক্তিলাভে সাহায্য করিতে পারে, যদি (১) পুরোহিত যথাবিহিতভাবে ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠানদ্বারা যজমানের মধ্যে যথার্থতঃ আধ্যাত্মিক শক্তির সঞ্চারণ করিতে পারেন, ও (২) যজমানও যদি সেই শক্তি স্বীয় মুক্তি-লাভের জন্য সমুচিতভাবে প্রয়োগকরেন। কিন্তু পুরোহিতের অজ্ঞতাবশতঃ তাঁহার সাহায্য যে অনেক স্থলেই ফলপ্রদ হয় না, তাহা ধর্ম্মজগতের ইতিহাস সুস্পষ্টরূপে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

* * * *

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ক্রিয়াকাণ্ডগুলি আধ্যাত্মিক শক্তিসঞ্চারণের যন্ত্র। সেইজন্য জগতের প্রায় সকল ধর্ম্মেই বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। সেগুলি একই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যদিও সূক্ষ্মাংশে তাহাদের প্রভেদ আছে। যথাবিহিতভাবে অনুষ্ঠিত হইলে, ঐগুলি মানবের চিত্তশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক শক্তি লাভের সাহায্য করে। কিন্তু লোকে এই কথাটি ভুলিয়া এইগুলিকেই ধর্ম্ম ও ইহাদের অনুষ্ঠানেই মুক্তিলাভ মনে করিয়া মারাত্মক ভ্রমে পতিত হয়"

(৭) দরিদ্র হিন্দুর শিক্ষা ইত্যাদির জন্য দরিদ্র-ভাণ্ডার প্রত্যেক গ্রামে কিম্বা প্রত্যেক গ্রামসমষ্টিতে (Union-Board এ) প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। মানসিক স্বাস্থ্যহানিকর উপন্যাসক্রয়ে, চলচ্চিত্রে এবং

থিয়েটারে এবং ঘোড়দৌড়ের বাজীতে আমরা যে অর্থ অপব্যয়করি, সেই টাকা হিন্দু দরিদ্রভাণ্ডারে দিলে হিন্দুজাতির উন্নতিকে অনেক পরিমাণে সাহায্যকরিবে। নিকৃষ্ট উপন্যাসপাঠ ও চলচ্চিত্রদর্শনের বিষময় ফল কি হইতে পারে, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ১০ই নভেম্বরের অমৃত-বাজার পত্রিকা তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—

"Bangalore Nov. 9.—Narasimhaiahtala, a Smārta Brāhman youth of South Kanara, who was working in the house of Mr. Justice M. Rāmachandra Rāo of the Mysore High Court and who attempted to raid his master's house on the night of the 22nd September, 1933, was sentenced by the City-Magistrate of Bangalore to execute a bond for Rs. 25 and furnish two respectable securities for a like sum each for his good behaviour for a period of 2 years.

The accused pleaded guilty and said that he was inspired to do this act by reading detective novels and seeing cinemas."

(৮) পল্লীগ্রামগুলির উন্নতিবিধানে ধনবান্ ব্যক্তি এবং জমিদার-গণের একটী মহৎ কর্ত্তব্য আছে। তাঁহাদিগের সময় থাকিতে বুঝা উচিত যে যদি তাঁহারা তাঁহাদিগের নিজেদের স্থায়ী উন্নতি কামনা করেন, তাহা হইলে কলিকাতায় কিম্বা অন্যান্য নগরীতে তাঁহাদিগের দরিদ্র প্রজার অর্থ নানাপ্রকার বিলাসিতায় অপব্যয় না করিয়া তাঁহা-দিগের পল্লীগ্রামস্থ প্রজার কল্যাণনিমিত্ত এই অর্থ ব্যয়করা কর্ত্তব্য। যেরূপ দ্রুতবেগে নিম্নবঙ্গের পল্লীগ্রামগুলির অবনতি অগ্রসর হইতেছে,

এইরূপে ইহা কিছুকাল চলিলে নিম্নবঙ্গের পল্লীগ্রামগুলি অদূর-ভবিষ্যতে জনশূন্য হইবে এবং যতই জোরের সহিত জমিদার-মহাশয়েরা "চিরস্থায়ী" বন্দোবস্ত আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকুন না কেন এবং যতই কেন তাঁহারা বিবিধ সভায় এ বিষয়ে হৈ চৈ করুন্ না কেন, তাঁহাদিগের জমিদারীর নীলামে উঠা কেহই বন্ধ করিতে পারিবে না। তাঁহাদিগের কর্ম্মচারীর উপর তাঁহাদিগের প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সহরে তাঁহারা যদি বসিয়া থাকেন, সাধারণতঃ তাঁহাদিগের কর্ম্মচারীরা প্রজাদিগকে নানাপ্রকারে উৎপীড়ন করিবার সুবিধা পায়। অবশ্য জমিদারের নায্য পাওনা প্রজাদিগকে নির্দ্ধারিত সময়ে মিটাইয়া দিতে হইবে। সকল প্রজারা যে আদর্শ প্রজা তাহা আমরা বলি না। মোকদ্দমা-প্রিয়তা-বিষয়ে কতিপয় প্রজা জমিদারদিগের কর্ম্মচারীর সমকক্ষ ইহা আমরা জানি। এ বিষয়ে ২৯শে নভেম্বর, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের আনন্দবাজার পত্রিকাতে নড়াইলের শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"আজ জমিদারমহাশয়েরা নানারূপ বিলাসিতায় পৈতৃক ঘরবাড়ী ত্যাগকরে সহরে থেকে সহরকে নিজেদের করে তুলেছেন: নিঃস্ব প্রজাদের কিসে উন্নতি হয়, কিসে প্রজারা শালিয়ানা খাজনা শোধ করতে পারে, সে বিষয় আদৌ মাথা ঘামান না। এখনও তাঁরা পৈতৃক ভিটায় ফিরে এসে চাষীদের উপর নজর দিলে, বাঙ্গালা আবার সোণার বাঙ্গালায় পরিণত হইতে পারে।"

(৯) পূর্ব্বেই বলিয়াছি যুবকদিগের উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াও জীবিকার্জ্জন করিতে অপারগ হওয়া বর্ত্তমান অসন্তোষের অন্যতম প্রধান কারণ। কলিকাতা কিম্বা অন্য নগরের জনবহুলতা, বড় বড় বাড়ীর ও মোটরকারের সংখ্যাবৃদ্ধি, ধনীর ভৃত্যবহুলতা, সভায় ঘন ঘন

করতালি-সমন্বিতা 'ওজস্বিনী' বক্তৃতা, মোটা মাহিনার কর্ম্মচারী এবং বহু অর্থ-অর্জ্জনকারী ব্যারিষ্টার, উকিল, চিকিৎসক প্রভৃতির বিদ্যমানতা এবং বহুলতা, বায়স্কোপের সংখ্যাবৃদ্ধি, সময়ে সময়ে চলচ্চিত্র-দর্শনেচ্ছু-দিগের ট্র্যামলাইন পর্য্যন্ত বিস্তার, তাহাদিগের অন্যের স্কন্ধের উপরে দাঁড়াইয়া 'দোতলা' হইয়া সিনেমার টিকেটক্রয়, ঘোড়দৌড়ের মাঠে লোকের আধিক্য, সমগ্র দেশের উন্নতিপরিজ্ঞাপক নয়। দেশের, বিশেষতঃ নিম্নবঙ্গের, অবস্থা জানিতে হইলে এবং উন্নত করিতে হইলে পল্লীগ্রামে যাইয়া ইহা পর্য্যবেক্ষণকরিতে হইবে এবং সেইস্থানের উন্নতিসাধন করিতে হইবে। আমরা কাঞ্চনপল্লী অর্থাৎ কাঁচরাপাড়া-গ্রামসম্বন্ধে ইহা কিয়ৎপরিমাণে আলোচনা করিয়াছি (গৌঃ কাঃ-পৃঃ ৯২-১০৬)।

এই সকল গ্রামের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা এবং জনসংখ্যা হ্রাস-নিবারণ করিতে হইলে, প্রত্যেক Union-Boardএ অর্থাৎ গ্রামসমষ্টিতে একটী আদর্শ-কৃষিক্ষেত্র এবং একটী কিম্বা দুইটী শিল্প-প্রতিষ্ঠান—যে শিল্পের জন্য ঐ সকল স্থান উপযোগী—স্থাপিত করা বিশেষরূপে আবশ্যক। এই সকল জনহিতকর কর্ম্মের জন্য ঐ গ্রামের সমস্ত অধিবাসী এবং গভার্ণমেণ্ট উভয়েরই মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতে হইবে। কেবল দেখিতে হইবে Boardএর সভ্যেরা যেন শিক্ষিত, স্বার্থপরতাশূন্য, উদারমনাঃ এবং গ্রামের অধিবাসীদিগের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হন্।

কৃষকদিগেরও কেবল কৃষির উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, কারণ নানা কারণে পর্য্যাপ্ত ফসল না জন্মিতে পারে, দ্বিতীয়তঃ ফসলের মূল্যের অল্পতাহেতু সংসারযাত্রানির্ব্বাহ কষ্টকর হইতে পারে, তৃতীয়তঃ বিভিন্ন ফসল-উৎপাদনের জন্য ছয়মাসের অধিক পরিশ্রম সাধারণতঃ আবশ্যক

হয় না এবং অনেক কৃষক তাঁহাদিগের অবসর অলসভাবে অতিবাহিত করেন। বস্ত্র-বয়ন, টিনের কার্য্য, দর্জীর কার্য্য, দড়িপ্রস্তুতকরণ, পুত্তলিকা এবং অন্য খেলনাপ্রস্তুতকরণ, কাষ্ঠের কার্য্য, ঘড়ি ও চশমার কার্য্য, গৃহনির্ম্মাণ, কবিরাজী গাছের চাষ এবং পাঁচনের দ্রব্য-সংগ্রহ, মাছধরা ছিপ, সূতা ও বর্শিপ্রস্তুতকরণ, মহিষ, গরু, ভেড়া ও ছাগল-পালন, ছানা, দধি ও ঘৃত প্রস্তুতকরণ, মিষ্টান্ন প্রস্তুতকরণ, ফল ও ফুলের উদ্যান প্রস্তুতকরণ, চামড়ার কার্য্য, গোযান, অশ্বযান প্রভৃতি নির্ম্মাণ এবং কর্ম্মকার ও স্বর্ণকারের কার্য্য প্রভৃতিতে তাঁহারা অবসরসময়ে নিযুক্ত হইতে পারেন। চাষের কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই এই সকল কার্য্যও চলিতে পারে। অবসরসময়ে তাঁহারা একত্রিত হইয়া আবশ্যকীয় বাঁধ-নির্ম্মাণে গভার্ণমেণ্ট্‌কে সাহায্যকরিতে পারেন।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বরের আনন্দবাজারপত্রিকাতে নড়াইলের শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"কার্ত্তিক মাসে জমি চাষ করে রবিশস্য লাগাইলে চাষীর ছুটী। মাঘ মাস পর্য্যন্ত চাষীর আর কোন কাজ নেই। আমনধান্য এবং রবিশস্য কেটে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে পুনরায় জমি চাষকরে ধান্য (আমন এবং আউশ) এবং পাট লাগিয়ে চাষীর ছুটি শ্রাবণ পর্য্যন্ত (যদিও চৈত্র হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে নিড়াইতে হয়)। শ্রাবণ, ভাদ্রে চাষী আউশধান কেটে পাট কাটে। ভাদ্র থেকে আবার কার্ত্তিক পর্য্যন্ত চাষীর কোন কাজ নেই। চাষীদের বৎসরে গড়ে চারমাস কাজ করতে হয়, বাকী আটমাস তারা বসে থাকে। যদি এই সময় তারা অন্য কোন উপায়ে অর্থ-আয় করিতে পারে তবে বাঙ্গালায় দারিদ্র বলে কিছু থাকে না। কুটীরশিল্প এখানে খুবই প্রয়োজন; কিন্তু সে জিনিষটী বাঙ্গলা থেকে উঠে গিয়েছে।

কে তার প্রবর্ত্তন করবে, আর কেই বা শিক্ষা দিয়ে সে পথ দেখাবে? শিক্ষিত যাঁরা তাহারাও এ বিষয়ে নির্ব্বাক্, নিষ্পন্দ। জমিদার ত শুধু জানেন খাজনা আদায় করতে।”

হাইস্কুল কিম্বা প্রাইমারীস্কুলের সহিত গ্রামসমষ্টির পূর্ব্বোল্লিখিত কৃষি ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান সংযুক্ত করা যাইতে পারে।

মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী, Director of Industries কিম্বা তাঁহার সহকারী, শিক্ষাবিভাগের পরিদর্শক, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের পরিদর্শক, সরকারী চিকিৎসক এবং এই গ্রামসমষ্টির শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায় (যাঁহাদিগের কোন সম্পত্তি এই গ্রামে আছে) বৎসরে অন্ততঃ দুইবার মিলিত হইয়া কি করিয়া এই সকল প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হইতে পারে, তাহার নির্দ্ধারণ করা উচিত। এই সকল সভা-আহ্বানে সাব্-ডিভিসানাল্ অফিসারকে অগ্রণী হইতে হইবে। তাঁহার অফীস্ হইতে এই সকল নিমন্ত্রণপত্র প্রেরিত হওয়া বিধেয়। দলাদলিতে অভ্যস্ত পল্লী-গ্রামের অধিবাসীরা হাকিমের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিতে সাহস করিবেন না। এই সকল প্রতিষ্ঠানের সমস্ত ছাত্রের “হাতে কলমে” কার্য্য শিক্ষা করিতে হইবে। এরূপ ভাবে এই সকল প্রতিষ্ঠান চালান উচিত, যে পরে ছাত্রেরা এই শিল্প কিম্বা কৃষিদ্বারা নিজেরা জীবিকা অর্জ্জনকরিতে পারেন। পরীক্ষোত্তীর্ণ উপযুক্ত ছাত্রদিগকে গভার্ণমেণ্টের অল্প সুদে মূলধন ধারদেওয়া আবশ্যক। অবশ্য পাঁচবৎসরের ভিতরে গভার্ণ-মেণ্টকে এই মূলধন প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু মূলধনের সুদ প্রত্যেক বৎসরেই গভার্ণমেণ্টকে দিতে হইবে। গভার্ণমেণ্টের সকল ছাত্রদিগকে মূলধন দেওয়া অসাধ্য।

দরিদ্র অভিভাবকদিগের জানা উচিত যে জীবিকার্জ্জনের কেবল দুইটী পথ সকলের পক্ষে উন্মুক্ত আছে এবং ইহা হইতেছে

'কৃষি এবং শিল্প'। সেই জন্য ম্যাট্রিকুলেশান পর্য্যন্ত পুত্রকে পড়াইয়া ইণ্টারমিডিয়েট, বি-এ, ও এম্-এ পাঠে টাকা খরচ না করিয়া ঐ টাকা চাষের কিম্বা শিল্পের মূলধনস্বরূপ রাখিলে পুত্রের জীবিকার্জ্জনের সুবিধা হইবে। পুত্রকে ইণ্টারমিডিয়েট পর্য্যন্ত পড়াইতে পারিলে ভাল হয়। কারণ ইণ্টারমিডিয়েটের বিজ্ঞানবিভাগে প্রবেশ করিয়া রসায়ন, উদ্ভিদ্ শাস্ত্রাদি (Botany) পাঠকরিলে পুত্র বিজ্ঞানসম্মত কৃষিকার্য্য কিম্বা শিল্পকার্য্য করিয়া সংসার প্রতিপালন-করিতে সমর্থ হইবেন। আমরা একটী কলেজের ছাত্রদিগের সহিত এ বিষয় সম্প্রতি আলোচনাকরিয়াছি। তাঁহারা বলিয়াছেন যে Intermediateএর Science (বিজ্ঞান—Physics, Chemistry and Botany) পাঠ এবং এই সকল বিষয়ে Practical Classএ যে সকল experiment হয়, তাহা জীবিকার্জ্জন-বিষয়ে কোন প্রকারের সাহায্য করে না। যদিও আমরা তাঁহাদিগের এই মত সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিতে অপারগ, তত্রাচ আমরা বলিতে বাধ্য যে এই অর্থ নৈতিক দুর্দ্দিনে কলিকাতা এবং অন্যান্য ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক পাঠ্যের (Science-syllabus) এর পরিবর্ত্তন করা উচিত। Theoryর (শাস্ত্রজ্ঞানের) সহিত ইহার practical application (জীবিকার্জ্জন সাহায্যকারী প্রয়োগবিধি) ও শিক্ষা দেওয়া উচিত। আবশ্যকতা হইলে প্রত্যেক বিভাগ দুইটী sectionএ (অংশে) বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) যাঁহারা B.Sc., M.Sc. ইত্যাদি পর্য্যন্ত উচ্চ শিক্ষা করিতে অভিলাষী এবং (২) যাঁহাদিগের Intermediate পাশ করিয়া জীবিকা অর্জ্জনকরিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের এ কথা বলিলে চলিবে না যে শেষোক্ত শ্রেণীর ছাত্র Technical বিদ্যালয়ে যাউন্। তাঁহাদিগের জানা উচিত অনেক ছাত্রের এ বিদ্যালয়ে

যাওয়ার স্থান, সময় ও অর্থসামর্থ্য নাই। Intermediateএর পরেই তাঁহাদিগের জীবিকা-অর্জ্জন বিশেষরূপে প্রয়োজনীয়। এই প্রকারের অনেক ছাত্রের অর্থসামর্থ্য না থাকাতে private tuition করিয়া, কিম্বা free-studentshipএর আশায় অতিকষ্টে তাঁহারা B.A. কিম্বা B.Sc. অধ্যয়ন করিতে বাধ্য হন্। অনেকের Third yearএর তিন চারি মাসের পরেই পাঠ পরিত্যাগকরিতে হয়। অবশ্য যে ছাত্রেরা প্রতিভা-বান্ কিম্বা যাঁহাদিগের শিক্ষা সমাপ্ত হইলেই জীবিকার্জ্জন আবশ্যক নয়, তাঁহাদিগের উচ্চশিক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিল্প-শিক্ষা (Technical Education) জীবিকা-অর্জ্জনে সাহায্য করিলেও ইহা নির্দ্দিষ্ট শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিকে (a few physical and mental faculties) উন্নত করে এবং General অথবা Liberal Educationএর ন্যায় সমস্ত শারীরিক এবং মানসিক বৃত্তির উন্মেষে সাহায্য করে না। সেই জন্য যাঁহাদিগের প্রতিভা, সময় ও অর্থ আছে, তাঁহাদিগের M.A. কিম্বা M.Sc. পরীক্ষার পর ব্যবসায় শিক্ষাকরিলে ভাল হয়। স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যক্ষ Dr. Urquhart (the Amritabazar, the 15th November, 1933) ঠিকই বলিয়াছেন—

"There never was more need than at the present time for those who can think quietly and calmly. Perhaps a University Education may help to increase their numbers. Who knows? Strange things have happened. There can never be too many educated men and women in a country, least of all in India, where not only is the country as a whole crying out for leaders,

but the villagers are waiting to absorb men and women of enlightenment."

পল্লীসংগঠনকার্য্যের জন্য সাবডিভিসানাল্ ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারাদি কার্য্য গভার্ণমেণ্টের কমাইয়া দেওয়া উচিত। পল্লীসংগঠন তাঁহার প্রধান কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হওয়া বিধেয়। Subdivisional Magistrate অপেক্ষা নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদ্বারা এ কার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইবার আশা নাই; কারণ পল্লীগ্রামের অধিবাসীদিগের মনের উপরে উচ্চপদগৌরব সমধিক প্রভাব প্রকাশকরে। এই সকল কার্য্যের জন্য সাব্‌ডিভি-সানাল্ অফিসারের হাতে গভার্ণমেণ্টের অর্থ দেওয়া আবশ্যক। কৃষি ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উন্নতিবিধান ব্যতীত Union Boardকে গ্রাম-সমষ্টির প্রাথমিক শিক্ষার (যাহার ভিতরে স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়ম-শিক্ষা এবং ব্যায়ামশিক্ষা থাকিবে) বিস্তৃতি, দাতব্য-চিকিৎসালয় (যাহার লক্ষ্য রোগ-আরোগ্য এবং রোগ-প্রতিষেধ হইবে)-স্থাপন সামান্য বিবাদ-নিষ্পত্তি, Co-operative Bank and Land-mortgage Bank (যাহা অধিবাসীদিগকে সম্পত্তি বাঁধারাখিয়া অল্প সুদে টাকা ধারদিবে এবং মিতব্যয়িতা এবং সঞ্চয় শিক্ষাদিবে)-স্থাপন, জঙ্গল ও কচুরীপানা-পরিষ্কার, রাস্তাঘাটের উন্নতি (প্রত্যেক রাস্তার পার্শ্বে জলনিকাশের জন্য অন্ততঃ একটী করিয়া জলপ্রণালী থাকা আবশ্যক), জলনিকাশের পুরাতন নদ্দামাগুলির সংস্কার, বিশুদ্ধ পানীয় জলের নিমিত্ত টিউবওয়েল-খনন, পুষ্করিণী-সংস্কার, পাট পচাইবার জন্য মাঠে একটী জলাশয়, কাপড় কাচার নিমিত্ত আর একটী জলাশয় এবং স্নানের জন্য আর একটী পুষ্করিণীর (দেখিতে হইবে ইহার ধারে জঙ্গল না জন্মে এবং ইহাতে শেওলা ও পানা না হয়) বন্দোবস্ত, Coopera-tive Stores (যৌথ-ভাণ্ডার) স্থাপন করিয়া ভেজালদ্রব্য-নিষ্কাশন,

মশককুলবন্ধু স্রোতশূন্য ক্ষুদ্র অনাবশ্যকীয় জলাশয়গুলিকে মৃত্তিকাদ্বারা পূরণ, চৌর্য্য ইত্যাদি নিবারণকরিবার নিমিত্ত **Vigilance** অথবা **Defence Party** (গ্রামরক্ষক দল)-সংগঠন প্রভৃতি কার্য্যে অবহিত হইতে হইবে। এই কো-অপারেটিভ ও জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কে জনসাধারণ টাকা গচ্ছিত রাখিবে, এবং গভার্ণমেণ্টও আবশ্যক হইলে ব্যাঙ্ককে টাকা ধারদিবেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার **Honorary** হইলে চলিবে না। তাঁহার নিকট হইতে **Security** লওয়া উচিত। বৎসরে দুইবার বিভিন্ন গভার্ণমেণ্ট-**Auditor** দ্বারা হিসাব পরীক্ষিত হওয়া উচিত। প্রত্যেক মহকুমায় দুইটী করিয়া এইরূপ **Bank** থাকিলে ভাল হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠান কিম্বা সভার সহিত রাজনীতির (**Politics**এর) কোন সম্বন্ধ থাকা উচিত নয়, কারণ তাহা হইলে সর্ব্বশ্রেণীর লোক ইহার সভ্য হইতে পারিবেন না এবং একযোগে কার্য্য করিতে সক্ষম হইবেন না।

প্রত্যেক গ্রাম-সমষ্টিতে অন্ততঃ একজন য়্যালোপ্যাথী, একজন হোমিওপ্যাথী এবং একজন কবিরাজী চিকিৎসককে বাস করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে হইবে। কলিকাতায় ডিগ্রীপ্রাপ্ত যুবক-ডাক্তার মহাশয়েরা এক একটী রাস্তাতে 'গা-ঘেঁসাঘেঁসি' করিয়া অবস্থান করেন এবং অনেকেই প্রবল প্রতিযোগিতার জন্য আর্থিক সুবিধা করিতে পারেন না। তাঁহারা পল্লীগ্রামে গিয়া চিকিৎসা করিলে কলিকাতা অপেক্ষা অধিকতর অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবেন অর্থাৎ প্রতিমাসে প্রথম হইতেই পঞ্চাশ ষাট টাকা রোজগার করিতে সক্ষম হইবেন। য়্যালোপ্যাথিক ডাক্তারদিগেরও দেশী গাছগাছড়ার গুণাগুণ জানিলে ভাল হয়, কারণ পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা সাধারণতঃ দরিদ্র এবং "কষ্টেসৃষ্টে" একটাকা দর্শনী (fee) দিতে পারেন এবং তাহাও প্রত্যহ দিবার সামর্থ্য তাঁহাদিগের নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে

যে **Extract Kalmegh Liquid**এর পরিবর্ত্তে কালমেঘের রস, সার্‌সার (**Sarsaparilla**) বদলে অনন্তমূল, **Extract Gulancha Liquid** কিম্বা **Extract Khetpapra Liquid**এর পরিবর্ত্তে নিম্‌গাছের-গুলঞ্চের এবং ক্ষেতপাপড়ার রস, রক্তরোধার্থ আয়াপানের পাতার রস প্রভৃতি ব্যবহার করিবার পরামর্শ দিলে ঔষধের ব্যয় অনেক হ্রাস হইবে। সেদিন একটী সংবাদপত্রে দেখিলাম যে আশ্‌-শেওড়া পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া ইহার ক্বাথ দিয়া কুলকুচা করিলে গলার ক্যান্সার-রোগ সারে। বোধহয় এই জন্য পল্লীগ্রামে আশ্‌-শেওড়া গাছের দাঁতনের প্রচলন পূর্ব্বে ছিল। এ বিষয়ে **research** হওয়া আবশ্যক। পল্লীগ্রামে **Medical College**এর তীক্ষ্ণধী যুবক-ডাক্তার চিকিৎসা আরম্ভকরিলে এবং তাঁহাদিগের **research**এর দিকে ঝোঁক থাকিলে নিজের ও দেশের অনেক উন্নতি করিতে পারেন। **Bengal Chemical and Pharmaceutical Works** কোম্পানী অনেক দেশী গাছগাছড়ার নির্য্যাস বাহির করিয়াছেন বটে; কিন্তু এখনও অনেক গাছগাছড়া হইতে য়্যালোপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হয় নাই। বকফুল (**Sesbana Grandiflora**), গণিয়ারী (**Premna Serratifolia**), ধলা-আঁকড়া, (**Alangium Hexapetalum**), আলকুশী (**Mucuna Prurience**), বেড়েলা (**Sida Cordifolia and Rhombifolia**), অপরাজিতা (**Clitoria Ternatea**), আপাঙ্ (**Achyranthes Aspera**), আক্‌নাদি (**Stephania Hernandifolia**), অম্লবেতস (**Rumex Vesicarius**), আকন্দ (**Calotropis Gigantea**), হাড়যোড়া (**Vitis Quadrangularis**), কাঁকড়াশৃঙ্গী (**Rhus Succedanea**), কুকুরশোঁকা (**Blumea Lacera**), গোয়ালেলতা (**Vitis Pedada**), চাকুন্দে (**Cassia Tora**), আমরুল (**Oxalis Monadelpha**), চিতা

(Plumbago Zeylanica), পাথরকুচা (Colenus Amboinicus) ইত্যাদি অন্ততঃ তিন শত ঔষধের গাছ বঙ্গের পল্লীগ্রামে পাওয়া যায়। ১৭ই নভেম্বর,১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের আনন্দবাজার-পত্রিকাতে লিখিত হইয়াছে, "বিদেশ হইতে আমদানী ঔষধক্রয়ের বাবদ ভারতবর্ষ হইতে বার্ষিক প্রায় দুই কোটী টাকা বিদেশে চলিয়া যায়। দিল্লীর প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার প্রেমানন্দদাস গত শনিবার দিল্লীর মুইস্ (?) হোটেলে একটী বক্তৃতায় বিদেশ হইতে আমদানী এই সব ঔষধ (অনেক সময়) কিরূপ ভেজালপূর্ণ, পচা এবং শক্তিবিহীন হইয়া থাকে তাহা বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন"।

কলিকাতাতে চিকিৎসক-ডাক্তার মহাশয়দিগের বিপদও আছে; কারণ অনেক বাটীর name-plateএ Dr. (ডাক্তারের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ) থাকাতে অনেক রোগীর মনে "ধাঁধা" উৎপন্ন হয়। অ-চিকিৎসক শ্রেণীর ডাক্তারের সম্মান কম নয়। তাঁহারা শারীরিক রোগ আরোগ্যকরিতে অক্ষম হইলেও সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, আইনিক এবং অর্থনৈতিক ব্যাধি আরোগ্যে সিদ্ধহস্ত। লেখক ঈর্ষান্বিত হইয়া এই সম্মানলাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ইহার জন্য দুইটী প্রবন্ধ (Theses) লিখিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। একটী Thesisএর বিষয় হইত—'The Cuckoo in Oriental and Occidental Literature and its superiority to the Nightingale, with special reference to the Cuckoo of the Pseudo-Chaucerian Poem—the Cuckoo and the Nightingale, the Cuckoo of Wordsworth, the Cuckoo of the Old Scottish Rhyme and the Cuckoo of Kālidāsa, and the appropriateness of it designations—বনপ্রিয়, পরভৃত (পরপুষ্ট

অথবা অন্যপুষ্ট), গন্ধর্ব্ব and মত্ত, and its influence in its different aspects on Neo-Bengali Love-poets'। লেখকের আর একটী Thesisএর বিষয় হইত—"The true nature of the Psychical Complex when the bank-balance suddenly oscillates from Cr. to Dr., a phenomenon with which the Author of this Thesis is very familiar।" প্রত্যেক Thesisএর fee একশত হইতে তুইশত টাকায় বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং name-plateএ "ডাক্তার" লিখিত হইলে রাত্রি একটার সময় রোগীর আত্মীয় আসিয়া নিদ্রাভঙ্গ করিতে পারে, ইহা তাঁহার একজন যুবক বৈজ্ঞানিক-ডাক্তার-সহযোগীর নিকট লেখক শ্রবণকরিয়া 'Doctor' হইবার আশা আপাততঃ পরিত্যাগ করিয়াছেন। লেখকের এই যুবক বৈজ্ঞানিক বন্ধু 'ডাক্তার' উপাধি লাভকরার পর হইতে একটী হোমিওপ্যাথির বাক্স তাঁহার বাড়ীতে রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন।

চিকিৎসক (ডাক্তার) দিগকে সহর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে যাইয়া চিকিৎসা করিবার পরামর্শ ডাক্তার পারাঞ্জপেও দিয়াছেন (আনন্দবাজার, ৩০শে নভেম্বর, ১৯৩৩)—

"ডাঃ পারাঞ্জপে বেকার-সমস্যা-সমাধানের জন্য প্রসঙ্গক্রমে যে একটী পথ প্রদর্শনকরিয়াছেন, তাহা আমরা সমর্থনকরি। তিনি বলেন যে, উচ্চশিক্ষিত যুবকেরা যদি সহরকেই কর্ম্মকেন্দ্ররূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়া না থাকিয়া গ্রামে ছড়াইয়া পড়েন, তবে নিজেরাও কর্ম্মক্ষেত্র পান— গ্রামেরও উন্নতি হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি ডাক্তারদের কথা বলিয়াছেন। মেডিকেল কলেজের উপাধিধারী ডাক্তারেরা যদি সকলে মিলিয়া সহরে ভিড় না করিয়া, অনেকে গ্রামে যাইয়া বসতি করেন, তবে সকল পক্ষেই

স্থবিধা হয়। ডাঃ পারাঞ্জপের এই কথাগুলি শিক্ষিত যুবকদের আমরা ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধকরি।"

আমাদিগের দেশের শিক্ষিত যুবকেরা কলিকাতার তিন চারটী স্থপ্রতিষ্ঠিত আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজে শিক্ষালাভ করিবার আগ্রহ প্রকাশ কেন করেন না, আমরা ইহা বুঝিতে পারি না। ইহার একটী কারণ বোধ হয় এই যে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষাকরিয়া সরকারী চাকরি পাইবার আশা নাই। কিন্তু মেডিক্যাল-কলেজদ্বয় হইতে পাশকরা কয়টী ছাত্র সরকারী চাকরি পাইতে সক্ষম হন্? মেডিক্যাল-কলেজ দুইটীতে কয়টী ছাত্র প্রবেশ করিতে সক্ষম হন্? কলিকাতার আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়গুলিতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের চিকিৎসার যতদূর সম্ভব সম্মিলন হইয়াছে। অনেক কঠিন অসুখ আমরা জানি যাহা অন্য প্রকার চিকিৎসাদ্বারা দূরীভূত হওয়ার কোন আশা ছিল না, তাহা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাদ্বারা নীরোগ হইয়াছে। সম্প্রতি একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্সী-কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক বলিয়াছেন যে Blood-pressureএর যদি কোন ঔষধ থাকে তাহা আয়ুর্ব্বেদে আছে। তিনি high blood-pressureএ ভুগিতে-ছিলেন। এক্ষণে নানাপ্রকার চিকিৎসার পরে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় তাঁহার অসুখের অনেক উপশম হইয়াছে। অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক য়্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকের সমান টাকাও রোজগার করেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক হইলে—চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা চাই এবং ঔষধগুলি শাস্ত্রানুসারে প্রস্তুত করা চাই। বাঁকীপুরের বিখ্যাত য়্যালো-প্যাথিক চিকিৎসক রায় সনৎকুমার বরাট বাহাদুরের পিতা কবিরাজ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বরাট কাঁচরাপাড়াতে আমাদিগের বাটীর চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার চিকিৎসার ও ঔষধের খ্যাতি কলিকাতা পর্য্যন্ত

বিস্তৃত হইয়াছিল। চুঁচুড়ার খ্যাতনামা কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ কাব্যকণ্ঠবিশারদের পিতা কাঁচরাপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্ররায় কেবল পাঁচনের দ্বারা অতিশয় কঠিন রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকেও নিরাময় করিতেন। কাঁচরাপাড়ার প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার রায় এবং তাঁহার পুত্রগণ ষড়গুণবলিজারিত মকরধ্বজ প্রস্তুতকরণে সমগ্র বঙ্গদেশে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। আধুনিক শস্ত্রবিদ্যা **Modern Surgery** এবং মৃতদেহ-ব্যবচ্ছেদদ্বারা শারীরতত্ত্ব (**Anatomy, Physiology**)-শিক্ষার অভাবনিমিত্ত পূর্ব্বে কবিরাজী-চিকিৎসা সমধিক আদর লাভকরিত না। কিন্তু কলিকাতার আয়ুর্ব্বেদ-কলেজ-গুলিতে এ অভাব দূর করিবার বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু কবিরাজী-চিকিৎসা লোকপ্রিয় করিতে হইলে কবিরাজমহাশয়দিগের কতকগুলি বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে—

(১) প্রথমতঃ কবিরাজী গাছ-গাছড়ার বাগান তাঁহাদিগের করিতে হইবে। তাঁহাদিগের নিজের চিকিৎসালয় হইতে পাঁচনগুলি উপযুক্ত মূল্য লইয়া রোগীদিগকে বিক্রয়করিতে হইবে। তাঁহারা পাচনগুলি পাঁচনের দোকানে বরাত দিয়া থাকেন। যাঁহারা পাঁচন বিক্রয়করেন, তাঁহারা সাধারণতঃ আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্রের কোন ধার ধারেন না।

(২) দ্বিতীয়তঃ ঔষধগুলি নিজেদের তত্ত্বাবধানে এবং শাস্ত্রোক্ত সমস্ত দ্রব্য লইয়া এবং শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে তাঁহাদিগের প্রস্তুত করিতে হইবে। আমরা বলিতে বাধ্য যে অনেক সময়ে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ এরূপে প্রস্তুত হয় না। কাঁচরাপাড়ায় কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ বরাট মহাশয়ের নাম পূর্ব্বেই উল্লেখকরিয়াছি। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে আমাদিগের একজন আত্মীয়ার পায়ে বোল্‌তার কামড়ানর জন্য পা ফুলিয়া

শ্লীপদের লক্ষণ প্রকাশকরিয়াছিল। কবিরাজমহাশয় একটী প্রলেপ (তাহার ভিতর সজিনার ছাল ছিল) এবং কুব্জ-প্রসারণী তৈল ব্যবস্থাকরিয়াছিলেন। আমরা প্রলেপের গাছগাছড়া সংগ্রহ করিয়া বাটিয়া ঈষৎ গরম করিয়া লাগাইতে লাগিলাম এবং কুব্জ-প্রসারণী তৈল মালিশ করিতে লাগিলাম। কৃষ্ণনগরের খ্যাতনামা য়্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা যাহা দুই মাসে করিতে পারেন নাই তাহা সাত আট দিনে সম্পন্ন হইল অর্থাৎ সাত আট দিনেই ফুলা অর্দ্ধেক কমিয়া গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে কবিরাজ মহাশয়ের সন্ন্যাসরোগ হইল। যে অল্প তৈল ছিল তাহা কবিরাজমহাশয়ের পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গে মর্দ্দন করার জন্য প্রয়োজন হওয়াতে আমরা আর পাইলাম না। তাহার পরে আমরা আমাদিগের পরিচিত কৃষ্ণনগরের একজন কবিরাজের নিকট কুব্জপ্রসারণী-তৈল ক্রয়করিলাম। উপেন্দ্রবাবুর তৈল গাঢ় ও কৃষ্ণবর্ণ; কিন্তু কৃষ্ণনগরের কবিরাজের তৈল পাতলা ও তিলের তৈলের বর্ণ। পুনর্ব্বার আমার একজন সহযোগীর দিনাজপুরস্থ কবিরাজ-বৈবাহিকের নিকট হইতে এই তৈল আনাইলাম। ইহা কৃষ্ণনগরের তৈল অপেক্ষা কিছু ভাল হইলেও গাঢ়ত্বে ও বর্ণে উপেন্দ্রবাবুর তৈলের সমকক্ষ হইল না এবং শেষোক্ত দুইটী তৈলে কোন উপকারও হইল না। অতএব দেখা যাইতেছে কবিরাজী ঔষধ ও তৈল সকল আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয়ে শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে প্রস্তুত হয় না এবং সেইজন্য আশানুরূপ ফলপ্রসূ হয় না।

(৩) তৃতীয়তঃ কবিরাজমহাশয়েরা কবিরাজী ঔষধের মূল্য অত্যধিক করাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা ইচ্ছা থাকিলেও কবিরাজী চিকিৎসা করাইতে পারেন না। কবিরাজমহাশয়েরা ঔষধ বিক্রয়

করিবার সময়ে আমাদিগের দেশের দারিদ্র সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হন্। তাঁহারা বলিতে পারেন যে তাঁহাদিগের মূল্যবান্ ধাতু কিনিতে হয় এবং শোধন করিতে অধিক পরিশ্রম করিতে হয়। কিন্তু অধিকাংশ ঔষধই দেশীয় গাছগাছড়া দ্বারা এবং অল্পমুল্য ধাতু দ্বারা প্রস্তুত হয়। 'শক্তি ঔষধালয়' প্রভৃতি কি করিয়া অল্পমূল্যে ঔষধ বিক্রয়করিতে সমর্থ হন? তাহার উপর কবিরাজগণ ডাক্তারদিগের অনুরূপ ১৬৲, ৩২৲, ৬৪৲ এমন কি কলিকাতার সামান্য বাহিরে ১২৮৲ পর্য্যন্ত ফি করিয়া তাঁহাদিগের (খ্যাতনামা ডাক্তার ও কবিরাজদিগের) দর্শন ভগবদ্দর্শন অপেক্ষা দুষ্কর করিয়াছেন। এগারটা রাত্রিতে কলিকাতা-ভবানীপুরের একজন ডাক্তারকে নিজের বাটী হইতে আধ মাইলের কম দূরে তিনগুণ ফি (১৬×৩) লইতে দেখিয়াছি। ইঁহারা বোধ হয় মনে করেন যে তাঁহাদিগের দেশবাসীর রাত্রিতে আয় দুই তিনগুণ বর্দ্ধিত হয়।

আমরা ছাত্রদিগকে বৈদ্যশাস্ত্র শিক্ষাকরিতে নিয়তই অনুরোধ করিতেছি। কিন্তু তাঁহাদিগের ডাক্তারির মোহ এখনও দূরীভূত হয় নাই। আমরা বলিতে পারি যে নব্যপ্রথানুসারে বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ, অষ্টাঙ্গআয়ুর্ব্বেদবিদ্যালয় প্রভৃতিতে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়নকরিলে য়্যালোপ্যাথি-ডাক্তার অপেক্ষা কম রোজগারের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু বৈদ্যশাস্ত্র এবং ঔষধ প্রস্তুতকরণ ভাল করিয়া শিক্ষা করিতে হইবে এবং পল্লীগ্রামে প্রাপ্তব্য গাছগাছড়া দ্বারা যতদূর সম্ভব চিকিৎসা করিতে হইবে এবং অল্প ফীতে সন্তুষ্ট হইতে হইবে। দরিদ্রলোককে বিনা ফীতে চিকিৎসা করিতে হইবে। তাঁহাদিগের কাণ্ডজ্ঞান (Common-sense) বিবর্জ্জিত হইলে চলিবে না। মনে করুন একজন অজীর্ণরোগী অতিকষ্টে দাদখানি চাউলের ভাত, একটু মাছের ঝোল এবং ভাতে মাখিয়া সামান্য দুগ্ধ ও সামান্য মিছরি পরিপাককরিতে

সমর্থ। তাঁহাকে যদি কোন কবিরাজ-মহাশয় 'পাকে গুরু হয়' principle-অনুসারে বলেন "গুড় পাক হইয়া চিনি হয়, চিনি পাক হইয়া মিছরি হয়; অতএব মিছরি গুরু অর্থাৎ দুষ্পাচ্য; আপনি মিছরি না খাইয়া গুড়পক্ক তিলের লাড়ু খাইবেন, কারণ তিল অগ্নিবৃদ্ধি-কর এবং গুড় লঘু ও সুপাচ্য" এবং এই তিলের লাড়ু খাওয়ার পরে রোগীর যদি 'পেট ছাড়িয়া দেয়' তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রতি রোগীর বিশেষ অশ্রদ্ধা হইতে পারে। উক্ত রোগী ঢাকার একজন সিভিলসার্জ্জনের পরামর্শে Starch-বিহীন Branbread এবং শাক খাইয়াও সদৃশ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, আমরা পক্ষপাতিত্ব-শূন্য হইয়া বলিতে বাধ্য।

পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা সাধারণতঃ দরিদ্র এবং ম্যাল্যারিয়াজ্বরদ্বারা জীর্ণ-শীর্ণ। তাঁহারা চিকিৎসককে অধিক ফী কিংবা ঔষধের অধিক মূল্য দিতে অপারগ। ঔষধগুলি এই সকল পল্লীগ্রামের গাছগাছড়া হইতে প্রস্তুত হইলে শস্তা হইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কাঁচরা-পাড়ার বিখ্যাত কবিরাজ কৈলাসচন্দ্ররায়মহাশয় কেবল পাঁচন অর্থাৎ দেশীয় গাছগাছড়া দ্বারা অতিশয় কঠিন রোগও দূরীভূত করিতেন।

বঙ্গের পল্লীগ্রামগুলিতে ম্যাল্যারিয়া ভীষণ আকৃতি ধারণকরিয়াছে। পূর্ব্বে আমরা কলেজের গ্রীষ্মাবকাশ কাঁচরাপাড়াগ্রামে যাপনকরিতাম। মাঘমাস হইতে বর্ষার প্রারম্ভ পর্য্যন্ত গ্রাম ভালই থাকিত। কিন্তু এক্ষণে একরাত্রিও পল্লীগ্রামে কাটাইতে সাহস হয় না। যাঁহারা পল্লীগ্রামে বাস করিতেছেন তাঁহাদিগের জ্বর হয় বটে, কিন্তু সাধারণতঃ malignant আকৃতি ধারণকরে না। যাঁহাদিগের শরীরে ম্যাল্যারিয়া বিষ নাই, তাঁহারা একরাত্রিও ম্যাল্যারিয়াগ্রস্ত পল্লীগ্রামে কাটাইলে এই ভীষণ প্রকৃতির ম্যাল্যারিয়া-বিষ তাঁহাদিগের দেহে সঞ্চারিত

হইবার সম্ভাবনা থাকে। আমাদিগের একজন আত্মীয়ের ২৪ পরগণা District Boardএর চেয়ারম্যানের কার্য্যব্যপদেশে দুই তিন দিন ম্যাল্যারিয়াপূর্ণ পল্লীগ্রামে ভ্রমণের পর Malignant-malariaর আক্রমণে জীবনসংশয় হইয়াছিল। প্রায় দুই বৎসর হইল আমাদিগের নয়জনের ভিতরে আটজন আত্মীয় কলিকাতার বেলগাছিয়া হইতে কুড়ি মাইল দূরে বেড়াচাম্পা ষ্টেশানের নিকটে যতুরহাটী গ্রামে জ্যৈষ্ঠ-মাসে ছয় দিন হইতে কুড়ি দিন অতিবাহিত করার পরে Malignant malaria দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অনেক দিন শয্যাগত ছিলেন। একটী অষ্টবর্ষবয়স্কা কন্যা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। কিন্তু এই যতুরহাটীতে সাত আট বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা কলিকাতা ত্যাগকরিয়া প্রতি বৎসর তিন চারি মাস অতিবাহিত করিতেন। ইঁহাদিগের মাঝে মাঝে সামান্য জ্বর হওয়া ব্যতীত আর কোন অসুখ হইত না। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগের এক আত্মীয়া বালিকার চন্দননগরে এক পক্ষ যাপনকরিবার পরে কলিকাতায় আসিয়া Malignant malariaর আক্রমণে জীবনসংশয় হইয়াছিল। ইঁহারই ভগ্নী তাঁহার শ্বাশুড়ী এবং অন্যান্য আত্মীয়ের সহিত যশোহরের অন্তর্গত একটী গ্রামে ৬।৭ দিন অবস্থানের পরে—স্বাস্থ্যকর পুরীতে প্রত্যাগমন করিবার পরেও সকলেই ম্যাল্যারিয়া দ্বারা গুরুতরভাবে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। গত পূজাবকাশে আমার একটী কলিকাতাপ্রবাসী ছাত্র পুত্র-কন্যা সহ কৃষ্ণনগর-গোয়াড়ীতে একমাস অবস্থানের পরে সম্প্রতি কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। তাঁহার অষ্টবর্ষবয়স্কা জ্যেষ্ঠা কন্যা দশ বার দিন ধরিয়া Malignant-Tertian জ্বরের আক্রমণজন্য শয্যাগত ছিল। আমাদিগের একজন ভূতপূর্ব্ব ছাত্র হাওড়াজেলার বাগনানের সন্নিহিত গ্রামে তিন চারি দিন পুলিশের কার্য্যের জন্য অবস্থান করিবার পরে

হাওড়ায় ফিরিয়া আসিয়া **Malignant-malaria** দ্বারা দশ বার দিন আক্রান্ত হইয়াছিলেন। দুই দিন হইল তিনি অন্নপথ্য করিয়াছেন। আমরা উপরিলিখিত ঘটনাগুলি হইতে নিম্নলিখিত অনুমানগুলি করিতে পারি—

(১) যে প্রকার ম্যাল্যারিয়া-জ্বর দশ বার বৎসর পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে হইত, বর্ত্তমান সময়ে ইহা তাহা অপেক্ষা ভীষণতর আকার ধারণ করিয়াছে। এরূপ কেন হইতেছে ইহার কারণ অনুসন্ধানকরা আবশ্যক।

(২) যাঁহারা ম্যাল্যারিয়াপূর্ণ দেশে বাস করেন, আমাদিগের মনে হয় তাঁহারা কতকটা **immunity** অর্জ্জনকরেন (অবশ্য এ বিষয়ে **research** হওয়া আবশ্যক)। যদি তাহা হয় ম্যাল্যারিয়া-বিষ অল্প পরিমাণে দেহে প্রবিষ্ট করিয়া শরীরকে **malaria-proof** করা চলে কিনা, ইহাও চিকিৎসকদিগের **research**এর বিষয় হইতে পারে।

(৩) আমাদিগের ভেজালদ্রব্য খাইয়া এবং অন্য কোন কারণেও (যাহা আমরা জানি না) আমাদিগের জীবনীশক্তি অর্থাৎ রোগ-প্রতিষেধ করিবার শক্তি ক্রমশঃ হ্রাসহইতেছে।

যে সকল স্থান পূর্ব্বে ম্যাল্যারিয়াশূন্য এবং স্বাস্থ্যকর ছিল, এক্ষণে সে সকল স্থানে ম্যাল্যারিয়া প্রবেশ করিতেছে। পূর্ব্বে বীরভূম (শিউড়ী) স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া বিবেচিত হইত। অনেকে 'হাওয়া খাইতে' এইস্থানে যাইতেন। এক্ষণে ইহা ম্যাল্যারিয়াপূর্ণ হইয়াছে। আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ও বর্ত্তমানে আমাদিগের সহযোগী বলিয়াছেন যে ঢাকার নারায়ণগঞ্জ-মহকুমায় একটী গ্রামে যেখানে পূর্ব্বে ম্যাল্যারিয়া একেবারেই ছিল না, গত চারিবৎসর ধরিয়া ম্যাল্যারিয়া সেখানে প্রবল-ভাবে বিরাজ করিতেছে এবং অনেক স্থানে জ্বরের আক্রমণের

অব্যবহিত পরে **Meningitis** হইয়া জীবনের অবসান করিতেছে। কিছুদিন এইস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক কলিকাতায় প্রত্যাগমনের পরে তাঁহার একটী ভ্রাতা কঠিন ম্যালেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন।

জঙ্গল নিয়মমত পরিষ্কার করিতে পারিলে, নিম্নভূমিগুলি মাটী দিয়া পূরণ করিলে, পুষ্করিণীগুলির সংস্কার হইলে এবং পানীয়জলের জন্য টিউবওয়েল খননকরিতে পারিলে এবং মশককুলের বাসস্থান ক্ষুদ্র জলাশয়-গুলির ধারে ধারে কেরোসীন দিতে পারিলে, এবং অবরুদ্ধ জলাশয়ে মাছ (যাহারা ম্যালেরিয়ামশক ধ্বংসকরে) ছাড়িয়া দিলে ম্যালেরিয়াকে দমনকরিতে পারা যায়। কিন্তু ইহা করিতে হইলে গভার্ণমেণ্ট এবং গ্রামের অধিবাসী ও প্রবাসী সকল ব্যক্তির একত্রে কার্য্য করিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ম্যালেরিয়া-পূর্ণ কাঁচরাপাড়াগ্রাম এবং ইহার তিনমাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত স্বাস্থ্যকর কাঁচরাপাড়াষ্টেশান আমরা উল্লেখকরিতে পারি।

যদি এই সকল পল্লীগ্রাম রেলওয়ের নিকটবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে এই সকল গ্রামের অধিবাসী, যাঁহারা জীবিকা-অর্জ্জনের নিমিত্ত সহরে বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগকে দেশে আসিয়া অন্ততঃ মাঝে মাঝে বাস করিতে অনুরোধ করিতে হইবে এবং যাহাতে রেলওয়ে মাসিক টিকেটগুলির মূল্য হ্রাসহয়, রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট গ্রামসমষ্টি-সমিতির আবেদন করিয়া ইহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মাঝে মাঝে এই সমিতি, যাঁহারা ব্যবসা, কৃষি, উদ্যানগঠন, কিম্বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কোন ছুটীর দিনে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণকরিলে ভাল হয়। এই সকল কার্য্যের জন্য একটী স্থায়ী কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি (**Executive Committee**) গঠনকরা আবশ্যক। প্রত্যেক রবিবারে

কিম্বা অন্য ছুটীর দিনে, মাসের ভিতরে অন্ততঃ দুইবার এই কার্য্য-নির্ব্বাহকসমিতি সম্মিলিত হওয়া উচিত। মহকুমার হাকিমের এই কমিটির হস্তে কিছু অর্থ (permanent advance) দেওয়া আবশ্যক। অর্থব্যয়ের হিসাব সমিতির একজন সভ্যের রাখা উচিত। এই হিসাব গভার্ণমেণ্টের হিসাব-পরীক্ষক দ্বারা বৎসরে অন্ততঃ দুইবার করিয়া পরীক্ষিত হওয়া আবশ্যক। গ্রামবাসী-সকলের দেখা উচিত যে একতা, উৎসাহ, অধ্যবসায় ও সততার অভাবের নিমিত্ত গ্রামহিতকর কার্য্য-গুলি না পণ্ড হইয়া যায়। বঙ্গের কত জনহিতকর প্রতিষ্ঠান এই সকল কারণে নষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহাদিগের সততা (honesty)র উপরে গ্রামসকলের উন্নতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে, এ কথা বলা বাহুল্যমাত্র।

চারি পাঁচখানা গ্রাম একত্রিত হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি দলাদলি অর্থাৎ একতার অভাব, যাহা আমাদিগের অবনতির প্রধান কারণ, পল্লীগ্রামে বিশেষভাবে বর্ত্তমান আছে। যদি কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি কোন মতেই কোন একটী বিষয়ে একমত হইতে না পারেন, তাহা হইলে সাব্‌ডিভিস্যানাল্ অফিসার সেই বিষয়ের মীমাংসা করিবেন। এই জন্য সাব্‌ডিভিস্যানাল অফিসারের (তিনি হিন্দু, মুশলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, ভারতবর্ষীয় কিম্বা ইউরোপীয়ই হউন্ না কেন) পক্ষপাতশূন্য, উদারমনাঃ এবং সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া বিশেষ-রূপে আবশ্যক। গভার্ণমেণ্টের সাবডিভিস্যানাল অফিসার-নির্ব্বাচনে বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে; কারণ তাঁহার উপরে পল্লীসংগঠন অনেক পরিমাণে নির্ভর করিবে।

কেহ কেহ বলিবেন আমরা গভার্ণমেণ্টের অনেকদিন চাকরী করিয়াছি, এবং পেনশান ভোগ[illegible]আমাদিগের এরূপ

মনোভাব হইয়াছে। যাঁহারা পল্লীগ্রামের অধিবাসী কিম্বা পল্লীগ্রামের সহিত যাঁহাদিগের সংস্রব আছে, তাঁহারা উত্তমরূপে জানেন যে সাব্-ডিভিস্যানাল্ অফিসার কিম্বা ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট এইরূপ কার্য্যে অগ্রণী না হইলে সংগঠন-কার্য্য কিছুতেই ফলবান্ হইবে না। যদিও পল্লীগ্রামগুলি প্রায় জনশূন্য হইয়াছে, তত্রাচ সেস্থানে দলাদলি এবং মনোমালিন্যের অভাব নাই। যদি কোন গ্রামের পঞ্চাশ জন অধিবাসী থাকে; সে গ্রামে অন্ততঃ দুইটী বিরোধী দল থাকিবে। মনে করুন District-Board হইতে এক শত টাকা পাওয়া যাইল। প্রত্যেক দল অভিলাষ করিবেন যে তাঁহাদিগের পাড়ার রাস্তা ম্যারামত অগ্রে হউক। ইহা লইয়া বিবাদ, বিসম্বাদ ক্রমাগত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। সেইজন্য আমরা মনে করি গভার্ণমেণ্টের সহিত সহযোগ ব্যতিরেকে এ সকল গ্রামের উন্নতি অসম্ভব। গভার্ণমেণ্ট অর্থ-বন্দোবস্ত না করিলে অর্থ কোথা হইতে আসিবে? লেখক সম্প্রতি তাঁহার গ্রামে একটী জনহিতকর কার্য্য করিতে যাইয়া দেখিয়াছেন যে গ্রামের হিতের জন্য কেহ যে কোন কার্য্য করিতে যান্ না কেন, তাহাতে কোন না কোন অধিবাসী বাধা দিবে (গ্রন্থকারের 'গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লীর' পরিশিষ্টের ল, ব এবং শ পৃষ্ঠা পাঠ করুন [১])।

১। 'গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লীর' উপরিলিখিত পৃষ্ঠা পাঠকরিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে গ্রন্থকারকে কৃষ্ণদেবরায়ের প্রধান সেবাইতেরা প্রথমে বলিয়াছিলেন যে চৈতন্যদেব এবং তাঁহার কাঁচরাপাড়ানিবাসী ভক্তমণ্ডলীসম্বন্ধীয় স্মৃতি-ফলক কৃষ্ণদেবরায়ের মন্দিরের দক্ষিণ প্রাচীরের বহির্গাত্রে স্থাপনে তাঁহাদিগের কোন আপত্তি হইবে না; কিন্তু গ্রন্থকার যখন ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে এই প্রস্তরফলক-স্থাপনের জন্য উদ্যোগ করিতেছিলেন, সেই সময়ে কাঁচরাপাড়া হইতে প্রাপ্ত পত্রে অবগত হইলেন যে এ কার্য্যে সমস্ত সেবায়েতের মত নাই। তজ্জন্য গ্রন্থকার আগামী ৬ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী,

আমাদিগের ভিতর একতার অভাব যে আমাদিগের অবনতির এবং সর্ব্বনাশের মূল, তাহা অনেকেই জানেন। প্রত্যেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে সাধারণতঃ দুইটী করিয়া দল আছে। এই দলদ্বয় যদি সদুপায় অবলম্বনপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠানের হিতসাধননিমিত্ত প্রতিযোগিতা করেন; তাহা হইলে কাহারও কিছু বলিবার থাকে না। কিন্তু ইহারা পরস্পরকে নানাপ্রকারে নির্য্যাতিত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাদিগের শারীরিক ও মানসিক শক্তি এরূপ ব্যয়করেন যে প্রতিষ্ঠানের মঙ্গল-বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি আর অবশিষ্ট থাকেনা। প্রতিদ্বন্দিতা কখনও কখনও আদালতে পর্য্যন্ত গড়াইয়া যায়। সম্প্রতি কলিকাতার

১৯৩৪ খৃঃ) তাঁহার কাঁচরাপাড়ার বাটীর সদর দরজার উত্তরদিকে নিম্নলিখিত প্রস্তরফলক লাগাইতে সংকল্প করিয়াছেন: কিন্তু ইহার কার্য্যে পরিণত হওয়া ভগবানের এবং ঈশ্বরপ্রতিম চৈতন্যদেবের দয়ার উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে—

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবোজয়তু।

১৪৩৬ শকে (১৫১৪ খৃষ্টাব্দে) কার্ত্তিক কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে শ্রীচৈতন্যদেবের কাঁচরা-পাড়ায় শুভ পদার্পণের স্মৃতি এবং তাঁহার এই স্থানবাসী ভক্তমণ্ডলী—শিবানন্দ সেন, তৎপুত্র কবিকর্ণপুর, তাঁহাদের গুরু কৃষ্ণদেবপূজক শ্রীনাথ, জগদানন্দ এবং বাসুদেবদত্তের পুতস্মৃতি—দেশবাসীর মনে জাগরূক করিবার অভিপ্রায়ে, কাঁচরাপাড়াবাসী রাধামোহন-দেবের (দের) পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রস্থাপিত শ্রীশ্রীধরঠাকুরগৃহে ঈশ্বরচন্দ্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতা নীলমণির পুত্র শ্যামাচরণের পুত্র সতীশচন্দ্রকর্ত্তৃক তাহার পিতৃস্বসা পার্ব্বতীর এবং মাতা কামাক্ষ্যা-কুমারীর আত্মার মঙ্গলার্থে এবং তাহার প্রতিবেশী রায় সাহেব নৃত্যলালমুখোপাধ্যায়ের এবং সতীশচন্দ্রের স্ত্রী শ্রীমতী মৃণালিনীর এবং ভগ্নী শ্রীমতী সুশীলার এবং পুত্রত্রয় যতীশ, ক্ষিতীশ ও সুধীরের এবং পুত্রবধূত্রয়া শ্রীমতী সুষমা, ইন্দিরা এবং শিবানীর এবং সুধীরের পুত্র শ্রীমান্ অবন্তীভূষণের উৎসাহে—এই প্রস্তরফলক ৬ই মাঘ, ১৩৪০ সালে (২০শে জানুয়ারী, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে) স্থাপিত হইল।

উপকণ্ঠস্থ একটী বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া দুইটী দল তাঁহাদিগের বল আদালতে পরীক্ষাকরার পরে একদল বিজেতা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন।

পল্লী-সংগঠনকার্য্য সুফলপ্রসূ করিতে হইলে কতকগুলি বিষয় সকলেরই স্মরণরাখা কর্ত্তব্য—

(ক) পূর্ব্বেই বলিয়াছি অসহযোগ-মনোভাব (spirit of **non-cooperation**) মন হইতে দূরীভূত করিতে হইবে। রাজকর্ম্মচারী এবং প্রজাবর্গের উভয়েরই লক্ষ্য হইবে—এই সকল ধ্বংসোন্মুখ পল্লীর উন্নতিবিধান এবং এই সকল পল্লীর অধিবাসীদিগকে জীবিকার্জ্জনের উপযোগী করা। হিন্দু ও মুশলমান অধিবাসীদিগকে মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। প্রথমতঃ হিন্দুদিগের অতীত কালের কথা অর্থাৎ হিন্দুদিগের প্রতি মুশলমানের অতীতকালের এবং কোথাও কোথাও বর্ত্তমান কালের ব্যবহার বিস্মৃত হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ বঙ্গে মুশলমানসংখ্যাধিক্য হিন্দুদিগের স্বীকার করিতে হইবে এবং তৃতীয়তঃ মসজিদের সম্মুখে হিন্দুদিগের বাদ্য বন্ধ করিতে হইবে। মুশলমানদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে প্রথমতঃ হিন্দুরা শিক্ষা প্রভৃতি জনহিতকর জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে অকাতরে অর্থদান এবং পরিশ্রমদ্বারা তাঁহাদিগের অপেক্ষা অধিকতর ত্যাগ-স্বীকার করিয়াছেন; দ্বিতীয়তঃ হিন্দুরা সাধারণতঃ তাঁহাদিগের অপেক্ষা অধিকতর শিক্ষিত এবং পারদর্শী, এবং তৃতীয়তঃ হিন্দুরা যেরূপ তাঁহাদিগের মশজিদের সম্মুখে বাজনা বাজাইতে বিরত হইবেন, মুশলমানদিগেরও দেখিতে হইবে যে তাঁহাদিগের কেহ যেন হিন্দুপল্লীর মধ্যে কিম্বা সন্নিকটে গো-হত্যা না করেন এবং দেবমূর্ত্তি এবং দেবমন্দির ভগ্ন কিম্বা কলুষিত না করেন।

(খ) ইহা সত্য যে স্ত্রীলোকদিগের উপরে, বিশেষতঃ হিন্দু-স্ত্রীর উপরে, অত্যাচার হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে না। এ বিষয়ে হিন্দু, মুশলমান এবং গভার্ণমেণ্টের একযোগে কার্য্য করিতে হইবে। স্ত্রীলোক যে জাতিরই হউন্ না কেন, এই অত্যাচারী নরপশুদিগের অত্যাচার নিবারণকরিতেই হইবে। দোষীদিগকে ধৃত করা কার্য্যে পুলিশকে সাহায্যদ্বারা এবং আদালতদ্বারা দোষীদিগের উপযুক্ত শাস্তিবিধান দ্বারা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে এই পৈশাচিক কার্য্যের জন্য তাহারা সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর ক্রোধ এবং ঘৃণা অর্জ্জন করিতেছে।

মোক্তার, উকিল ও ব্যারিষ্টারমহাশয়দিগের কর্ত্তব্য যেন তাঁহারা ফী না লইয়া কিম্বা নামমাত্র ফী লইয়া ধর্ষিতা স্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন করেন। অবশ্য এরূপ মোকদ্দামা চালাইবার জন্য প্রত্যেক জেলার সদরে একটী করিয়া সমিতি থাকা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃপুররুদ্ধা 'অবলা' হইয়া অবস্থান করা চলিবে না। তাঁহাদিগের নিজেকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য (বল এবং সাহস) অর্জ্জন করিতে হইবে।

কলিকাতা সহরে উন্মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ না করা, ভেজাল দ্রব্য খাওয়া, স্বাস্থ্যরক্ষা-নিয়ম-অজ্ঞতা, বাল্যবিবাহ এবং বিবাহিত জীবনে স্ত্রীপুরুষের আত্মসংযমের অভাবনিমিত্ত অতিরিক্ত সন্তানপ্রসব জন্য ক্ষয়কাশে স্ত্রীলোকের সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বারের অমৃতবাজারপত্রিকা হইতে নিম্নলিখিত ছত্রগুলি উদ্ধৃত হইল—

"The Municipal Administration-report of Calcutta for 1931-32—"Between the ages of 10 and 15 years for every boy that dies of Tuber-

culosis (in Calcutta) two girls die, between 15 and 20 years for each boy, two girls die, and between 20 and 30 years for every youngman three women die." এইরূপ চলিতে থাকিলে কুমারী ও সধবা সবই কমিয়া যাইবে। এই অকালমৃত্যু নিবারণকরিতে হইলেও স্ত্রীজাতির স্বাস্থ্যসম্পন্ন ও বলিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক।

(গ) উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের হরিজনদিগের প্রতি 'সনাতনী' মনোভাব পরিত্যাগকরিতে হইবে। হরিজনদিগের প্রতি তাঁহাদিগের এরূপ ব্যবহার করিতে হইবে যেন হরিজনেরা মনে করেন উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা তাঁহাদিগের আত্মীয় এবং তাঁহাদিগের মঙ্গল সর্ব্বদা কামনা-করেন।

সংবাদপত্রে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার "কচ্‌কচিতে কাণ ঝালাপালা" হইতেছে। মহাত্মা গান্ধীর অনশনের সময়ে যাঁহারা বাঁটোয়ারা-পরিবর্ত্তনে মত দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ভিতরে কেহ কেহ এক্ষণে অন্য কথা বলিতেছেন। মুশলমান-মহাশয়েরা গভর্ণমেণ্ট-নির্দ্ধারিত বাটোয়ারা-পরিবর্ত্তনে একেবারেই অনিচ্ছুক। কিন্তু এ কথা সত্য যে পূর্ব্বে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যাধিক্য ছিল (গৌঃ কাঃ পৃঃ ৫০৩)। দ্বিতীয়তঃ হিন্দু দেশের শিক্ষা-প্রভৃতির উন্নতির জন্য অর্থ ইত্যাদি দান করিয়া মুশলমানঅপেক্ষা অধিকতর ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ মুশলমান পুরুষ ও স্ত্রী অপেক্ষা হিন্দু পুরুষ ও স্ত্রী সাধারণতঃ অধিকতর শিক্ষিত।

হিন্দুরা যদি পূর্ব্বেকার অবস্থা পুনরানয়ন অভিলাষকরেন, দেশে ও বিদেশে এবং সংবাদপত্রে বাগ্‌বিতণ্ডা দ্বারা এ উদ্দেশ্য সফল হইবে না। এরূপ কলহদ্বারা কেবল হিন্দু এবং মুশলমানের ভিতর অধিকতর

মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইবে। পূর্ব্বেকার অবস্থা আনয়নকরিতে হইলে হিন্দুদিগের অন্যপন্থা অবলম্বনকরিতে হইবে। প্রথমতঃ উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের 'সনাতনী' মনোভাব ত্যাগকরিয়া—জাতিবিভাগ তুলিয়া দিয়া নয়—নমঃশূদ্র প্রভৃতি হরিজনদিগকে আত্মীয় করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ প্রায়শ্চিত্ত-প্রথার উদার বিস্তারদ্বারা পতিতদিগকে এবং হিন্দুধর্ম্মগ্রহচ্ছু ব্যক্তিদিগকে শুদ্ধিপূর্ব্বক হিন্দুজাতির অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ প্রায় জনশূন্য নিম্নবঙ্গে পল্লীগ্রামগুলি পুনর্জ্জীবিত এবং স্বাস্থ্যকর করিতে হইবে এবং ইহাতে কৃষির বিস্তৃতি করিয়া এবং কলকারখানা স্থাপনকরিয়া অন্যপ্রদেশের হিন্দু মজুরদার এবং কৃষকদিগকে স্থায়ী অধিবাসী করিতে হইবে। এক সময়ে কাঁচরাপাড়া-গ্রামের সন্নিহিত ভাগিরথীর চরে উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের অনেক হিন্দু কৃষক ও মজুরদার বাস করিয়াছিলেন এবং কৃষিকার্য্য এবং রেল-কারখানার কার্য্যদ্বারা জীবিকার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধিকরিয়াছিলেন।

(ঘ) প্রাইমারীএডুকেশন অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তৃত করিতে হইবে। প্রত্যেক কৃষক-পুরুষ ও কৃষক-স্ত্রী যাহাতে বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সংবাদগুলি (প্রবন্ধ নয়) পড়িতে ও বুঝিতে পারেন এবং স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মগুলি জানিতে পারেন এবং যাহাতে তাঁহাদিগের কুসংস্কারগুলি দূরীভূত হইতে পারে, অন্ততঃ সেইরূপ শিক্ষা তাঁহাদিগকে দিতে হইবে। বয়স্ক শ্রমিক পুরুষদিগের জন্য গ্রামের শিক্ষিত যুবকদিগের রাত্রিবিদ্যালয় (night-school) স্থাপিত করা কর্ত্তব্য। উচ্চজাতির শিক্ষিত যুবকেরা কৃষক ও হরিজনদিগের শিক্ষা-প্রদানকার্য্যে নিযুক্ত হইলে, দুইটী উপকার হইবে—প্রথমতঃ কৃষক ও হরিজনেরা উচ্চজাতির লোকদিগকে আত্মীয় বলিয়া

মনে করিবেন; দ্বিতীয়তঃ কৃষক ও হরিজনদিগের অজ্ঞতা দূর হইবে।

কৃষিস্কুলগুলিতে গো, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, ইত্যাদির উন্নতিবিধান এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফসল (rotation of crops) উৎপাদন শিক্ষাদেওয়া কর্ত্তব্য। তরকারী, বাঁশ, হলুদ, তামাক, পেঁপে, বেল, কলা, আম্র, লিচু, কাঁঠাল, আনারস, ইক্ষু, নট্‌কান (ইহা হইতে সুন্দর রং উৎপন্ন হয়), সেগুন, শিশু, খেজুর, তাল, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষের রোপণপ্রণালীও শিক্ষাদিতে হইবে। ইক্ষু ও খেজুরের বেশী চাষ করিতে হইবে, কারণ স্মরণরাখা কর্ত্তব্য যে অনেক চিনি বিদেশ হইতে বঙ্গদেশে আমদানি হয়। পুষ্করিণীর মৎস্য হইতে কি করিয়া বেশি আয় হইতে পারে এবং কি করিয়া মধু উৎপাদন হইতে পারে ইহাও শিক্ষাদেওয়া কর্ত্তব্য। বিভিন্ন প্রকার ধান্যচাষের সহিত লম্বা-আঁশযুক্ত তূলার, সরিষার, বিবিধ প্রকারের ডালের এবং পাটের চাষ করা উচিত। কিন্তু কেবল পাটের উপরে নির্ভর করা উচিত নয়। এই সকল জিনিষ উৎপাদনবিষয়ে শিক্ষা দেওয়া বিশেষরূপে কর্ত্তব্য। কিন্তু ছাত্রদিগের অর্থসামর্থ্যের বিষয় শিক্ষকের সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। কৃষকদিগের বৎসরে অন্ততঃ ছয়মাস অবসর থাকে। এই সময় সূতাকাটা, কাপড়বোনা প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত হইতে হইবে। অনেক কৃষকের চাষের ও দুগ্ধের জন্য গরু আছে। সহর নিকটবর্ত্তী হইলে ইঁহাদিগের অনেকে ছানা সহরে আনিয়া বিক্রয়করেন। সন্দেশ ও রসগোল্লা প্রস্তুত করিয়াও সহরে অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে তাঁহারা বিক্রয়করিতে পারেন। ঢাকায় আমরা যে গোয়ালার নিকট হইতে দুধ কিনিতাম, তিনি আমাদিগকে উৎকৃষ্ট গাওয়া ঘি, সন্দেশ এবং রসগোল্লাও বিক্রয়করি-

তেন। এ সকল কার্য্য করিতে হইলে পরিশ্রম ও সততা আবশ্যক, কেবল লাভের দিকে নজর থাকিলে চলিবে না।

বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির সহিত নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির নিমিত্ত মাঝে মাঝে ভাল কথকতা, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ছায়াচিত্র, ইত্যাদি বাঞ্ছনীয়। গ্রামের শিক্ষিতা মহিলাদিগের মধ্যাহ্ন আহারের পরে একটী পাঠাগারে কৃষক ও হরিজন-রমণীদিগকে শিক্ষাপ্রদান করা উচিত। প্রত্যেক গ্রামসমষ্টি-সমিতির একটী করিয়া Magic Lantern এবং শিক্ষাপ্রদ Slides রাখা অতিশয় আবশ্যক। এই সমিতির একটী মাসিকপত্রিকা বাহির করিলে ভাল হয়। ইহাতে সাধারণতঃ গ্রামসমষ্টির শিক্ষিত পুরুষ ও স্ত্রী-লিখিত এই গ্রামসমষ্টি-সম্বন্ধীয় হিতকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে। একটী সাধারণ পুস্তকাগারও স্থাপিত করা উচিত। পুস্তক-নির্ব্বাচন দক্ষতার সহিত করা উচিত এবং মাসিক চাঁদা সামান্য হওয়া উচিত। একটী সাধারণ ব্যায়ামাগার এই লাইব্র্যারীর সহিত সংযুক্ত করিলে অনেক উপকার হইবে।

বিদ্যালয়সমূহের উপযোগী পুস্তক রচনাকরিতে হইবে। ছাত্রদিকের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পুস্তকগুলি নির্ব্বাচনকরা কর্ত্তব্য। দেখিতে হইবে যে ক্ষমতাপন্ন, অর্থপ্রয়াসী গ্রন্থকার কিম্বা প্রকাশকদিগের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত এবং তাঁহাদিগের একচেটিয়া ব্যবসায়ে সাহায্য করিবার জন্য যেন পুস্তক নির্ব্বাচন না হয়। বর্ত্তমানে বিদ্যালয়সমূহের পুস্তকনির্ব্বাচনসম্বন্ধে নানাপ্রকার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এ সমস্ত অভিযোগ সত্য না হইতে পারে; কিন্তু যাহাতে পুস্তকনির্ব্বাচন বিষয়ে কোন অভিযোগ না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। 'ঘন ঘন' পাঠ্যপুস্তক পরিবর্ত্তন এবং একটী পাঠ্যপুস্তকের এক-তৃতীয়াংশ শেষ না হইতেই আর একটী পাঠ্যপুস্তক ক্রয়করিতে অভিভাবকদিগকে বাধ্যকরণ এবং বহু

পুস্তক একসঙ্গে বালকদিগকে না বুঝিয়া গলাধঃকরণ করিতে বাধ্যকরণ যাহাতে না হয় কর্ত্তৃপক্ষের তাহা দেখা উচিত। আমাদিগের একজন উচ্চশিক্ষিত সহযোগী আমাদিগকে সম্প্রতি বলিয়াছেন যে ছাত্রেরা পড়িয়া উঠিতে পারিবে কিনা, এদিকে স্কুলের শিক্ষকদিগের প্রায়ই নজর থাকে না, কেবল কি করিয়া progress অর্থাৎ বেশী পড়া হইবে সেইদিকেই সাধারণতঃ তাঁহাদিগের দৃষ্টি থাকে।

আর একজন আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব সহযোগী যিনি বহুদিন স্কুল এবং কলেজে শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন আমাদিগকে বলিয়াছেন যে তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম মানে (পূর্ব্বেকার ৮ম, ৭ম ও ষষ্ঠ ক্ল্যাসে) কেবল ইংরাজী-সাহিত্য, বাঙ্গালা-সাহিত্য এবং অঙ্ক পুস্তকদ্বারা এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভূগোল মুখে মুখে শিক্ষা দেওয়া উচিত। ইহার উপর-ক্ল্যাসেও সংস্কৃত ও ইংরাজী ব্যাকরণের 'খুঁটিনাটি শিক্ষা না দেওয়া বিধেয়। নিম্নতম তিন শ্রেণীর পঁয়তাল্লিশ মিনিট করিয়া তিন period এবং তাহার উপরে দুই শ্রেণীর চার period এবং তাহার উচ্চে তিন শ্রেণীতে পাঁচ periodএর অধিক বালকদিগকে স্কুলে আবদ্ধ রাখা উচিত নয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও পাঠ্যপুস্তকের এবং minimum lecture এর সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া উচিত; কারণ এইজন্য অধিকাংশ ছাত্রের কলেজে ক্রমান্বয়ে পাঁচঘণ্টা বেঞ্চের উপর উপবেশন করিয়া অতিবাহিত করিতে হয়। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে অধ্যাপকের lecture মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণের পরিবর্ত্তে নানাপ্রকার pitchএ গোলমাল করেন, কিম্বা নভেল এবং সংবাদপত্র পাঠ করেন, কিম্বা যাঁহারা মনোযোগ দিয়া শুনিতেছেন তাঁহাদিগকে বিরক্ত করেন।

স্কুলের তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম মানে (অর্থাৎ পূর্ব্বেকার 8th, 7th and 6th classesএ) এক্ষণে উদ্ভিদ্-বিদ্যা শিখিতে হয়। অধিকাংশ

শিক্ষক উদ্ভিদ্-শাস্ত্রের (Botanyর) কিছুই জানেন না। তাহার উপর উদ্ভিদ্-বিদ্যার চর্চ্চা করিতে microscope প্রভৃতি ব্যবহারকরিতে হয়। ইহা অপেক্ষা স্কুল-সংলগ্ন জমিতে কৃষিকার্য্য শিখাইলে ছাত্রদিগের শারীরিক, মানসিক এবং সাংসারিক উপকার হইতে পারে। তাহার পর নাকি ষষ্ঠ এবং সপ্তমমানে (পূর্ব্বেকার 5th and 4th classesএ) Physics এবং Chemistry শিক্ষাদেওয়া হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে Thermometerএর কার্য্য শিক্ষকের পেন্সিল করে এবং Hydrostatic Balanceএর কার্য্য বোর্ডে অঙ্কিত খড়ির চিত্র সম্পাদন করে। অধিকাংশ স্কুলে Botany, Physics কিম্বা Chemistry শিক্ষা দিবার কোন প্রকার যন্ত্র নাই। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে স্কুলের নিম্নতম শ্রেণী হইতে সুকুমারমতি বালকদিগের কতকগুলি বিষয় না বুঝিয়া গলাধঃকরণ করিতে হয় অর্থাৎ 'cram' করিতে হয়। এই অভ্যাস এম.এ পর্য্যন্ত যুবকদিগের থাকে।

ইংরাজীশিক্ষার বিষয়ে আমরা বলিতে পারি যে অধিকাংশ প্রথম-শ্রেণীতে ম্যাট্রিকুলেশান-পাশ ছাত্রও একটী সামান্য চিঠি বিশুদ্ধ ইংরাজীতে লিখিতে পারেন না। সেই জন্য Grammarএর 'খুঁটিনাটি' না শিখাইয়া পঞ্চমমান (পূর্ব্বেকার 6th class) হইতে ক্রমে ক্রমে ইংরাজী-composition (রচনা) কবিতে অভ্যাস করান উচিত। ভ্রম সংশোধনকরিবার সময়ে Spelling এবং Grammarএর ব্যতিক্রম-গুলি বলিয়া দেওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিরও Grammar এবং Idiomএর 'খুঁটিনাটি'র উপর প্রশ্ন করা বিধেয় নয়।

আমরা Vernacular অর্থাৎ মাতৃভাষাদ্বারা শিক্ষাপ্রদানের পক্ষপাতী। আমরা জনমতবিরুদ্ধে অন্ততঃ ত্রিশবৎসর কলেজ-ক্লাসেও (এমন কি ঢাকা-কলেজে M.A. classএও) বাঙ্গালাদ্বারা ইংরাজীসাহিত্য শিক্ষা দিয়াছি।

প্রথমে বাঙ্গালাতে ইংরাজীসাহিত্যের ভাব বুঝাইয়া দিয়া, তাহার পর সরল ইংরাজীতে সেই ভাব ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছি। কিন্তু Vernacular-শিক্ষার উপরে জোর দিতে যাইয়া ইংরাজীশিক্ষা অর্থাৎ ইংরাজী-সাহিত্য, ইংরাজী-রচনা এবং ইংরাজীতে কথোপকথন অবহেলা করা উচিত নয়। প্রথমতঃ ইংরাজী-ভাষা ভারতবর্ষীয়দিগের একতার একটী অত্যাবশ্যক উপকরণ অনেকদিন ধরিয়া থাকিবে। যদি সকল হিন্দুজাতি হিন্দিকে ভারতবর্ষের কথোপকথনের ভাষা বলিয়া গ্রহণ করেন (ইহাতেও আমাদিগের গভীর সন্দেহ আছে), মুশলমানেরা কখনও ইহাতে সম্মত হইবেন না। অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী মুশলমান, আমরা জানি, উর্দ্দুতে কথোপকথন করেন। দ্বিতীয়তঃ ইউরোপে, য়্যামেরিকাতে ও জাপানে যাঁহারা শিক্ষার জন্য যাইবেন, তাঁহাদিগের ইংরাজী জানিতেই হইবে। তৃতীয়তঃ ইংরাজী সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির অনেক উন্নতি হইয়াছে এবং ইংরাজীতে অনেক সভ্যজাতির গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছে। ইংরাজী না জানিলে তাহা আমাদিগের অজ্ঞাত থাকিবে। চতুর্থতঃ রেলওয়েতে, গভার্ণমেণ্ট-অফিসে, ব্যাঙ্কে, আইনসভায়, আদালতে, ইউরোপীয় চাবাগানে এবং ইউরোপীয় ব্যবসায়দারদিগের অফিসে কার্য্য করিতে হইলে ইংরাজী-ভাষা না জানিলে চলিবে না।

শুনিয়াছি Textbook-Committee বলিয়া একটী প্রতিষ্ঠান আছেন। তাঁহারা নাকি পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচনকরেন। তাঁহারা কোথায় অবস্থান করেন এবং কি principle অর্থাৎ নিয়মানুসারে পাঠ্যপুস্তক মনোনয়ন করেন তাহা আমরা অবগত নই। তাঁহারা যেখানেই থাকুন না কেন তাঁহাদিগের দেখা উচিত যে অনুপযোগী পুস্তক (Books which are

no books···but things in books' clothing) না মনোনীত হয়। একবার আমরা একখানি চিঠি পাইয়াছিলাম যে আমরা এই কমিটীর সভ্য হইতে রাজি আছি কিনা কর্ত্তৃপক্ষ জানিতে চান্। আমরা ইচ্ছুক আছি, বলিয়া উত্তর দিয়াছিলাম; কিন্তু আমাদিগের সৌভাগ্য কিম্বা দুর্ভাগ্যবশতঃ এই পত্রের কোন উত্তর পাইলাম না। আমাদিগের সভ্য মনোনীত-হওয়ায় বিশেষ আগ্রহ ছিল না—কারণ grind করিবার নিমিত্ত কোন axe ছিল না অর্থাৎ আমাদিগের কোন স্কুলপাঠ্য পুস্তক ছিল না। যে মাননীয় মহোদয়েরাই কেন এই Committeeর সভ্য থাকুন না, বর্ত্তমান অর্থ নৈতিক দুদ্দিনে যাহাতে অল্প পয়সায় ভাল শিক্ষা তাঁহাদিগের দেশের বালকবালিকারা লাভ করিতে পারে এবং অভি-ভাবকেরা এবং ছাত্রছাত্রীরা পুস্তকের ভারে "চেপটাইয়া" না যান্, সেই বিষয়ে সভ্যমহাশয়দিগের অবহিত হওয়া উচিত। পাঠ্যপুস্তক লিখিয়া পূর্ব্বে গ্রন্থকারগণ অনেক টাকা উপার্জ্জনকরিতেন। এক্ষণে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা অত্যধিক হওয়াতে অনেক গ্রন্থকারের পুস্তক কমিটীদ্বারা পরিত্যক্ত হয়। কমিটীর সভ্যদিগের এবং কর্ত্তৃপক্ষের দেখা উচিত যেন উৎকৃষ্ট পুস্তকগুলি সর্ব্বদাই কমিটী মনোনীত করেন, কারণ এই সকল পাঠ্যপুস্তকদ্বারা দেশের ভবিষ্যৎ-আশাস্থলদিগের মানসিক বৃত্তিগুলি অধিক পরিমাণে প্রভাবিত হইবে। গ্রন্থকার এবং গ্রন্থপ্রকাশকগণেরও মনে রাখা উচিত যে সকলের পুস্তক নির্ব্বাচিতহওয়া সম্ভব নয়। তাঁহাদিগের অধ্যবসায় ও ধৈর্য্য অসাধারণ বলিয়া আমরা জানি এবং যদি তাঁহারা মনে করেন যে তাঁহাদিগের পুস্তকের উৎকর্ষসত্ত্বেও তাহা মনোনীত হয় নাই, আশা করি তাঁহারা মর্ম্মাহত হইবেন না এবং তাঁহাদিগের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে না। এই কমিটীর সভ্যদিগের নিজেদের কোন পাঠ্যপুস্তক না থাকিলে অত্যুত্তম হয়, কারণ তাহা হইলে তাঁহারা

Caesarএর স্ত্রীর ন্যায় সকলপ্রকার সন্দেহের অতীত হইয়া অবস্থান করিতে পারেন।

আমরা কতকগুলি পুস্তক লিখিয়াছি। কিন্তু তাহাতে কেবল টাকা খরচহইয়াছে এবং সামান্য টাকা বাটীতে প্রবেশ করিয়াছে। আমাদিগের দেশের এক একজন গ্রন্থকার পাঠ্যপুস্তক বিক্রয়করিয়া অনেক টাকা উপার্জ্জনকরিয়াছেন। ঈর্ষান্বিত হইয়া আমাদিগের উপযুক্ত প্রতিভা না থাকিলেও একখানি ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিব, ইহা আমরা মনে করিতেছি। ইহাদ্বারা সকল সম্প্রদায়কে যদি সন্তুষ্ট করিতে পারি, তাহা হইলে ইহা পাঠ্যপুস্তকরূপে সহজেই গৃহীত হইবে এবং সকলেই ইহা ক্রয়করিবেন। আমরা এইরূপ একটী ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা করিয়া ইহা সম্ভব কিনা একজন বিচক্ষণ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "ইহা কেন সম্ভব হইবে না? ইতিহাসের অর্থ যদি ইতিবৃত্ত (History) অর্থাৎ প্রকৃত ঘটনার বিবরণ হয়, তাহা হইলে 'ইতিহাস' বলিয়া কোন পদার্থ পৃথিবীতে নাই। প্রকৃত বিবরণ ভগবান্ ব্যতীত আর কেহ জানেন না। প্রথমতঃ প্রকৃত ঘটনা জ্ঞাত হওয়া দুঃসাধ্য। দ্বিতীয়তঃ জানিতে পারিলেও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি কিম্বা ব্যক্তিবর্গসম্বন্ধীয় অপ্রীতিকর ঘটনা সমসাময়িক লোকদিগের বর্ণনা করা দুঃসাহসিক। তাম্রফলক কিম্বা প্রস্তরফলকেও (যশোধর্ম্মের স্তম্ভলিপি একটি দৃষ্টান্ত) প্রকৃত ঘটনা লিপিবদ্ধ থাকে না। পরবর্ত্তী যুগের ঐতিহাসিকগণের সমসাময়িক বিবরণের উপরেই নির্ভর করিতে হয়।" সম্প্রতি কতকগুলি ঐতিহাসিক তথ্য পরিবর্ত্তনের চেষ্টার জন্য আমাদিগের একজন ভূতপূর্ব্ব উচ্চশিক্ষিত বিশিষ্ট ছাত্র, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বারের অমৃতবাজার-পত্রিকা এবং ১৯৩৩ খৃঃ ২রা ডিসেম্বরের আনন্দবাজার-পত্রিকা কিছু উষ্মা প্রকাশকরিয়াছেন। যখন প্রকৃত

ইতিহাস জানিবার উপায় নাই, তখন যদি কতকগুলি অপ্রীতিকর ঘটনা পরিবর্জ্জিত করিয়া আমাদিগের কোমলমতি আশাস্থলদিগের ঐতিহাসিক পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট করিতে পারা যায় এবং ইহা দ্বারা যদি সাম্প্রদায়িক বিবাদ মিটিয়া যায় তাহাতে কাহারও আপত্তি করা উচিত নয়।

আমরা সকল সম্প্রদায়কে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিবার নিমিত্ত এবং কিছু টাকা রোজগার করিবার জন্য একটী ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিব স্থির করিয়াছি, পূর্ব্বেই রলিয়াছি—

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে লিখিত আছে যে ইতিহাসের ভিতরে ছয়টী বিষয় থাকিবে—(১) পুরাণ, (২) ইতিবৃত্ত (History), (৩) আখ্যায়িকা (গল্প), (৪) উদাহরণ (Illustrative Stories), (৫) ধর্ম্মশাস্ত্র (Law) এবং (৬) অর্থশাস্ত্র (Economics and Politics)—Vide V. Smith's Early History of India, 4th edition, p. 24। আমরা সুকুমারমতি বালকদিগের জন্য ইতিহাস লিখিব মনে করিতেছি। সেই জন্য আমরা ইতিহাস হইতে (৫) এবং (৬) বাদ দিব। আমাদিগের ঐতিহাসিক তথ্যের গুটিকতক নমুনা দিলাম—

পরশুরাম ভারতবর্ষকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন এইরূপ প্রবাদ আছে। ইহার অর্থ নয় যে সে সময়ে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দিগের পরস্পরের মধ্যে Civil War হইয়াছিল এবং পরশুরাম ব্রাহ্মণদিগের সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া ক্ষত্রিয়দিগকে নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র প্রভৃতি আর্য্যঋষিগণ ক্ষত্রিয়দিগের সাহায্য গ্রহণকরিয়া উত্তরভারতে আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত করিয়াছিলেন। বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণে ভরদ্বাজ, অত্রি, বিশেষতঃ অগস্ত্যঋষি ক্ষত্রিয়দিগের সাহায্যে অনার্য্যদিগকে বিতাড়িত কিম্বা সংহারকরিয়া আর্য্যসভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত করিয়াছেন। দাক্ষি-

ণাত্যের পশ্চিম অংশে অর্থাৎ কেরল (ত্রিবঙ্কুর ও মালাবার)-প্রদেশে পরশুরামও এই কার্য্য করিয়াছিলেন। যখন সমস্ত ভারতে আর্য্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধকার্য্যের আর কোন প্রয়োজন রহিল না। তন্নিমিত্ত পরশুরাম ক্ষত্রিয়দিগকে বলিলেন, "এক্ষণে তোমরা ক্ষত্রিয়নাম পরিত্যাগপূর্ব্বক 'কায়স্থ' নাম গ্রহণকর এবং ধনুর্ব্বাণ ও তরবারির পরিবর্ত্তে লেখনী ধারণকরিয়া এবং অহিংসক হইয়া নানাপ্রকার গ্রন্থরচনা এবং বক্তৃতাদানপূর্ব্বক আর্য্যসভ্যতাবিস্তারের চেষ্টা কর। তোমাদিগের এক্ষণে **knight-errant** এর ন্যায় **adventure** খুঁজিয়া এক স্থান হইতে আর একস্থানে ভ্রমণ করিবার আবশ্যকতা নাই। তোমরা কায়ে অর্থাৎ নিজ শরীরে অবস্থান করিয়া অর্থাৎ বেশি নড়াচড়া না করিয়া মাদুর কিম্বা চেয়ারের উপরে বসিয়া লেখাপড়া কিম্বা বক্তৃতা করিবে। তোমাদিগের নাম কূটকৃৎ (মুদ্গরকৃৎ) হইল অর্থাৎ তোমরা মোহমুদ্গার হইলে অর্থাৎ তোমরা বক্তৃতাদ্বারা মানবের অজ্ঞতা দূর করিবে এবং পঞ্জীকর (পঞ্জিকাকার—কায়স্থে কূটকৃৎ-পঞ্জীকরৌ—ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ) হইবে অর্থাৎ উৎকৃষ্ট গ্রন্থবচনা করিয়া সুকুমারমতি বালকবালিকার ভবিষ্যৎ শুভকর করিবে। পরশুরামের আশীর্ব্বাদের জোরে শ্রীযুক্ত কাশীরাম দাস, মহারাজ রাধাকান্তদেব, রাজা কালীকৃষ্ণদেব, শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ মিত্র, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ, শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্যারীচাঁদ মিত্র, শ্রীযুক্ত প্যারীচরণ সরকার, শ্রীযুক্ত রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি কায়স্থ-কুলতিলকেরা উৎকৃষ্ট গ্রন্থসকল রচনাকরিয়া কিম্বা বক্তৃতা দিয়া কায়স্থজাতির যশঃ সমগ্র ভারতবর্ষে বিকীরণ করিয়াছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে অন্যজাতিরা কায়স্থজাতির **monopoly** নাশ-পূর্ব্বক বর্ত্তমান সময়ে **Textbook-committee** দ্বারা তাঁহাদিগের পুস্তকগুলি **approved** করাইয়া এবং আদালত ইত্যাদিতে বক্তৃতা দিয়া

কায়স্থদিগের বিষম ক্ষতি করিতেছেন। বঙ্গীয় কায়স্থসভা এবিষয়ে অবহিত হইলে বড়ই ভাল হয়। শুনিতেছি মুশলমান-উচ্চশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র আলিগড়ে এবার কায়স্থসভার বার্ষিক অধিবেশন হইবে। কায়স্থসভা যদি শিক্ষিত মুশলমানদিগের সহিত কথোপকথন-দ্বারা হিন্দু-মুশলমান সাম্প্রদায়িক বিবাদের একটী স্থায়ী মীমাংসা করিতে পারেন এবং বাটী ফিরিবার সময়ে বারাণসীতে নামিয়া এখানকার শস্তা ও স্বাস্থ্যপ্রদ ফল-মূলাদি ও খাবারের সদ্ব্যবহার-করণান্তর হরিজনদিগের নিমিত্ত বিশ্বনাথদেবের মন্দিরপ্রবেশ-অনুমতিপত্র সনাতনী মহোদয়দিগের নিকট হইতে আদায় করিতে পারেন এবং তাহার পরে আর একটু নিম্ন levelএ আগমনপূর্ব্বক বক্তিয়ারপুর-ষ্টেশানে অবতরণকরণান্তর লঘু-রেলওয়ের গাড়ী চড়িয়া বিহার মহকুমান্তর্গত নলন্দা অতিক্রম-পূর্ব্বক প্রাকৃতিক-সৌন্দর্য্য-অলঙ্কৃত মগধরাজজরাসন্ধের রাজধানী রাজগৃহে আসিয়া কুণ্ডসম্বন্ধীয় হিন্দুমুশলমান বিবাদ মিটাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে বঙ্গীয় কায়স্থসভার নাম carmine-red অক্ষরে ভারতবর্ষের ভাবী ইতিহাসে মুদ্রিত থাকিবে।

Vincent Smith এর Early History of India (৪র্থ সংস্করণে) লিখিত আছে—পৃঃ ৩২৩—মুশলমান সৈন্য দেখিতে পাইলেই হিন্দু-বাস্তুশিল্প ধ্বংসকরিয়াছে—

"The accident that nearly the whole of the Gupta Empire was repeatedly overrun and permanently occupied by Muslim armies, which rarely spared a Hindu building, accounts for the destruction of almost all large edifices of the Gupta Age." Again (in page 372) "But

(Hindu) Architecture (in the medieval period) was practised on a magnificent scale. Although most of the innumerable buildings erected were destroyed during centuries of Muhammadan rule, even the small fraction surviving is enough to prove that Hindu architects were able to plan with grandeur and to execute with a lavishness of detail which compels admiration, while inviting hostile criticism by its excess of cloying ornament."

বিজয়নগর-সাম্রাজ্যের ইতিহাসলেখক Sewell (Bellary District Gazetteer, p. 264) ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে মুশলমানসৈন্যকর্ত্তৃক হিন্দু-বিজয়নগর-ধ্বংসবর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন "seized, pillaged and reduced to ruins amid scenes of savage massacre and horrors beggaring description."

আমরা তিন বৎসর পূর্ব্বে বিজয়নগরে গিয়াছিলাম। আমাদিগের মনে হইল যে Vincent Smith ও Sewell সাহেব লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছেন যে বিজয়নগর, আজমীর প্রভৃতি নগরের ধ্বংসাবশেষের নিমিত্তই প্রত্নতত্ত্ববিভাগ (Archaeological Department) সৃষ্ট হইয়াছে এবং এই বিভাগের জন্যই পাঞ্জাবের মহেঞ্জোদারোতে সার্দ্ধপঞ্চসহস্র-বৎসর-বয়স্ক ভারতীয় (শৈবধর্ম্মসম্বন্ধীয়) সভ্যতার নিদর্শন, হরপ্পার লিপি (যাহা হইতে ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব হইয়াছে), গোরক্ষপুরজেলার সোহগৌর (সরকারী-ভাণ্ডার-সম্বন্ধীয়) তাম্রফলক, বস্তীজেলার পিপ্রাওয়াতে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ এবং তক্ষশীলার

বৌদ্ধমঠ ও ধর্ম্মরাজিকাস্তূপ এবং বিহারান্তর্গত নলন্দা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ এবং পাটলিপুত্র, সাঁচী, এলিফ্যাণ্টা, মহাস্থানগড় (পৌণ্ড্র-বর্দ্ধন-বগুড়া জেলায়), বিজয়নগর (বেল্লারী-জেলায়), পাহাড়পুর (গয়ার নিকটে) প্রভৃতির বাস্তুশিল্প এবং বারেন্দ্র-অনুসন্ধানসমিতি আবিষ্কৃত প্রত্নতত্ত্ব এবং হুগলি জেলান্তর্গত মহানাদের শক কিম্বা ইউ-চি কিম্বা কুষাণবংশীয় (পুরুষপুরের অথবা Peshwarএর) বৌদ্ধসম্রাট্ কনিষ্কের (১২০ খৃঃ) পুত্র (?) হুবিষ্কের এবং গুপ্তসম্রাট্ কুমারগুপ্ত প্রভৃতির মুদ্রা-সম্বন্ধীয় প্রাচীনতত্ত্ব আমরা অবগত হইতে সক্ষম হইয়াছি এবং এই বিভাগ অনেক ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারী নিয়োগকরিয়া চাকরিপ্রার্থীর সংখ্যা হ্রাসকরিয়াছে এবং এই বিভাগের নিমিত্তই অনেক ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিৎ, প্রাচীন-মুদ্রা-এবং-লিপিবিশারদ এবং বিভিন্নজাতীয় (বাস্তু, মূর্ত্তি, চিত্র ইত্যাদি) কলা-(আর্ট-কলা, গাছ-কলা নয়)-বিশারদ মহোদয়গণের প্রতিভা জগৎকে মুগ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের গবেষণাসমূহ অনেক মুদ্রাযন্ত্রসত্বাধিকারীকে প্রতিপালন করিতেছে। অধিক বাস্তুশিল্প-বিদ্যমানতা নিমিত্ত Smith-সাহেব বর্ণিত অধিক Hostile Criticism ও নিবারিত হইয়াছে।

আধুনিক যুগে দাক্ষিণাত্যে যে সনাতনী মহোদয়দিগের এবং হরিজনদিগের বিভিন্ন রাস্তায় গতায়াতের ব্যবস্থা আছে, ইহা হরিজন-দিগের অপমানসূচক ব্যবস্থা একেবারেই নয়। রাস্তাগুলি অপ্রশস্ত এবং দুই পার্শ্ব প্রস্তর ও কণ্টকপূর্ণ বলিয়া এবং গা ঠেকাঠেকি হইলে বিবাদ-বিসম্বাদ (breach of the peace) হইতে পারে, ইহা নিবারণ-করিবার জন্য এরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা কাশীতে বিশ্বনাথদেবকে স্পর্শ করিয়া গঙ্গাজল ও বিল্বদল দিয়া পূজা করিতে পারেন এবং হরিজনেরা দুইশত হাত দূর হইতে

তাঁহাকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিতে পারেন, এই ব্যবস্থা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা হরিজনদিগের উপকারের জন্যই করিয়াছেন। শিলারূপী শীতল শিবলিঙ্গকে স্পর্শ করিয়া এবং **Bacillus-influenza, Pneumococcus, Streptococcus, B. Friedlander, Micro. Catarrhalis, B. Pseudodiphtheria, Staphylococcus, B. Coli** এবং **Strepto. Pyogenes**—ব্যাক্‌টিরিয়াপরিপূর্ণ গঙ্গাজল ঘাঁটিয়া কাশীতে ঠাণ্ডা লাগিয়া পাছে হরিজনদিগের সর্দ্দিকাশি হয়, তন্নিমিত্ত এ প্রীতিপূর্ণ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তত্রাচ আমরা কায়স্থ-সভাকে অনুরোধ করিয়াছি যে তাঁহারা আলিগড় হইতে বাটী আসিবার সময়ে যেন কাশীর সনাতনীমহোদয়দিগের নিকটে দরখাস্ত করিয়া হরিজনমহাশয়দিগের নিমিত্ত বিশ্বনাথদেব-মন্দিরপ্রবেশ এবং বিশ্বনাথদেবস্পর্শ অনুমতিপত্র যোগাড় করিয়া দেন।

আমরা **incidentally** (প্রসঙ্গক্রমে) বলিতে পারি যে **Streptococcus** এর সামাজিকতা এবং উদারতা প্রশংসনীয় এবং অনুকরণীয়। **Asthma, Carbuncle, Rheumatism, Cellulitis, Filaria, Influenza, Catarrh, Colitis, Eczema, Erysipelas, Urethritis, Tuberculosis, Otorrhoea, Puerperal Septicaemia, Pyorrhoea** প্রভৃতি অধিকাংশরোগের সহিত **Streptococcus** সৌহার্দ্দ্যসূত্রে আবদ্ধ। **Streptococcus**-মহোদয়ের নিকট সনাতনী মহাশয়দিগের শিখিবার অনেক জিনিষ আছে, কারণ **Streptococcus** অধিকাংশ রোগ-জাতিকে ঘৃণা করেন না এবং তাঁহাদিগের প্রতি পরমাত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করেন; ইনি অস্পৃশ্যতা-বিরোধী এবং অধিকাংশ জাতির রোগকে সর্ব্বদা স্পর্শকরিয়া অবস্থান করেন। এরূপ মহানুভবতা জগতে বিরল।

আমাদিগের ভাবী ভারতবর্ষের ইতিহাসের তথ্যের আর দৃষ্টান্ত

দিয়া এই পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধিকরিব না। কিন্তু পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতে হইলে ছাপান ইত্যাদির জন্য নাকি অনেক 'কাঠখড়ের' (টাকা, অধ্যবসায়, ইত্যাদির) আবশ্যকতা হয়, শুনিয়া, আমরা এই কার্য্যে একবার অগ্রসর হইতেছি, পুনরায় পশ্চাৎপদ হইতেছি।

আমাদিগের উপরিলিখিত মন্তব্যগুলি হইতে অনুমিত হইবে যে যদিও বর্ত্তমান বিদ্বান্ ঐতিহাসিকেরা আমাদিগের ঐতিহাসিক তথ্য accept (গ্রহণ) করিতে অসম্মত হন্, তাঁহাদিগের স্বীকার করিতেই হইবে যে আমাদিগের সাম্প্রদায়িক একতাস্থাপনের ঐকান্তিক অভিলাষের নিমিত্ত আমরা 'একটু আধটু' ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তন করিয়াছি। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে তাঁহাদিগের রচিত ইতিবৃত্তে হিন্দু, মুশলমান এবং ইংরাজ-শাসন-Period এর বিষয় যাহা তাঁহারা লিখিয়াছেন বা লিখিতেছেন, তাহা কি, তাঁহারা (যদি হিন্দু হন্) দক্ষিণ হস্তদ্বারা নারায়ণ-শিলা কিম্বা শিবলিঙ্গ-স্পর্শপূর্ব্বক এবং বামহস্ত গঙ্গাজলে ধৌতপূর্ব্বক ('পৈতা' ধরিয়া যদি ব্রাহ্মণ কিম্বা বৈদ্য কিম্বা বর্ম্মোপাধিযুক্ত কায়স্থ হন্) নিজের বুকের (ঠিক heart এর) উপর ন্যস্ত করিয়া বলিতে পারেন, যে যাহা তাঁহারা তাঁহাদিগের ইতিহাসে লিখিয়াছেন কিম্বা লিখিতেছেন তাহা 'অকাট্য' সত্য ভিন্ন আর কিছুই নয় এবং তাঁহারা কিছুই গোপন কিম্বা পরিবর্ত্তন করেন নাই কিম্বা করিতেছেন না।

(ঙ) আমাদিগের পল্লীগ্রামগুলির অবস্থা যেরূপ হইয়াছে তাহার উন্নতি কি করিয়া হইতে পারে, কৃষকেরা এবং শিক্ষিত যুবকেরা অনশনের হস্ত হইতে কি করিয়া নিষ্কৃতি পাইতে পারেন, কি করিয়া ম্যাল্যারিয়া, কলেরা, প্রভৃতি রোগ সহজে দেশ হইতে দূরীভূত হইতে পারে, কি

করিয়া স্বাস্থ্যের এবং কৃষির শত্রু কচুরীপানা অল্পব্যয়ে নষ্ট হইতে পারে এবং সাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, কি করিয়া কম খরচে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে, কি করিয়া নিম্নবঙ্গে লম্বা আঁশযুক্ত তূলা (longstaple cotton) উৎপন্ন হইতে পারে, কি করিয়া চরকার এবং হস্তচালিত তাঁতের উন্নতিসাধন হইতে পারে, কি করিয়া অন্যান্য শিল্প অল্প মূলধনের সাহায্যে পল্লীগ্রামে স্থাপিত হইতে পারে, কি করিয়া 'মজা' খাল ইত্যাদির সংস্কার হইতে পারে, কি করিয়া গ্রামগুলির জলকষ্ট দূরীভূত হইতে পারে, কি করিয়া সহজে পল্লীগ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার হইতে পারে এবং জল 'নিকাশ' হইতে পারে, কি করিয়া স্ত্রীলোকের উপরে অত্যাচার নিবারিত হইতে পারে, কিরূপ শিক্ষাদ্বারা যুবকদিগের শরীরের, বুদ্ধির ও চরিত্রের উন্নতি হইতে পারে এবং তাঁহারা জীবিকা-অর্জ্জনে সক্ষম হইতে পারেন, কি উপায় অবলম্বনকরিলে উৎকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তকগুলি নির্ব্বাচিত হইতে পারে, কি উপায় অবলম্বনকরিলে পল্লীগ্রামগুলিকে পুনরায় জনবহুল করিতে পারা যায়, কি করিয়া ভেজালদ্রব্য সহজেই ধরা যাইতে পারে, প্রস্তুত-প্রণালীর কিরূপ উৎকর্ষ সাধনকরিলে সকল বিদেশীয় ও দেশীয় চিকিৎসকেরা বঙ্গদেশে প্রস্তুত ঔষধ, তূলা, ব্যাণ্ডেজ, ইন্‌জেক্‌শানের ঔষধ আগ্রহের সহিত ব্যবহার করিতে পারেন, কি করিয়া বহুবিধ দেশীয় গাছ-গাছড়া হইতে ভাল Allopathic ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে, কি করিয়া হিন্দুদিগের বিবিধ শ্রেণীর এবং হিন্দু ও মুশলমানের একতা সম্পাদিত হইতে পারে, এই সকল গবেষণাতে আমাদিগের আইন-সভার সভ্য, চিকিৎসক, ব্যবহারা-জীব, এঞ্জিনীয়ার, ব্যবসায়দার, জমিদার, শিক্ষক, সাহিত্যিক, ঐতি-হাসিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং অর্থনীতিবিদ্দিগের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। কৃত্তিবাসের তরকারীতে কতগুলি লঙ্কা

দেওয়া হইত যাহার জন্য তাঁহার যুদ্ধের বাদ্য ইত্যাদির বর্ণনা এত উত্তেজনাপূর্ণ হইয়াছিল; কালিদাস (অন্যনামে) প্রথমে উজ্জয়িনীতে জন্ম-গ্রহণ করিয়া, সেই মুহূর্ত্তে কাশ্মীরে ভূমিষ্ঠ হইয়া, আবার সেই মুহূর্ত্তেই নবদ্বীপের নিকটে জন্মিয়া তাঁহার মাতৃদেবীকে বঙ্গভাষায় 'ওমা' বলিয়া ডাকিয়াছিলেন কিনা এবং নিজের হিন্দুস্থানী নামটা বাঙ্গালার 'কালিদাস' নামে পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন কিনা (লেখকের **Kālidāsa and Vikramāditya p. 471**), চৈতন্যদেব একই মুহূর্ত্তে, কাছাকাছি দুইটী নবদ্বীপে জন্মিয়াছিলেন কিনা; Seance-দ্বারা স-সহধর্ম্মিণী চণ্ডীদাসমহাশয়কে কিম্বা চণ্ডীদাসমহাশয়দিগকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহার কিম্বা তাঁহাদিগের 'সত্যিকার' পদগুলি আমাদিগকে বলিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করা সম্ভব কিনা; আর্য্যজাতি বাহির হইতে ভারতে আসিয়াছিলেন না ভারতের মাটি ফুঁড়িয়া বাহির হইয়াছিলেন; কোন বাগ্‌দীজাতীয় ব্যক্তি যদি গঙ্গাজল আনিয়া দেন তাহাতে দেবতার পূজা হয় কিনা; কর্ম্মস্থানে অতিশয় তৃষ্ণা পাইলে অব্রাহ্মণ দ্বারা স্পৃষ্ট জল ব্রাহ্মণের খাওয়া উচিত কিনা, অথবা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরিয়া যাওয়া শ্রেয়স্কর কিনা; মঙ্গল (Mars) এর অধিবাসীরা পৃথিবীর লোকদিগের ব্যবহার দেখিয়া যখন ক্রন্দন করেন, তাঁহাদিগের চক্ষুর জলে spectroscopic এবং chemical constituents কি কি থাকে এবং পার্থিব অশ্রুর সহিত ইহার কি সাদৃশ্য; যদি সভ্যজাতিরা সম্পূর্ণরূপে অস্ত্রত্যাগ করেন, তাহা হইলে বঁটীর অভাবে কি করিয়া আমাদিগের 'আনাজ' ও মাছ 'কোটা' হইবে; টেবিল, এনামেলের গ্ল্যাস্, ঔষধের শিশি এবং Wall-calendar বাজাইলে বিভিন্ন Vibrationএর কিরূপ রূপ হইবে, প্রত্যেক জাতীয় Vibration (কম্পন) এর crest (শীর্ষ) হইতে crest পর্য্যন্ত কত দূরত্ব এবং কত frequency (সংখ্যা) হইবে;

পবিত্র গোময়ের antiseptic (পচন-নিবারক) এবং germicide (জীবাণু-নাশক) property (গুণ) আছে কিনা এবং যদি থাকে, তাহা কতদিন থাকে এবং তখন ইহার external এবং internal therapeutic effects কি এবং dose কত (পল্লীগ্রামে যকৃতের রোগে 'চোণা'-পানের প্রচলন এখনও আছে) এবং যদি কোন শুচিব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি 'অজ্ঞাতসারে' কোন অস্পৃশ্য-স্পৃষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ কিম্বা পান করিয়া পাপপঙ্কে নিমগ্ন হন, পবিত্র গোময় হইতে প্রস্তুত 'Bi-antitouchability-phage—3 c. c.' ঔষধের ছয় ampoule-পরিমাণ oral-administration-দ্বারা প্রয়োগ-পূর্ব্বক তাঁহাকে বিশুদ্ধ করিয়া মোক্ষ-লাভের উপযোগী করা যায় কিনা; Romulusএর সময়ে Last Will and Testamentএর আকৃতি কিরূপ ছিল; Corpus Juris Civilis, Blackstone এবং মনুস্মৃতি মিশাইয়া একটী entente cordiale করিলে বিচারের সৌকর্য্য হয় কিনা; ভারতবর্ষের পক্ষে স্বর্ণমান (Gold Standard), রৌপ্যমান, নিকেলমান এবং তাম্রমানের ভিতর কোন্ মান অধিকতম উপযোগী এবং সেই মান অবলম্বনকরিলে, ভারতের কত মান বৃদ্ধি হইবে; এক শিলিং ছয় পেন্স—Ratio-বাদীর এবং এক শিলিং চার পেন্স—Ratio-বাদীর বিবাদ Compromiseদ্বারা অর্থাৎ Ratioকে এক শিলিং পাঁচ পেন্সে পরিণত করিয়া মিটান যায় কিনা; বাজারে আসল টাকার সহিত এত মেকী টাকা চলিতেছে, ইহার জন্য দ্রব্যসকলের মূল্যের appreciation (বৃদ্ধি) হইতেছে কিনা; টাকার দর বৃদ্ধি হওয়াতে সমস্ত জিনিষের মূল্য হ্রাস হইয়াছে, কিন্তু কোন্ অর্থনৈতিক নিয়ম (law) অনুসারে পাত্রের (ঘটী, বাটী, পাত্রের নয়, বিবাহার্থি-পাত্রের) দাম কমে নাই;[১] Ontology এবং

১। ১৬ই নভেম্বর, ১৯৩৩র আনন্দবাজার-পত্রিকাতে লিখিত হইয়াছে যে বরিষাল

Epistemology পাঠপূর্ব্বক দেনাগুলিকে phenomenaয় পরিণত করিয়া এবং পৃথিবীতে ত্যাগকরিয়া এবং টাকা, বাড়ী, গাড়ী প্রভৃতিকে noumena করিয়া স্বর্গে লইয়া যাওয়া যায় কিনা; অথবা অভেজাল (Pure) এবং ভেজাল (Mixed) অঙ্কবিদ্‌গণ Projectile-ether-planeএ আরোহণ করিয়া একটী Mathematical Excursion-ব্যপদেশে চন্দ্র হইতে এক কলসী সুধা আহরণকরিয়া তাঁহাদিগের বন্ধুবর্গকে অমর করিতে পারেন কিনা; গবেষণা-শব্দের ব্যুৎপত্তি (derivation) 'গো+এষণা (অভিলাষ, অন্বেষণ—ইষ্‌+অনট্‌+আ)' কিনা এবং ইহার অভিধা "গরুর অন্বেষণ" এবং সময় বিশেষে ব্যঞ্জনা ও লক্ষণা "নিজের গরু হারাইয়া যাইলে, পরের গরু ধরিয়া আনিয়া, নিজের গরু বলিয়া পরিচয় দিয়া তাহার দুগ্ধ-বিক্রয়" কিনা— এইরূপ research কিম্বা সহরে বসিয়া 'ওজস্বিনী' ভাষায় বক্তৃতা এবং পরে লঘু-জলযোগ দ্বারা দেশের বিশেষতঃ পল্লীগ্রামের—কোন উপকার হইবে না। ইহা অপেক্ষা প্রতি রবিবারে এবং অন্য ছুটীর দিনে কার্য্যস্থানের নিকটস্থ কোন পল্লীগ্রামে গমন করিয়া দুই তিন ঘণ্টা দা কিম্বা কাস্তেদ্বারা ইহার জঙ্গলপরিষ্কারে কিম্বা ইহার অজ্ঞ অধিবাসিগণের সহিত colloquium অর্থাৎ কথাবার্ত্তা দ্বারা তাঁহাদিগের অজ্ঞতাদূরীকরণ কার্য্যে নিযুক্ত হইলে কিম্বা ম্যাল্যারিয়া-মশকনাশক ত্রিচোকী (Panchase) কিম্বা Barlues কিম্বা Gambusia মৎস্য (১৯৩৩, ৭ই

জেলার গৈলাগ্রামে গত পূজার সময়ে কুমারীগণ সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে পণ-লওয়া ছেলেদিগকে তাঁহারা বিবাহ করিবেন না এবং আবশ্যকতা হইলে তাঁহারা চিরকুমারী থাকিবেন। কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর স্বাস্থ্যবিভাগের ১৯৩১-৩২ সালের রিপোর্টে (the Amritabazar, the 3rd December, 1933) প্রকাশ যে পুরুষের তিনগুণ স্ত্রী ক্ষয়কাশরোগের নিমিত্ত কলিকাতায় মরিতেছেন। এইরূপ চলিলে বরেরই কন্যাকে পণ দিতে হইবে।

ডিসেম্বারের অমৃতবাজার ও আনন্দবাজারপত্রিকা দেখুন) পল্লীগ্রামের অবরুদ্ধ জলাশয়ে ছাড়িয়া দিলে কিম্বা কিছু কেরোসীন এই সকল জলাশয়ের ধারে ধারে ঢালিয়া দিলে দেশের অধিকতর উপকার সাধিত হইবে। বঙ্গের পল্লীগ্রামগুলির—বিশেষতঃ নিম্নবঙ্গের পল্লীগ্রামগুলির—অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছে যে যে প্রকারেই হউক না কেন, সেই সকল গ্রামের উন্নতির জন্য কোন কার্য্য করিতে পারিলে, তাহা মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হইবে। কেবল সহরে, জেলার সদরে এবং মহকুমার সদরে বক্তৃতা এবং magic lantern ইত্যাদি দ্বারা ক্ষণস্থায়ী demonstration-সাহায্যে প্রকৃত এবং স্থায়ী উপকার হইবে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সকলশ্রেণীর লোকের—সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, অর্থনীতিবিৎ, ব্যবহারাজীব, এঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়দার, কৃষিজীবী, চিকিৎসক, জমিদার প্রভৃতি সকলেরই পল্লীগ্রামগুলির ধ্বংস-নিবারণে এবং যুবকদিগের জীবিকা-অর্জ্জন-বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। তাঁহাদিগের অবসরসময়ে উপায় উদ্ভাবনকরিতে হইবে। তাঁহাদিগের বুঝিতে হইবে যে সাক্ষাৎ কিম্বা পরোক্ষভাবে তাঁহাদিগের বেতন কিম্বা আয় গ্রাম ও নগরের কৃষি এবং শিল্প-উন্নতির উপর নির্ভর করিতেছে। কোন কোন বৈজ্ঞানিক (সকলে নয়) বলেন তাঁহারা High Theory লইয়াই ব্যস্ত থাকিবেন এবং তাঁহারা Newton-প্রতিদ্বন্দ্বী Einsteinএর Relativity, Atomic and Molecular Spectra, Partial Differential প্রভৃতি লইয়া Colloquium অর্থাৎ ছাত্রবর্গের সহিত চর্চ্চা করিবেন, এবং বলেন যে তাঁহারা Practical Applicationএর ধার ধারিবেন না এবং Theory ব্যতীত আর কিছু সম্বন্ধে Amyl Colloid[1] দ্বারা তাঁহাদিগের চক্ষুকর্ণ আবরণপূর্ব্বক, Diethyl-malonyl-urea[2]

১. Collodion। ২ Veronal।

সেবন করিয়া অবস্থিতি করিবেন। কিন্তু আমরা জানি যে সর্ব্বদা তাঁহারা এরূপ মানসিক উচ্চস্তরে বাস করেন না। মাসের পয়লাতে বেতন-প্রাপ্তির দিনে, পুত্রকন্যাপ্রভৃতির অসুস্থতার সময়ে, চাউল, দাইল, পাঁউরুটী প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য এবং পরিধেয় বস্ত্র ক্রয়করিবার সময়ে এবং বাস, ট্র্যাম, রেল ইত্যাদিতে ভ্রমণের সময়ে তাঁহারা বেজায় **practical** হইয়া উঠেন। উচ্চশিক্ষা এবং প্রতিভার নিমিত্ত ইঁহারাই আমাদিগের বর্ত্তমান অবনতি এবং দারিদ্র-নিবারণের উপায়-উদ্ভাবনে সমধিক দক্ষ। সেই জন্য ইঁহাদিগকে আমরা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি যে অবসর পাইলেই তাঁহারা যেন তাঁহাদিগের হতভাগ্য দেশবাসীর বর্ত্তমান দুর্গতি-প্রতিষেধের উপায় নির্দ্ধারণকরিতে সচেষ্ট হন।

পূর্ব্বে আমরা **Mathematical Excursion**এর কথা বলিয়াছি। এক্ষণে **Excursion** (অর্থাৎ বহির্দৌড় অর্থাৎ বহির্ভ্রমণ) এর বহুল প্রচলন হইয়াছে। জন্তুবিৎ আলিপুরে, উদ্ভিদ্‌বিৎ শিবপুরে, সাহিত্য-বিৎ বীরভূমের কেন্দুবিল্ব, বর্দ্ধমানের শিঙ্গি, নদীয়ার ফুলিয়া প্রভৃতি গ্রামে **excursion** করিতেছেন। এখানে নবদ্বীপের নাম করিলাম না; কারণ গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগর-অঞ্চলে 'নবদ্বীপ-গমন' কলিকাতায় 'নিমতলা' প্রভৃতি গমনের অনুরূপ বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু দর্শনাচার্য্য মহাশয়েরাও বিখ্যাত দার্শনিক শঙ্করাচার্য্য-স্থাপিত বৃহৎ-গ্রন্থাগারসমন্বিত যোষীমঠে Christmas-এর ছুটীর সময়ে concession-ticket ক্রয়-করিয়া **excursion** করেন না কেন ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। বড়দিনের শস্তাটিকেট ক্রয় করিয়া অর্থনীতি, রাজনীতি (**Politics**), ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব এবং অন্যান্য তত্ত্ববিদ্‌মহোদয়গণ নেপাল ও তিব্বতের মাঝামাঝি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যবিভূষিত ঋষি-অধ্যুষিত আদর্শ আশ্রম-রাজ্য-দর্শন

এবং ইহার নানাবিধ তথ্য-সংগ্রহের নিমিত্ত গমন করিলে দেশের সমধিক মঙ্গল হয়। আমরা যখন হুগলী-কলেজের কার্য্য-ব্যপদেশে daily passenger ছিলাম, সেই সময়ে বাগবাজার-নিবাসী কাঁচরাপাড়া-রেলওয়ের একজন অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ কর্ম্মচারীর নিকটে 'ঋষিসঙ্ঘের' এই বাসস্থানের কথা শ্রবণকরিয়াছিলাম। তিনি আমাদিগকে তাঁহার একখানি পুস্তকও দেখাইয়াছিলেন। যদিও ইহা আমাদিগের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য হইয়াছিল, ইহা একটী দৈনিক ইংরাজী সংবাদপত্রের উচ্চ প্রশংসা অর্জ্জনকরিতে সক্ষম হইয়াছিল। গ্রন্থকারকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে সমালোচনাটী তিনি নিজেই লিখিয়া দিয়াছিলেন। আমাদিগের যতদূর স্মরণ আছে (কারণ বয়সবৃদ্ধির সহিত স্মৃতিশক্তির বিপর্য্যয় সংঘটিত হয়) এই মনোরম স্থানটী মানস সরোবরের দক্ষিণপূর্ব্বে এবং এভারেষ্ট পর্ব্বতের উত্তরপশ্চিমে, টৃসঙ্পো নদীর দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে পৌষমাসের শুক্ল প্রতিপদ হইতে ১লা মাঘ, উত্তরায়ণের দিন পর্য্যন্ত ঋষিসঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশন হয়। সেই সময়ে ঋষিমহোদয়েরা ভারতবর্ষের বিদ্বান্ এবং politicsবিৎ লোকদিগকে দর্শন (interview) দানকরেন। কিন্তু কেবল ১লা মাঘে উচ্চশিক্ষিত অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গকে দুইটী বস্তু দানকরেন—(১) স্পর্শমণি—ইহার স্পর্শদ্বারা ভাঙ্গা পিত্তল, aluminium, কাঁসা এবং লৌহ চব্বিশ-ক্যার‍্যাট খাঁটি স্বর্ণে পরিণত হয়; এবং (২) বিশুদ্ধ সোম-নির্য্যাস—ইহার শিকি কাঁচ্চা আধপোয়া ঈষদুষ্ণ খাঁটী গোদুগ্ধের সহিত প্রত্যূষে পান করিলে সার্দ্ধ-একাদশ-মাস ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকেনা এবং শরীর বলিষ্ঠ ও কর্ম্মক্ষম হয় এবং সেবনের অব্যবহিত পরমুহূর্ত্ত হইতেই চিত্ত আনন্দরসে আপ্লুত হয়। বৎসরের অবশিষ্ট অর্দ্ধমাসের কথা জিজ্ঞাসা করিলে ঋষিসঙ্ঘের সভাপতি নাকি বলিয়া-

ছিলেন যে মানব পূর্ণ এক বৎসর ক্ষুধা-তৃষ্ণা-দুঃখ-বিরহিত হইয়া থাকিলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-দুঃখ-শূন্যতার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেনা। সোমনির্য্যাস ঋষিমহোদয়দিগের প্রিয় পানীয়। তাঁহারা ইহাকে 'ত্বরিতানন্দ' আখ্যা প্রদানকরিয়াছেন। ইহা 'বিজয়া' অপেক্ষা ৫½গুণ অধিকতর শক্তিশালী।

এক্ষণে, সহৃদয় পাঠক, আসুন, আমরা পৃথিবীর মানদণ্ডস্বরূপ, কীচক-কূজিত, দেবদারু-সমাবৃত, কস্তুরিকা-আমোদিত, বিহঙ্গম-গীত-মুখরিত, স্বাস্থ্য-সুখ-শান্তি-বিরাজিত, সুগন্ধ-হৈয়ঙ্গবীন-উদ্দীপিত-পূত-হোমধূম-পরিব্যাপ্ত, ভগবদ্ভক্তি-উদ্রেকি-বেদগান-ধ্বনিত, ব্রহ্মোপাসনা-নিরত-ঋষিকুল-নিষেবিত তুষার-গৌর-শৃঙ্গ-শোভিত ব্যোমচুম্বি-নগরাজ-নিভৃত-কন্দর হইতে———বিপরীত-সার (anti-climax or bathos) অলঙ্কারানুমত—শৃগালকণ্টক (শেয়ালকাঁটা)-শঙ্খিনী (চোরকাঁটা)-শূকশিম্বী (আলকুশী)—আশ শ্যাওড়া-কালকাসুন্দা-কুক্কুরদ্রুম (কুকৃশিমা) পাষাণভেদী (পাথরকুচি)—বৃশ্চিকালী (বিছুটী) —ভাণ্ডার (ভাঁট)-কর্দ্দম-জলৌকা-শূককীট (শূয়াপোকা)-বন্যশূকর-শৃগাল-সর্প-গোব্যাঘ্র (leopard)-দলাদলি-মোকদ্দামা-ম্যাল্যারিয়া-সমাকীর্ণ,সাম্প্রদায়িক-ঝগড়া-ঝঙ্কৃত, ঘোঁড়দৌড়-কার্ণিভাল-চলচ্চিত্র-সমাকুল, দুই-হইতে-আট-পাশ সমন্বিত-চাকরি-বিহীন-যুবকবহুল, এবং বেতনপ্রাপ্তিমাত্র-ব্যয়কৃত, অর্দ্ধ-সিদ্ধ-অন্নব্যঞ্জন-গলাধঃকৃত, ট্রেণ-ট্র্যামাথবাবাসে-sardineবৎ-'প্যাকিত'-কিম্বা-বাদুড়বদ্বিলম্বিত, নভেলৈক-'পকেটী'কৃত, জ্ঞাতাজ্ঞাত-বিষয়-সমালোচনাভ্যস্ত, ফুটবলালোচনায়-হাতাহাতি-উদ্যত রথ্যা-উত্তরণ-কালে-তড়িদ্‌যান-শঙ্কিত, Neurasthenia-গ্রস্ত attendance-register-ত্রস্ত, typing-precis-note-account-objection-সিদ্ধহস্ত লেখক-নিষেবিত এবং দারিদ্র-কুসীদজীবি-নিপীড়িত পানাপুকুর-স্নাত, দৈনিক-

জ্বর-বিকম্পিত প্লীহা-যকৃদুদর-সমন্বিত কৃষককুল-অধ্যুষিত, prosaic ভীতিবিহ্বল, নিরানন্দ, নিরুৎসাহ নিম্নবঙ্গে অবতরণ করি।

বঙ্গের যুবকদিগকে কেবল বলিলে চলিবে না—'Go back to the village'-'গ্রামে ফিরিয়া যাও'। গ্রামগুলি বাসোপযোগী করিতে হইবে। শিক্ষিত যুবকদিগের অনেকে গ্রামে যাইতে উৎসুক, কিন্তু প্রথমতঃ সেই স্থানসকলকে তাঁহাদিগের বাঁচিয়া থাকিবার মত স্বাস্থ্যকর করা আবশ্যক এবং দ্বিতীয়তঃ সেই স্থানগুলিকে তাঁহাদিগের জীবিকার্জ্জনউপযোগী করা আবশ্যক। তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে, "যুবকগণ, আমাদিগের সহিত এস, কিছুকাল আমাদিগের সহিত এই গ্রামে বাস কর; আমরা দেখাইয়া দিব কি করিয়া কৃষি এবং নানাপ্রকার শিল্পদ্বারা তোমরা জীবিকার্জ্জন করিতে পার। কিন্তু তোমাদিগেরও অসহযোগ মনোবৃত্তি (spirit of noncooperation) পরিত্যাগকরিতে হইবে। গভার্ণমেণ্ট এবং বিভিন্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুশলমানদিগের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতে হইবে। প্রথমে কেবল নিজের গ্রাস-আচ্ছাদন আশা করিতে পারে। গোড়া হইতে হাতে কলমে কার্য্য করিতে করিতে শীঘ্রই এইরূপ সময় আসিবে যে সংসার-প্রতিপালনের মত অর্থ উপার্জ্জনকরিতে পারিবে।"

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের, ২২শে নভেম্বারের অমৃতবাজার-পত্রিকাতে মুর্শিদাবাদ জেলায় নশীপুরের জমিদার রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণসিংহ বাহাদুরের বদান্যতা পাঠকরিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। তিনি শিক্ষিত যুবকদিগকে চাষের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলাতে এক হাজার বিঘা উর্ব্বর জমি (প্রত্যেক যুবককে ষোল বিঘা করিয়া প্রথম তিন বৎসর বিনা খাজনায়, তাহার পরে বিঘাপ্রতি বার আনা খাজনায়) দিবেন বলিয়াছেন।

যদি অপর কেহ যুবকদিগকে সাহায্য না করে, আশাকরি তাঁহারাই নিজেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পল্লীগ্রামে যাইয়া জীবিকার্জ্জনে সচেষ্ট হইবেন। 'চাকরীর' সংখ্যা অল্প। নানাকারণে বর্ত্তমান চাকরীর সংখ্যা আরও হ্রাস পাইতেছে। অনেক প্রথম শ্রেণীর প্রথম এম. এ. এবং বিলাত প্রত্যাগত উচ্চ-ডিগ্রীপ্রাপ্ত যুবক সহরে বসিয়া আছেন। সেইজন্য যুবকদিগের পল্লীগ্রামে যাইয়া জীবিকা-অর্জ্জনের চেষ্টা করা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নাই। তাঁহাদিগের পল্লীগ্রামে যাইয়া তিনপ্রকারে জীবিকা-অর্জ্জন করিতে হইবে—(১) ধান্য, গম, পাট ইত্যাদি উৎপাদন, (২) তরকারী, তুলা, কলা, পেঁপে, বেল, বাঁশ, হলুদ, আম্র, কাঁঠাল, সেগুনগাছ, নারিকেল, কবিরাজী গাছ-গাছড়া ইত্যাদির বাগান তৈয়ারী করা (৩) ক্ষুদ্র শিল্প—সেলাই, নিব ও ষ্টীলপেনের হ্যাণ্ডেল-নির্ম্মাণ, ছুতারের কার্য্য, রাজমিস্ত্রীর কার্য্য, চর্ম্মের কার্য্য, সাবান, ছুরী, কাঁচি, বাক্সের কল, কুলুপ, দা ইত্যাদি তৈয়ারী, সূতাকাটা, কাপড়, গেঞ্জি ও মোজা-বোনা, দর্জ্জির কার্য্য প্রভৃতি। তাঁহারা যদি চাকর কিম্বা দৈনিক মজুর নিযুক্ত করেন, তাহা হইলেও তাঁহাদিগের এই মজুরদিগের সহিত কার্য্য করিতে হইবে। 'মনিব' নিজে কার্য্য করিতেছেন দেখিলে চাকর কিম্বা মজুর সহজে ফাঁকি দিতে পারিবে না। দুই বেলা কার্য্য, যেস্থানে সম্ভব, করিতে পারিলে ভাল হয়—প্রাতে ৪ ঘণ্টা, অপরাহ্নে ৩ ঘণ্টা। কেবল চাকর কিম্বা মজুরের উপর নির্ভর করিলে আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইবে। কোন কার্য্যের জন্য বেশী লোক লাগান আবশ্যক হইলে, শ্রমবিভাগ (division of labour) দ্বারা অধিকতর কার্য্য হইতে পারে। ধরুন একটা বড় বাগানে বেড়া দিতে হইবে। দুইজন বাঁশ কাটিতে লাগিল। দুইজন বাঁশ বহিয়া বাগানে লইয়া আসিতে লাগিল। দুইজনে সেইগুলি চিরিতে

লাগিল। দুইজন কচা কাটিয়া কচা পুঁতিতে লাগিল এবং দুইজনে বেড়া বাঁধিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি না থাকিলে দুইজন মজুর লইলে তাহাদিগকে প্রথমে বাঁশ কাটাইয়া, তাহার পর বাঁশ চেরাইয়া, তাহার পর কচা কাটাইয়া, তাহার পর কচা পোঁতাইয়া, তাহার পর বেড়া বাঁধাইতে পারা যায়। নারিকেল-দড়ির (কাতার) পরিবর্ত্তে কঞ্চি দিয়া বেড়া বাঁধিলে কাতার দাম বাঁচিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে নিজেও কার্য্য করা উচিত। জীউলীর মোটা কচা ও তারের বেড়াতে প্রথমে কিছু বেশী খরচ হয় বটে, কিন্তু পরে বাঁশ ও দড়ির বৎসর বৎসর 'সাশ্রয়' হয়।

কেহ কেহ বলেন যে পল্লীগ্রামে চাষের জমি সহজে মেলে না এবং শস্য-উৎপাদনের উপযুক্ত অধিকাংশ জমি প্রায়ই বিলি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক গ্রামে অনেক পতিত জমি আছে এবং অনেক বড় বড় আম্রবাগান আছে। এই সকল গাছগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট হওয়াতে এবং সংস্কার-অভাবে অধিকাংশ স্থলে আশানুরূপ ফল উৎপাদনকরে না। পল্লীসংগঠন-সমিতির উচিত গভার্ণমেণ্টের সাহায্যে এই সকল জমি এবং বাগান acquire করিয়া কৃষিকার্য্য-করণেচ্ছু যুবকদিগের ভিতরে অল্প খাজনায় বিলি করিয়া দেওয়া।

এই আম্রবাগানগুলির গাছ কাটিয়া তক্তা করিতে পারা যায়। যদি এই আম্রবাগানগুলি রাখিতেই হয়, তাহা হইলে প্রথমতঃ 'টক্' আম্রের গাছগুলি কাটিয়া ফেলা আবশ্যক। যদি ইহাতেও বাগানের গাছ পাতলা না হয়, আরও গাছ কাটিয়া ফেলা আবশ্যক। প্রত্যেক বৎসর গোড়া খোঁড়াইয়া উপযুক্ত সময়ে সার ইত্যাদি দেওয়া আবশ্যক।

(চ) পল্লীসংগঠনের এবং প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তৃতির জন্য অর্থ আবশ্যক। নূতন কর দিবার ক্ষমতা প্রজাদিগের নাই। ধান্যের,

পাটের এবং অন্যান্য ফসলের মূল্যের সমধিক হ্রাসের জন্য, ম্যালেরিয়া, কলেরা, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগের বারংবার আক্রমণের নিমিত্ত, বন্যা প্রভৃতি আধিদৈবিক বিপদের জন্য কৃষককুল দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন এবং অর্থাভাবের নিমিত্ত আবশ্যকীয় খাদ্য, বস্ত্র ও ঔষধ ক্রয় করিতে, বিদ্যালয়ে পুত্রের মাহিয়ানা দিতে, ঘর ম্যারামত করিতে, জমিদারের খাজনা দিতে এবং মহাজনের সুদ দিতে সমর্থ হইতেছেন না। ইহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে তাঁহাদিগের আর নূতন করভার সহ্য করিবার ক্ষমতা নাই। গভার্ণমেণ্টই বা কোথা হইতে পল্লীসংগঠনের উপযোগী অর্থ সংগ্রহকরিতে সমথ হইবেন? কেবল একটী উপায় আছে গভার্ণমেণ্টের সমস্ত বিভাগের ব্যয়সঙ্কোচ। সমস্ত সরকারী বিভাগের এবং গভার্ণমেণ্ট-অর্থসাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারী বিভাগের অনাবশ্যকীয় পদগুলি তুলিয়া দিতে পারিলে এবং আবশ্যকীয় পদের মোটা বেতনগুলি হ্রাস করিতে পারিলে অর্থাগমের সম্ভাবনা আছে। এ কার্য্যে আমাদিগের দেশবাসী সরকারী এবং বেসরকারী কর্ম্মচারীদিগের আপত্তি করা উচিত নয়। তাঁহাদিগের মনে রাখিতে হইবে যে তাঁহাদিগের অনেক দেশবাসীর দুইবেলা অন্ন যুটিতেছে না। কেবল এই সকল সরকারী ও বেসরকারী ভদ্রলোকের ত্যাগস্বীকার করিলেই পল্লীগঠনকার্য্যের উপযুক্ত অর্থসংগ্রহ হইবে না। বড় বড় ডাক্তার, জমিদার, কবিরাজ, শিক্ষক, উকিল, ব্যারিষ্টার, এঞ্জিনীয়ার, ব্যবসায়দার প্রভৃতির অর্থাৎ দেশের সমস্ত ধনবান্ ব্যক্তির ত্যাগস্বীকারের (মাসিক কিম্বা বার্ষিক অর্থ-সাহায্যের) সময় উপস্থিত হইয়াছে। যেরূপ শক্ত রোগ হইয়াছে, তাহার তদ্রূপ ঔষধেরও ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিহারের মন্ত্রী মান্যবর সার গণেশদত্ত সিংহের মত এবং তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর ধনবান্ ব্যক্তিও আমাদিগের ভিতরে আছেন। তাঁহারা কি মান্যবর সিংহমহাশয়ের দানশীলতার অনুকরণ

করিয়া দেশবাসীর দুঃখ দূর করিতে পারেন না? অমৃতবাজারে (মঙ্গলবার, ১৪ই নভেম্বার, ১৯৩৩) লিখিত আছে যে মান্যবর সিংহ মহাশয় পাটনা-বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

"It may be recalled in this connexion that twelve years ago when he took up the ministry in the teeth of opposition, he promised to devote three-quarters of his salary to educational and charitable purposes."

The Amritabazar, the 13th Dec, 1933.

SIR GANESH DUTT

Lives On Rs. 834 Out Of His Salary

(From our own correspondent.)

PATNA, Dec. 12.

Sir Ganesh Dutt Singh Minister, Local Self-government, has just made over Rs. 10,000 towards the building of a child-welfare-centre at Patna over and above Rs. 3,50,000 that he has already given away out of his salary earned as Minister.

His latest contribution represents three-fourths of the actual salary earned by him during eight months ending December. It may be recalled that Sir Ganesh Dutt has been

giving away ever since he became Minister threefourths of his actual salary earned after deducting house-rent, income-tax and surcharge.

It may be added that the net amount left to him for his own uses out of a salary of Rs. 4,000 *per* month is Rs. 834 only."

গ্রামের অধিবাসীদিগেরও যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করিতে হইবে। সাধারণতঃ জঙ্গলপরিষ্কারের এবং জলনিকাশের কার্য্য যাঁহার জমিতে জঙ্গল হইয়াছে কিম্বা যাঁহার জমিতে জল জমিয়া থাকে কিম্বা যাঁহার পুষ্করিণীতে কচুরীপানা প্রভৃতি আছে, তাঁহাকে করিতে হইবে। তিনি অপারগ হইলে জমিদারের এই কার্য্যকরা কর্ত্তব্য। যখন জমির অধিকারী কিম্বা জমিদারের দ্বারা এই কার্য্য করা সম্ভব হইবে না তখন গ্রামসমষ্টি-সমিতির এই কার্য্য করা উচিত। যাঁহাদিগের জমিতে জঙ্গল হইয়াছে, তাঁহারা জঙ্গল কাটাইতে সক্ষম হইলেও যদি তাঁহারা না কাটান্, তাঁহাদিগকে জঙ্গল কাটাইতে বাধ্য করিবার আইন যদি না থাকে, এরূপ আইন গভার্ণমেণ্টের প্রণয়নকরা বিধেয়। দোকানদারদিগের উচিত টাকা প্রতি এক পয়সা কিম্বা দুই পয়সা ক্রেতাদিগের নিকট হইতে লইয়া এই সমিতিকে সাহায্যকরা। অনেকস্থানে এইরূপ অর্থ (বৃত্তি) তুলিয়া বারোয়ারী-পূজা নিষ্পন্ন হয়। দেওঘরে মাড়োয়ারী-দোকানদারগণ গোশালার নিমিত্ত টাকায় এক পয়সা করিয়া বৃত্তি লন্। কলিকাতার আম্রপোস্তায় প্রত্যেক ঝুড়ি আম্র বিক্রয়করার সময়ে বিক্রেতা পাঁচ আনা করিয়া বৃত্তি লন্। অন্নপ্রাশন, যজ্ঞোপবীত-ধারণ, শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে গৃহকর্ত্তাদিগের এবং

পুত্র-কন্যার বিবাহসময়ে কন্যাকর্ত্তা এবং বরকর্ত্তাদিগের যথাসাধ্য এই সমিতিকে অর্থসাহায্য করা উচিত।

কিন্তু এইরূপ সাহায্য তাঁহাদিগের ইচ্ছা এবং সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিবে। ইহাতে 'জোর জবরদস্তী,' করা বিধেয় নহে। বারোয়ারী পূজা কিম্বা ভাল যাত্রা ও কীর্ত্তনের আমরা বিরোধী নহি; কিন্তু এই সকল পূজা-উপলক্ষে খ্যামটা-নাচ, সহর হইতে আনীত থিয়েটার, বায়স্কোপ ইত্যাদিতে অযথা ব্যয় না করিয়া সেই অর্থ এই সমিতিগুলিকে দিলে বিশেষ উপকার হইবে। কৃষি ও শিল্প-বিদ্যালয়ে উৎপন্ন কিম্বা প্রস্তুত দ্রব্য-বিক্রয় হইতেও কিছু আয় হইবে। এই গ্রামসমষ্টিতে এবং সন্নিহিত গ্রামে জাত কিম্বা প্রস্তুত দ্রব্যের প্রদর্শনী কোন বারোয়ারী-পূজায় কিম্বা কোন মেলার সহিত সংযুক্ত করিতে পারিলে এবং নামমাত্র মূল্যের (মনে করুন্ এক আনার) প্রবেশ-টিকেট বিক্রয় হইতে সামান্য আয় হইতে পারে এবং গ্রামবাসীদিগের অনেক উপকার হইতে পারে। এই সকল প্রদর্শনীর সহিত স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীও সংযুক্ত করিলে ভাল হয়। কিন্তু দেখিতে হইবে এই সকল প্রদর্শনীর নিমিত্ত প্রলোভনপূর্ণ থিয়েটার, বায়স্কোপ, খ্যামটা-নাচ, জুয়াখেলা প্রভৃতি অনিষ্টকর বস্তুর সহর হইতে আমদানী না হয়।

কলিকাতার এই সকল ব্যসন-নিমিত্ত এবং ঘোঁড়দৌড় ও কার্ণিভাল সংসৃষ্ট জুয়াখেলার জন্য কত অর্থ যে নাশহয় তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ঘোঁড়দৌড় প্রভৃতিতে যাঁহারা বাজি রাখেন সাধারণতঃ তাঁহা-দিগের 'হারই' হয়, 'জিত' প্রায়ই হয় না। বাজিতে কিছু না হারিলে কিম্বা না জিতিলে যাঁহাদিগের পেটের ভাত হজম হয় না, তাঁহারা কলিকাতার অপর পারের কতিপয় ভদ্রলোকের অনুকরণ করিতে পারেন। ইঁহারা প্রত্যহই বিশেষতঃ ছুটীর দিনে অহিফেন-ভোজীর

অহিফেন-ভক্ষণের ন্যায় নিয়মমত একপ্রকার শাঁকো-নামক[১] তাসের ক্রীড়া করেন। ইহাতে এক পয়সার অধিক বাজি না রাখিয়া ইঁহারা ঘোঁড়দৌড়, কার্ণিভাল প্রভৃতিতে বাজী রাখার পিপাসা মিটাইয়া লন্। ইহাতে কোন কোন নিপুণ ভদ্রলোকের মাঝে মাঝে সপাঁচ আনা হইতে সাড়ে আট আনা পর্য্যন্ত দৈনিক আয়ও হয় এবং কাহারও লোকশান বেশী হয় না এবং উপরন্তু কার্ণিভালে ও ঘোঁড়দৌড়ের মাঠে যাতায়াতের গাড়ীভাড়া ইঁহাদিগের বাঁচিয়া যায় এবং পকেটকাটার হস্ত হইতে এবং টিকিট কেনা হহতে ইঁহারা নিষ্কৃতি পান। আমরা সকল বাজি-খোর ব্যক্তিদিগকে এই সংযত এক পয়সা-বাজিরক্ষক ভদ্রলোকদিগের অনুকরণ করিতে সাগ্রহে অনুরোধ করিতেছি। একটী কথা না বলিলে এই ভদ্রলোকদিগের প্রতি অবিচার করা হইবে। এই শাঁকো-খেলার anniversary-দিনে ইঁহারা এক পয়সা হইতে এক আনা পয্যন্ত বাজিরাখেন। ইঁহারা অতিশয় নিরীহ, কারণ শুনিলাম বাহিরের কয়টী লোক আসিয়া ইঁহাদিগের প্রাপ্য ত্রিশ চল্লিশ টাকা না দিয়া 'চম্পট' দিয়াছে। ইঁহাদিগের ভিতর বড় বড় আইনজ্ঞ লোক থাকিলেও এত টাকা আদায়ের ইঁহারা কোন চেষ্টাই করেন নাই।

আমরা পাঁচ বৎসর ধরিয়া প্রায় প্রত্যহ কলিকাতা হইতে হাওড়াতে আসিতেছি এবং দুইটী নগরের উন্নতি তুলনা করিবার সুবিধা পাইতেছি। হাওড়াতে কলিকাতার ন্যায় বায়স্কোপ বৃদ্ধিহইতেছে। কার্ণিভ্যালের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে দলাদলি অধিবাসিগণের সজীবতা প্রমাণকরিতেছে। রাস্তাসকল ম্যারামতের নিমিত্ত অনেকদিন ধরিয়া বন্ধ থাকিতেছে।

১. Bridge.

কেবল একটী বিষয়ে অর্থাৎ ঘোঁড়দৌড়ের মাঠের অভাবে হাওড়া কলিকাতার পশ্চাতে পড়িয়া আছে। কয়টী বিষয়ে হাওড়া কলিকাতাকে পরাস্ত করিয়াছে—হাওড়াতে যেরূপ asphaltএর সূক্ষ্মস্তরদ্বারা রাজপথের সংস্কার হয়, সেরূপ বর্ত্মশিল্প কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর শিখিতে অনেকদিন যাইবে। হাওড়া রথ্যাশিল্পের বিশেষত্ব এই যে একমাসের পরেই asphalt-আবৃত পথ পূর্ব্বের আকার ধারণকরে। বেলেলিয়স্ রোডে ইহা লেখক অনেকবার প্রত্যক্ষকরিয়াছেন। ইহাতে উপকার আছে, কারণ এরূপ রাস্তা থাকিলে মোটরগাড়ী ম্যারামত-ব্যবসার সম্যক্ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। প্রকারান্তরে ইহা unemploy-ment-problem solve করিতে সাহায্য করে। আমাদিগের একজন বাঁ্যাটরা-নিবাসী বন্ধু বলেন যে রাস্তা বেশি মসৃণ হইলে মোটরগাড়ির Speed সহজেই অধিক হয় এবং accident হইবার সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু রাস্তায় মাঝে মাঝে গর্ত্ত থাকিলে breakএর কার্য্য করে এবং sedentary স্বভাবযুক্ত মোটরযানারোহীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলির passive movement-নামক ব্যায়ামদ্বারা সমধিক উন্নতি সাধনকরে। (২) আর একটী বিষয়ে হাওড়া কলিকাতাকে পরাজিত করিয়াছে—রেলগাড়ী অধিবাসিগণের সুবিধার জন্য তাঁহাদিগের সদরদরজার সম্মুখ দিয়া নিয়ত গতায়াত করিতেছে এবং শিশুদিগকেও নানাপ্রকারে রেলের উপকারিতা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইতেছে। (৩) হাওড়ার অনাবৃত প্রায়ঃপ্রণালীগুলি চিকিৎসক-মহোদয়দিগকে অর্থার্জ্জনবিষয়ে সাহায্য করিতেছে। শুনিয়াছি পঞ্চাননতলা-রোডের একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তারের সদরদরজার নিকট ড্রেণের গন্ধ যত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে, সেই ratio-অনুসারে তাঁহার রোগীর সংখ্যাও বর্দ্ধিত হইতেছে এবং এইজন্য তিনি মিউনিসিপ্যালিটীকে প্রতিদিন অগণ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপনকরিতেছেন।

(১০) যৌথ-পরিবার (Joint family) প্রতিষ্ঠা (৯এর জন্য পৃঃ ৭৬ দেখুন)।

যৌথপরিবারের উপকারিতা আছে—(ক) অল্প আয়গুলি একত্রিত হইলে এবং একস্থানে ব্যয়হইলে সাংসারিক 'স্বচ্ছলতা' উৎপাদনকরে। বর্ত্তমান কালে জীবিকার্জ্জন একটি কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যৌথপরিবার-সংগঠন দ্বারা এই সমস্যার কথঞ্চিৎ মীমাংসা হইতে পারে। (খ) আপদে বিপদে যৌথপরিবারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ পরস্পরের সাহায্য পায়। স্ত্রীলোকদিগের বিশেষতঃ হিন্দুস্ত্রীর উপর যেরূপ অত্যাচার সাধারণতঃ পল্লীগ্রামে হইতেছে, হিন্দু যৌথপরিবার-দ্বারা ইহা কথঞ্চিৎ নিবারিত হইতে পারে। একটী সঙ্ঘবদ্ধ বৃহৎ যৌথ-পরিবারের মধ্য হইতে দুর্ব্বৃত্তেরা কোন স্ত্রীলোককে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে সাহস করিবেনা।

পূর্ব্বে আমাদিগের দেশে অনেক যৌথপরিবার ছিল। কলিকাতায় যাঁহাদিগের স্থায়ী বাস ছিল এবং যাঁহারা কলিকাতায় জীবিকার্জ্জন করিতেন, তাঁহারা এক পরিবারভুক্ত হইয়া প্রায়ই থাকিতেন। পল্লী-গ্রামে বাস করিলেও যাঁহারা জীবিকার্জ্জনের নিমিত্ত কলিকাতায় আসিতেন, তাঁহাদিগের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা পল্লীগ্রামে যৌথ-পরিবারের ভিতরে বাস করিতেন। পূজার ছুটী কিম্বা অন্যান্য দীর্ঘ ছুটীর সময়ে তাঁহারা দেশে যাইতেন; কিন্তু আমরা শুনিয়াছি কলিকাতাপ্রবাসী অনেক পুরুষের চরিত্র কলুষিত ছিল।

এক্ষণে নিম্নবঙ্গের পল্লীগ্রামগুলি অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে। অনেক পল্লীগ্রামে হাইস্কুল নাই। দুইটী সংসারের ব্যয়নির্ব্বাহ করাও অতিশয় কঠিন হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে পল্লীগ্রামের যৌথপরিবারের অন্তর্গত না থাকিয়া স্ত্রী, পুত্র, কন্যাসহ কলিকাতা কিম্বা অপর কোনও অপেক্ষাকৃত

স্বাস্থ্যকরনগরে জীবিকার্জ্জন নিমিত্ত বাস করা অসমীচীন নহে। অবশ্য যে যৌথপরিবারের ব্যক্তিবর্গ কলিকাতায় থাকিয়া জীবিকা অর্জ্জন করেন, তাঁহারা এক পরিবারভুক্ত হইয়া থাকিতে পারেন।

কলিকাতার ন্যায় নগরেও কোনও যৌথপরিবারের স্থায়ী বাস হইলেও, এই পরিবারের ব্যক্তিবর্গের একত্রবাস সর্ব্বদা সম্ভব নহে। মনে করুন এই পরিবারের একজন কলিকাতার সলিসিটর, একজন পূর্ণিয়ার উকিল, একজন বরিশালের সরকারী ডাক্তার এবং আর একজন সব্রহ্মভারত-ভ্রমণকারী Accounts-officer। ইঁহাদিগের বৎসরের মধ্যে দশবারদিন ব্যতীত একত্র বাস সম্ভব নয়।

ইহা ব্যতীত যৌথ-পরিবারের কতকগুলি অপকারিতাও আছে। যৌথ-পরিবার অলস প্রকৃতির ব্যক্তির আলস্যকে প্রশ্রয়দেয়। যৌথ-পরিবার স্বাধীন চিন্তা এবং স্বাবলম্বন কিয়ৎপরিমাণে ব্যাহত করে।

যৌথ-পরিবারের অন্তর্গত হইয়া থাকিতে হইলে পুরুষ ও স্ত্রীর স্বার্থত্যাগের আবশ্যকতা হয়। একটী দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্। ক, খ, ও গ তিন ভ্রাতা, সকলেই বিবাহিত। সকলেরই পুত্রকন্যা হইয়াছে। ক'র মাসিক আয় পঞ্চাশ টাকা, খ'র একশত টাকা এবং গ'র পাঁচশত টাকা। সকলেই কলিকাতায় থাকিয়া জীবিকার্জ্জন করেন। সমস্ত বিলাসিতা ত্যাগকরিলেও, মনে করুন, মাসিক তিনশত চল্লিশটাকার কমে এই পরিবারের আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহহওয়া সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে আত্মীয়তা অর্থাৎ ভ্রাতৃবৎসলতার জন্য এবং হিন্দুজাতির মঙ্গলের জন্য গ'র মাসিক ২৫০ টাকা, খ'র ৬০ টাকা এবং ক'র ৩০ টাকা যৌথপরিবারের ব্যয়ের জন্য দেওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ ক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইলে এই যৌথপরিবারের তত্ত্বাবধারণ-ভার তাঁহাকে দেওয়া কর্ত্তব্য। ক এবং খ'র মনে রাখা উচিত যে তাঁহাদিগের নিমিত্ত গ অনেক স্বার্থত্যাগ করিতেছেন।

ক, খ এবং গ'র প্রত্যেকের নিজের জন্য মাসিক কিছু সঞ্চয়করা আবশ্যক। পরস্পরের ভিতর এরূপ একটী লেখাপড়া করা উচিত যে সঞ্চিত ধন এবং তাঁহাদিগের স্ত্রীর গহনা ও বিবাহের যৌতুক ব্যক্তিগত সম্পত্তি। যে স্কুলে এবং কলেজে মাসিক ফি অল্প সেই স্কুলে এবং কলেজে এই যৌথপরিবারের বালক-বালিকার পাঠের খরচ যৌথ-টাকা হইতে দেওয়া উচিত। কিন্তু গ যদি তাঁহার নিজের সঞ্চিত ধন হইতে ভাল স্কুলে ও কলেজে তাঁহার পুত্রকন্যাকে পড়াইবার জন্য খরচ করিতে অভিলাষ করেন, তাহাতে ক ও খ'র আপত্তি করা উচিত নয়। ক এবং খ'র সামর্থ্য-অনুসারে তাঁহাদিগের সঞ্চিত ধন হইতে তাঁহাদিগের স্ত্রীর গহনা এবং কন্যার বিবাহের ব্যয়নির্ব্বাহ করা উচিত। অবশ্য কন্যার বিবাহের সময় গ যদি ক ও খকে কিছু অর্থ-সাহায্য করিতে পারেন তাহা হইলে ভাল হয়। মোটের উপর যৌথপরিবারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের চেষ্টা করা উচিত যে কোন কারণে মনোমালিন্য সৃষ্ট হইয়া এই পরিবারকে ধ্বংস না করে। যৌথপরিবারের আশ্রয়ে থাকিয়া কোনও পুরুষ কিম্বা স্ত্রীর অলসভাবে জীবনযাপন করা বিধেয় নহে।

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 'ব্যবসায়ী' নামক পুস্তক হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল—

"একান্নবর্ত্তী পরিবার—প্রকৃতি উদার এবং ক্ষমাশীল হইলে একান্নবর্ত্তী পরিবার খুব ভাল; কিন্তু সে রকম লোক সংসারে আজকাল প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং এই জীবন-সংগ্রামের দিনে একান্নবর্ত্তী পরিবারের অনিষ্টকারিতা সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। স্বার্থপরতার ভাব একটু দেখা দেওয়া মাত্রই পৃথক হইয়া পড়া উচিত। কর্ত্তাদের মধ্যে কেহ অমিতব্যয়ী কিম্বা কৃপণ হইলে অন্যদের পৃথক হওয়া কর্ত্তব্য। কলিকাতা-অঞ্চলের যৌথপরিবার-প্রথা পৃথগন্নপ্রথা অপেক্ষা

ভাল। বামুন, চাকর, তত্ত্ব এবং চাঁদা প্রভৃতির খরচ কম পড়ে। একের অর্জ্জিত বা সঞ্চিত সম্পত্তি অন্যে পায় না। একের ঋণের জন্য অন্য দায়ী হয় না। ভাতের খরচ একসঙ্গে; দুগ্ধ, জলখাবার, কাপড়, ডাক্তার প্রভৃতির খরচ পৃথক থাকে। তবে বিবাহ, শক্ত পীড়া প্রভৃতিতে একে অন্যের যথাসাধ্য সাহায্য করে। ভাতের টাকাও আয়-অনুসারে কম বেশী দিয়া থাকে।"

(১১) বড় যৌথ-কারবার (**Joint-stock Company**) স্থাপন। ইউরোপীয় কিম্বা দেশীয় বণিকেরা যদি কোন গ্রামে বড় যৌথকারবার—মোটরের কারখানা, সিমেণ্টের কারখানা, পাটের কল, তূলার কল, কাপড়ের কল, চিনির কল, কাগজের কল, Chemical Works ইত্যাদি—স্থাপিত করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে জমি (অবশ্য উচিত মূল্যে) যোগাড়করিয়া দেওয়া আবশ্যক। আমরা আমাদিগের "গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী" গ্রন্থে (পৃঃ ১০৩-৪) দেখাইয়াছি যে ভাগীরথীর দুইপার্শ্বে এই সকল কল-প্রতিষ্ঠার জন্য এই সকল গ্রামের অভাবনীয় উন্নতি—ইলেকট্রিক আলো, ম্যাল্যারিয়া প্রভৃতি রোগের হ্রাস, পরিস্রুত জল, জলনিকাশের বন্দোবস্ত, জঙ্গল-পরিষ্কার, স্কুল, সাধারণ পুস্তকাগার, ডাক্তারখানা, জনবহুলতা এবং বাড়ী ও জমির মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে এবং ইহার কিয়দ্দূরে যেখানে এরূপ কারখানা নাই, সেস্থান কিরূপ জনশূন্য এবং ব্যাঘ্র, সর্প, বন্যশূকর, ম্যাল্যারিয়া ইত্যাদি রোগ-সমাকুল হইয়া রহিয়াছে! ইহা সত্য যে 'কলকারখানা' স্থাপিত হইলে কতকগুলি অপ্রীতিকর বস্তু ইহার সহিত আগমন করে। কিন্তু 'মোটামুটী' এই বিষয় বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে সুবিধা অসুবিধা অপেক্ষা অনেক বেশী।

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় শিক্ষিত যুবকেরা ঈপ্সিত মূলধনের অভাবে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারেন না। এ ক্ষেত্রে চারি পাঁচজন

একমত হইয়া তাঁহাদিগের মূলধন একত্রিত করিয়া কোন পল্লীগ্রামে একটী বিস্তৃত ভূমিখণ্ড লইয়া চাষের কার্য্য আরম্ভ করিতে পারেন। এই জমিতে একটী পুষ্করিণী থাকিলে ভাল হয়। তাহার জলদ্বারা ফসলের এবং তরকারি ও ফলের বাগানের গাছের উপকার হইতে পারে এবং মাছ হইতেও আয় হইতে পারে। যদি সে স্থানে পুষ্করিণী না থাকে, তাহা হইলে একটী পুষ্করিণী খননকরিতে হইবে। ইহার মাটীতে ইঁট প্রস্তুত করিয়া বিক্রয়করিলে পুষ্করিণী-খননের অধিকাংশ খরচ উঠিতে পারে।

যুবকদিগের ধান্য, গম, প্রভৃতি শস্য, তরকারি, ফল, মৎস্য, মধু, দুগ্ধ, ঘৃত, মিষ্টান্ন উৎপাদন কিম্বা প্রস্তুতকরণ-বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায় (যাহা তাঁহাদিগের আর্থিক আয়ত্তের ভিতরে) অবলম্বনকরিতে হইবে। এ সকল বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান (practical knowledge) থাকিলেই কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। তাহার পরে কার্য্য করিতে করিতে বহুদর্শিতা জন্মিবে। বিজ্ঞানসম্মত উপায় অবলম্বন করিলে ফসল ইত্যাদি অধিক হইবে এবং ভালও হইবে এবং খরচও কমিয়া যাইবে। এ সকল বিষয়ে সহজবোধ্য অনেক পুস্তকও প্রকাশিত হইয়াছে।

এই যৌথ-কৃষিপ্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য সকলের সাধ্যমত পরিশ্রম করা আবশ্যক এবং যাহাতে কোন প্রকারে মনোমালিন্য না হয়, সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। সকলেরই honest অর্থাৎ সততা-যুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদিগের দেশে কত যৌথ-কারবার সততার এবং একতার অভাবে যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত গোশালা সংযুক্ত করা উচিত। কলিকাতার নিকটে এইরূপ প্রতিষ্ঠান হইলে, তাঁহারা দুগ্ধ কলিকাতায় সহজেই

বিক্রয়করিতে পারেন। ধরুন কাঁচরাপাড়া কিম্বা চাগ্‌দা ষ্টেশানের নিকটে এইরূপ একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। প্রতিদিন একমণ করিয়া দুগ্ধ উৎপন্ন হইল। প্রাতের ট্রেণে আসিয়া এই দুগ্ধ বাস্‌দ্বারা কলিকাতার একটী পল্লীতে আনিয়া তাঁহারা বিক্রয়করিতে পারেন। পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত থাকিলে সহজেই সমস্ত দুগ্ধ বিক্রীত হইবে। একজন শিক্ষিত যুবকের প্রত্যহ এই দুগ্ধ লইয়া আসা উচিত। তাঁহার একখানা মাসিক রেলওয়ে এবং বাস্ টিকেট কেনা আবশ্যক। চাকরদিগের উপর নির্ভর করিলে অধিকাংশ স্থলে তাহারা এই দুধে জল মিশাইয়া খরিদ্দারদিগকে 'চটাইয়া' দিবে।

কলিকাতায় বাটীতে গরু আনিয়াও যে দুগ্ধ গোয়ালা দোহাইয়া দেয়, তাহাতে দুগ্ধের পুষ্টিকর অংশের অভাব পরিলক্ষিত হয়। কলিকাতার অনেক গরুর বাছুর নাই এবং দুগ্ধের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য তাহারা নানাপ্রকারের অস্বাস্থ্যকর খাদ্য গরুকে ভক্ষণকরায়।

আমরা জানি ব্যারাকপুর-সন্নিহিত একটি গ্রামের একটী উচ্চশিক্ষিত বিলাত-প্রত্যাগত যুবক—আমাদিগের পূর্ব্বতন ছাত্র—দুগ্ধের ব্যবসা করিয়া বেশ রোজগার করিতেন। তাঁহার পিতাঠাকুর সাবজাজ্ ছিলেন। এই যুবকের একটী মাসিক মধ্যমশ্রেণীর টিকেট ছিল। আমাদিগের সহিত তাঁহার প্রায়ই ট্রেণে সাক্ষাৎ হইত। আমরা তাঁহাকে ভবানীপুরে আসিয়া দুগ্ধ-বিক্রয়ের কথা বলিলে, তিনি বলিতেন যে তাঁহার সমস্ত দুগ্ধ কলিকাতায় হরিঘোষের ষ্ট্রীটে বিক্রয়হইয়া যায়। প্রথমে তিনি একটী ভাড়া-ঘরে দুগ্ধ লইয়া যান্। তাঁহার কাহারও বাটীতে যাইতে হয় না। এই ভাড়াটীয়া ঘরে যাইলেই এক ঘণ্টার ভিতর সমস্ত দুগ্ধ বিক্রীত হইয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতায় টাকায় চারিসের খাঁটি দুগ্ধ পাইলে অনেকেই এরূপ দুগ্ধের গ্রাহক হইতে

পারেন। আমাদিগের মনে হয় এই দুগ্ধ নগদ টাকায় বিক্রয়করা বিধেয়। ‘বিলাত’ পড়িলে টাকা আদায়করা কষ্টকর। ইঁহারা অতিরিক্ত দুগ্ধের ছানা ও ঘৃতও প্রস্তুত করিতে পারেন। সন্দেশ ও রসগোল্লা আনিয়া বিক্রয়করিলে অধিক লাভ হইবার সম্ভাবনা। ছানা ও চিনি কিনিয়া বাটীতে সন্দেশ ও রসগোল্লা করিলে বাজারে ক্রীত ঐ সকল মিষ্টান্ন অপেক্ষা কত শস্তা হয় এবং কত ভাল হয় অনেক গৃহস্থই জানেন। এই সকল সন্দেশ ও রসগোল্লা সামান্য লাভে বিক্রয় করিলে কলিকাতায় ‘পড়িতে’ পাইবে না। ইঁহারা পুকুরের ধারের ঘাস, বাগানের ঘাস ও ক্ষেতের বিচালী গরুকে খাওয়াইতে পারেন। গো-সেবার জন্য ভৃত্য রাখিলেও আবশ্যকতা হইলে গোসেবা ও গোদোহন এই সকল যুবকের নিজেদের করা উচিত।

আমাদিগের একজন উচ্চশিক্ষিত বিলাতপ্রত্যাগত ভূতপূর্ব্ব সহযোগী গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত দিগ্‌নগরের নিকটে একটী বিস্তৃত ভূমিখণ্ড খাজনা করিয়া লইয়া চাষের কার্য্য বেশ চালাইতেছিলেন জানি। তাঁহার তাহাতে কোন লোকশান হয় নাই তিনি বলিয়াছিলেন। যখন তাঁহার সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ হইত, তখন তিনি অর্দ্ধেক জমিতে চাষ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আমাদিগকে তিনি বলিয়াছিলেন যে সমস্ত জমিতে চাষ হইলে তাঁহার বেশ লাভ হইবে। মালীদিগের উপরেই তাঁহার নির্ভর করিতে হইত, কারণ তিনি শনিবারে দিগ্‌নগরে আসিতেন এবং রবিবারে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিতেন।

বৈদ্যনাথ-দেওঘরের বম্পাশটাউনে আমাদিগের এক আত্মীয় যুবক কেবল একজন মালী নিযুক্ত করিয়া তাঁহার বাটীসন্নিহিত ক্ষেত্র হইতে নানাপ্রকারের তরকারি, ধান্য, ইক্ষু, আম্র, ডাব, পেঁপে এবং নানাবিধ ফুল উৎপাদনকরিতেছেন। তিনি বি-এ, পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন।

দেওঘরে মালীরা সাধারণতঃ অলস ও শঠ হইলেও তিনি নিজে পরিশ্রম করেন বলিয়া, মালীরও তাঁহার সহিত পরিশ্রম করিতে হয়। অবশ্য দেওঘরের এবং কাঁচরাপাড়া প্রভৃতি পল্লীগ্রামের বিভেদ আছে। দেও-ঘর স্বাস্থ্যকর স্থান; কিন্তু নিম্নবঙ্গের পল্লীগ্রামসকল ম্যাল্যারিয়াপূর্ণ। কিন্তু জঙ্গল-পরিষ্কার, জলাভূমির জল-নিষ্কাশন এবং পুষ্করিণীর ধারে ধারে কেরোসীন দিয়া মশকডিম্ব নাশকরিতে পারিলে ম্যাল্যারিয়াপূর্ণ স্থান ম্যাল্যারিয়াশূন্য স্থানে পরিণত করিতে পারা যায়। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা কাঁচরাপাড়া-গ্রাম এবং কাঁচরাপাড়া-রেলষ্টেশানের সন্নিহিত বিজপুর, যেস্থানে রেলওয়ে-কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, সেই স্থান উল্লিখিত করিতে পারি। কাঁচরাপাড়া ম্যালারিয়াপূর্ণ, কিন্তু বিজপুর ম্যাল্যারিয়াশূন্য এবং স্বাস্থ্যপ্রদ।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বারের হিতবাদী হইতে নিম্নলিখিত দুইটী কৃসি-সংবাদ উদ্ধৃত করিলাম—

ভাণ্ডারহাটী, হুগলী।

"হুগলী জেলার হরিপালের নিকটস্থ ভাণ্ডারহাটী গ্রামের জমীদার শ্রীযুক্ত রাসবিহারী চৌধুরী ৩০ বিঘা জমীতে সব্জি-চাষ করিতেছেন। আলু, কপি, করলা, লাউ, কুমড়া ইত্যাদির চাষ করিয়া তিনি বিশেষ লাভবান্ হইয়াছিলেন। ঐ স্থানেই তাঁহাদের আর একখণ্ড ৬০ বিঘা জমী আছে। সেই জমীটি লইয়া একটি সমবায়-কৃষিক্ষেত্র করিবার জন্য তিনি ও তাঁহার অগ্রজ ডাক্তার বঙ্কুবিহারী চৌধুরী যত্নবান্ হইয়াছেন।

কলা, আখ ও মানকচু।

যশোহর জেলার নড়াইল-মহকুমার মধুমতী-নদীর তীরে খাসিয়াল গ্রামে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ্‌চন্দ্র বিশ্বাস উন্নত প্রণালীর বৈজ্ঞানিক প্রথায়

২০ বিঘা জমীতে কলার চাষ করিয়াছেন। গত বৎসরে তিনি তাঁহার ক্ষেত্র হইতে প্রায় দুই হাজার টাকার কাঁচকলা বিক্রয়করিয়াছেন। তাঁহার বাটীর নিকটেই বড়দিয়া হাট। ঐ হাট হইতে পূর্ব্ববঙ্গে নৌকা-যোগে বহু জিনিষ চালান হইয়া থাকে। পূর্ব্ববৎসরে জ্যোতিষবাবু নিজ গ্রামে ৮ বিঘা জমীতে আখের চাষ করিয়া (সামসাড়া) ১৬ শত টাকার আখ বিক্রয়করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্ব বৎসরে তিনি ১০ বিঘা জমীতে মানকচুর চাষ করিয়া ৪ হাজার টাকা মূল্যের মানকচু বিক্রয়করিয়াছিলেন। জ্যোতিষবাবু একজন উচ্চশিক্ষিত আদর্শ কৃষক।"

বিখ্যাত য়্যালোপাথী এবং হোমিওপ্যাথী ঔষধবিক্রেতা দানশীল শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের 'ব্যবসায়ী' নামক গ্রন্থ (সপ্তম সংস্করণ) হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সঙ্কলিত হইল—"কৃষিতে কম লাভ। কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকর্ম্মে অনেক সময় অধিক পরিমাণ লাভ হইয়া থাকে। চা, ইক্ষু, এবং শাক-সবজি-উৎপাদনে এখন প্রচুর লাভ হইতেছে।

শিল্প—শিল্পে কৃতকার্য্য হইবার ইচ্ছা থাকিলে অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও তন্ময়তা আবশ্যক। কোন শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইলে কারখানা করিয়া দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করা উচিত।

ব্যবসায় জানিলে এবং সততা, কর্ম্মঠতা প্রভৃতি গুণ থাকিলে মূলধনের কখনও অভাব হয় না ; কারণ ধনী ব্যক্তিগণ এরূপ লোক পাইলে আগ্রহের সহিত মূলধন দিয়া থাকেন। নূতন লোকের পক্ষে প্রথমতঃ যত অল্প মূলধনে সম্ভব ব্যবসায় আরম্ভ করা উচিত। তার পর লাভ বুঝিতে পারিলে বেশী মূলধন নিয়োগকরা কর্ত্তব্য। নূতন লোকের পক্ষে ধারকরিয়া বা পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয়করিয়া ব্যবসায়করা উচিত

নয়। ব্যবসায়ে লোকশানের সম্ভাবনা হাতে, হাতে; তবে ব্যবসায় শিখিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে, কতক টাকা ধার করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহাও স্বোপার্জ্জিত অর্থের অর্দ্ধেকের বেশী হওয়া সঙ্গত নহে।

ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির বিলাসিতা ত্যাগকরিয়া এবং কেবল ন্যায্য ব্যয় করিয়া সঞ্চয়ের বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে হইবে; সর্ব্বদা দেখিতে হইবে আয় অপেক্ষা ব্যয় যেন না অধিক হয়।

ব্যবসায়ের আয় ও ব্যয় ভাল করিয়া লিখিয়া রাখা আবশ্যক। ধার না দিয়া অল্প লাভে জিনিষ বিক্রয়করা উচিত।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের উপাদান-সংগ্রহের ও তৈলাদি প্রস্তুতের কার-খানা ও দুষ্প্রাপ্য গাছের বাগান-প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। এই কারখানাতে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা এবং রসায়ন শাস্ত্র-অভিজ্ঞ কবিরাজ থাকা উচিত। বড় বড় কবিরাজের এই ব্যবসায়ের সহিত সম্বন্ধ থাকিলে ভাল হয়।

আমসত্ত্বের ব্যবসায় ভাল করিয়া চালাইতে পারিলে লাভজনক হয়।

Gumpot অর্থাৎ গঁদপূর্ণ কাঁচপাত্র প্রস্তুত করিয়াও জীবিকা-অর্জ্জন করা যায়।

দা,, বঁটী, ছুরী কাঁচি প্রভৃতি ভাল ইস্পাত দ্বারা ভাল করিয়া তৈয়ার করিয়া মার্কা দিয়া বিক্রয় করিলে অধিক লাভের সম্ভাবনা আছে।

গুঁড়া মশলা (curry-powder) মাড়োয়ারীদিগের মধ্যে খুব চলে। এ গুঁড়া মশলা রান্নার পূর্ব্বে সামান্য বাটিয়া লইতে হয়, নতুবা ব্যঞ্জন

ভাল হয় না। ভাজিয়া গুঁড়া করিলে সহজে সরু চূর্ণ হয় বটে; কিন্তু অনেকদিন ভাল থাকে না। রৌদ্রে শুকাইয়া কলে গুঁড়া করিতে হইবে এবং টিনের কৌটায় ভরিয়া বিক্রয়করিতে হইবে। ভেজাল-শূন্য গুঁড়া মশলা বিক্রয়করিয়া শিক্ষিত যুবক লাভবান্ হইতে পারেন।

ঘড়ী-মেরামত স্ত্রীলোক ও দুর্ব্বল পুরুষের পক্ষে উপযুক্ত ব্যবসায়। এই কার্য্য ভালরূপ শিক্ষাকরিতে হইলে ধৈর্য্য ও মনোযোগ আবশ্যক।

কেবল স্ত্রীলোকদ্বারা প্রেস (মুদ্রাযন্ত্র) চালাইলে নিরুপায় স্ত্রীলোক-দিগের অন্ন হইবে। এই কার্য্য ঘরে বসিয়া অল্প শারীরিক পরিশ্রমে করা যায়।

জুতা-প্রস্তুতকরণ এবং বিক্রয়—পূর্ব্বে হিন্দুদিগের এই ব্যবসায়ে সামাজিক আপত্তি ছিল; কিন্তু আজকাল অনেক কমিয়াছে। চিনারা ক্রমে ক্রমে এই ব্যবসায়টী গ্রাসকরিতেছে। জুতাপ্রস্তুতব্য-বসায়ে বাঙ্গালী নাই বলিলেই হয়।

প্রায় সকল দোকানেই ঠোঙার আবশ্যকতা আছে। অতি সামান্য মূলধনেই এ ব্যবসায় করা যাইতে পারে। এই কাযে পরিশ্রম বেশী লাগে না বলিয়া স্ত্রীলোকেরাও ইহা করিতে পারেন। কলিকাতায় অনেক লোক এই ব্যবসায় হইতে দৈনিক একটাকা হইতে দুইটাকা পয্যন্ত উপার্জ্জন করেন।

বাঙ্গালাদেশে সরিষার তৈল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হয়; অথচ অনেক সরিষা বাহির হইতে আসে। বাঙ্গালাতে আরও সরিষা উৎপাদনের চেষ্টা করা উচিত।

বৈদ্যনাথের দধির মত দধি অর্থাৎ মাখন বাহির না করিয়া দধি প্রস্তুতকরণ দ্বারা বিক্রেতা লাভবান্ হইতে পারেন।

দপ্তরীর ব্যবসায় শিখিতে বেশী সময় লাগে না, অথচ সৎ-ভাবে করিতে পারিলে বেশ লাভজনক হয়।

কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে ভাল গো-দুগ্ধ কিনিয়া বিক্রয়করিলে লাভ হয়। পূর্ব্বেই দাদন দিয়া রাখিতে হয়।

মিষ্টান্নের ব্যবসায় খুব লাভজনক। বাল্যকাল হইতে ইহা শিক্ষা করা আবশ্যক। নতুবা আগুনের তাতে কার্য্য করিতে পারিবে না। ভাল ঘৃত, ময়দা ও ছানা দিয়া মিষ্টান্ন করিলে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা। পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ নজর রাখিতে হইবে।

মুদি-দোকানের কার্য্য শিখিতে হইতে বড় দোকান অপেক্ষা ছোট দোকানে শিক্ষাকরাই সুবিধাজনক। কারণ সেইখানে একজনকে সকল রকম কার্য্যই শিক্ষাকরিতে হয়। ওজন কম দেওয়া উচিত নয়। ভেজাল জিনিষ বিক্রয়করা উচিত নয়। মুদিরা সাধারণতঃ ভেজাল জিনিষ ক্রয়করে এবং জিনিষে ভেজাল দেয়। ঠিক ওজনের অভেজাল জিনিষের অধিকতর মূল্য দিতে ক্রেতার প্রস্তুত থাকা উচিত।

ফিরিব্যবসায়—এ ব্যবসায় সম্ভ্রম-হানিকর বলিয়া বিবেচনা করা উচিত নহে। ফিরি করিয়া জিনিষ বেচিলে অল্প মূলধনে অধিক বিক্রয় হয় ও ঘরের ভাড়া লাগে না। যাহার যাহা প্রয়োজন তাহা জানিয়া সংগ্রহকরিয়া অল্প লাভে বিক্রয় করিতে পারা যায়। উপযুক্ত ঠেলাগাড়ী করিয়া লইলে ভাল হয়।

সংবাদপত্রবিক্রয়—এই ব্যবসায় হইতে দৈনিক ছয় আনা হইতে একটাকা পর্য্যন্ত আয় হইতে পারে।”

গুরুগিরি—মাননীয় ভট্টাচার্য্যমহাশয় শিক্ষিত যুবকদিগকে এ ব্যবসায় সত্যসত্যই অবলম্বনকরিতে বলেন কিনা আমরা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার নিজের কথাগুলি নিম্নে দিলাম “নূতন রকম

গুরুর ব্যবসা বেশ চলিতেছে। সম্ভ্রম, প্রতিপত্তি, ভোগ এবং লাভও বেশ। এ ব্যবসায়ে বেশী অসততা, জাল-জুয়াচুরি করিতে হয় না। সংস্কৃত-সাহিত্যে ভাল অধিকার থাকিলে উত্তম, সামান্য অধিকার থাকিলেও কোন প্রকারে চলে। হটযোগ জানা থাকিলে ও গীতা ভাল রকম পড়াথাকিলে সুবিধা হয়। সেই সঙ্গে ইংরাজী জানিলে বিশেষ সুবিধা হয়। সংস্কৃতে এম্-এ হইলে আরও ভাল হয়। পোষাক, নামকরণ, আহার ও ভাষা ইত্যাদি সন্ন্যাসীদের মত করিতে হয়। হরিদ্বার, হৃষীকেশ বা বদরিকাশ্রমের কোন ঋষিকে গুরু করিতে হয়। টাকাকড়ি চাহিতে হয় না। ভক্তদিগের নিকট হইতে পাথেয় বলিয়া কিছু কিছু নিতে হয়। তাহাতেই যথেষ্ট লাভ হয়।"

"ব্যবসায়শিক্ষার বয়স—যত অল্প বয়সে ব্যবসায়-শিক্ষা ও ব্যবসায়-আরম্ভকরা যায় ততই ভাল। ব্যবসায়ী লোকের ছেলেরা বাল্যকাল হইতে অজ্ঞাতভাবে ব্যবসায় শিক্ষাকরে বলিয়া ভাল ব্যবসায়ী হয়। পঁচিশ বৎসর বয়সের মধ্যে ব্যবসায় আরম্ভকরা উচিত।"

মাননীয় ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'বেকার' যুবকদিগকে নানাপ্রকায় ব্যবসায় করিয়া জীবিকা অর্জ্জনকরিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু এবিষয়ে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বরের আনন্দবাজার-পত্রিকাতে নড়াইলের শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"কয়েকজন বেকার বন্ধুকে বলেছিলাম, 'টাকা দিচ্ছি, খবরের কাগজ ফিরি কর ; নড়ালের (যশোহর) চিড়া এবং পাটালী (নড়ালের চিড়া এবং পাটালী প্রসিদ্ধ) কিনে নিয়ে কলিকাতার মেসে মেসে বিক্রি কর—একবার এর আস্বাদ পেলে লোকে আদর করে কিন্‌বে, বিড়ি তৈরী করে বিক্রী কর, সাবানের ফরমুলা দিচ্ছি, সাবান তৈরী করে পথে ঘাটে বিক্রি কর ; তৈরী করিতে যদি অসুবিধা হয়, আমি নিজে তৈরী

করে দিচ্ছি, বিক্রি করে এসো ইত্যাদি'। কেউ স্বীকার কর্‌লে না। উৎসাহ না থাক্‌লে, উদ্যম-উদ্যোগের অভাব হ'লে, নিরাশার বিভীষিকা দেখ্‌লে কি সে জীবনে উন্নতি করতে পারে? এরা চায় চাকরী। ৫৲ টাকা হোক্‌, ৭৲ টাকা হোক্‌, একটা চাকরী, তাও কলম-পেশা হওয়া চাই, নইলে নয়।

পল্লীর হাটে বাজারে খদ্দরের কাপড় পাওয়াই যায় না। যে খদ্দর পাওয়া যায় সেটা হাতে কাটা দেশী খদ্দর নয়। কারো কারো খদ্দর ব্যবহারের ইচ্ছা থাকলেও তারা পায় না। এমন কি বাঙ্গালার মিলের কাপড়ই অনেক সময় পাওয়া যায় না। যা ২।১খানা ২।১টা দোকানে পাওয়া যায়, তার 'ভাইল' দেখাতে ব্যবসায়ীরা পারে না। জাপানী কাপড়ে হাট-বাজার ভর্ত্তি। খদ্দরের সূতা নিয়ে গেলে তাঁতী-জোলারা বুন্‌তে চায় না। তারা হাটে বাজারে যে তাঁতের কাপড় বিক্রি করে সেগুলি অধিকাংশ জাপানী সূতায় প্রস্তুত।

কয়েকটী ছাত্রকে সাবান-তৈরী শিখিয়েছি। তারা বেশ সুন্দর সাবান তৈরীকরছে। কিন্তু করলে কি হবে? বিক্রি হয় না। উচ্চ কমিশন দেওয়া সত্ত্বেও ব্যবসায়ীরা নিতে চায় না। জাপানী সাবানে তারা ঘর সাজিয়েছে। তারা বলে, অনেক সাবান মজুদ করেছি। এগুলো না ফুরুলে ওগুলি নিয়ে কি করব? বাজার যে মন্দা!"

ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে হইলে পরিশ্রম, সততা এবং অল্পলাভে সন্তুষ্ট হইতে হইবে। ধার না দিতে পারিলেই উত্তম। এ বিষয়ে চক্ষু-লজ্জা না থাকিলেই ভাল। 'নগদ টাকা ব্যতীত বিক্রয় করিব না এবং অল্পলাভে বিক্রয় করিব এবং কাহাকেও ঠকাইব না এবং নিজের ব্যবসায় যতদূর সম্ভব নিজেই তত্ত্বাবধারণ করিব' এই নিয়ম-অনুসারে

কার্য্য করিলে, ব্যবসায়ে অধিকাংশ সময়ে কৃতকার্য্য হওয়া যায়। অবশ্য দ্রব্যগুলি প্রস্তুত করিবার কিম্বা ক্রয়করিবার সময়ে এবং দোকানের স্থান-নির্ব্বাচনে ধীর বিবেচনার বিশেষ আবশ্যকতা হয়।

বঙ্গের বর্ত্তমান অবস্থার কি করিয়া উন্নতি হইতে পারে তদ্বিষয়ে আমাদিগের ক্ষুদ্রবুদ্ধিদ্বারা যাহা নির্দ্ধারণকরিতে সমর্থ হইয়াছি আমরা এই পুস্তিকাতে তাহা লিখিয়াছি। এই সকল উপায় ব্যতীত আরও অনেক উপায় আছে আমরা স্বীকারকরি। কিন্তু সে সকল উপায় বঙ্গের মনীষিগণের নির্দ্দেশকরা উচিত। কেবল দেখিতে হইবে যে সেই উপায়গুলি কার্য্যকরী (practicable) কিনা।

বঙ্গবাসীদিগের (বিশেষতঃ বঙ্গের শিক্ষিত যুবকদিগের) জীবিকা-অর্জ্জন-ব্যাপার কিরূপ দুরূহ হইয়াছে নিম্নে উদ্ধৃত তিনটী দৃষ্টান্ত হইতে কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যাইবে——

সংবাদপত্র-পাঠকেরা জানেন যে আমাদের দেশের কত কৃষক ও যুবক দারিদ্র সহ্য করিতে সক্ষম না হইয়া আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতেছে। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর "আনন্দবাজার পত্রিকা" হইতে নিম্নলিখিত ঘটনা দুইটী উদ্ধৃত করিলাম—

পারাগন-হাউসে বিশ্বমোহিনী গহরের অভিনয় এবং রূপবাণীতে "Bring them back alive"-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপনের পার্শ্বেই grim-irony-(অদৃষ্টের উপহাস) স্বরূপ দেখিলাম—"যশোহরের দুর্ভিক্ষ নিবারণী-সমিতির সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় জানাইতেছেন যে আগদিয়া গ্রামের "হেমতুল্যা শেখ ছয়দিন অনাহারে থাকিয়া অবশেষে ক্ষুধার তাড়নায় আত্মহত্যা করিয়াছে।"

ঐ দিনের এই পত্রিকাতে আর একস্থানে লিখিত হইয়াছে—"বাঙ্গালী যুবকের আত্মহত্যা—বেকার জীবনের শোচনীয় পরিণাম—জানা

একটী বাঙ্গালী যুবক নাইট্রিক এসিডের সাহায্যে তাহার শ্যামপুকুরের বাটীতে আত্মহত্যা করিয়াছে। যুবকের নাম এখনও জানা যায় নাই। প্রকাশ, যুবকটীর চাকুরী গিয়াছিল এবং অনেকদিন সে কোন কায সংগ্রহ করিতে পারে নাই। ইহাতে সে স্বীয় জীবনে নিরাশ হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।”

হিতবাদী (৩রা নভেম্বর, ১৯৩৩) হইতে নিম্নলিখিত ছত্রগুলি উদ্ধৃত করিলাম—

“বিলাত-প্রত্যাগত বেকার যুবকের আত্মহত্যা—গত ২৬শে অক্টোবর নির্ম্মলচন্দ্র সেন নামক এক যুবক কলিকাতা ৯৬, আশুতোষ মুখার্জ্জী-রোডে আত্মহত্যা করিয়াছে। সে ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পাশ করিয়া বিলাত যাইয়া বাণিজ্যনীতি শিক্ষাকরিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু ফিরিবার পর কোনরূপ কায যোগাড়করিতে পারে নাই। সেইজন্যই সে আত্মহত্যা করিয়াছে।”

এই তিনটী সংবাদের উপরে মন্তব্য অনাবশ্যক। কেবল মনে রাখিতে হইবে যে আমাদিগের নিরাশ হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদিগের সকলেরই—সহরবাসী এবং পল্লীগ্রামবাসী সকলেরই পল্লীগ্রামগুলির উন্নতির বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে এবং পল্লীগ্রামগুলি উন্নত হইলে এরূপ সংবাদ সংবাদপত্রে আর কেহ দেখিতে পাইবেন না।

সকলেই জানেন যে এইপ্রকার অপ্রীতিকর ঘটনার কারণ দেশব্যাপী দারিদ্র্য। কৃষকেরা তাঁহাদের ফসলের উচিত মূল্য পাইতেছেন না। জমিদারের খাজনা, মহাজনের সুদ, ঘর ম্যারামতের খরচ, চিকিৎসকের ফী (পারিশ্রমিক) এবং ঔষধের মূল্য দিবার এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যক দ্রব্য-ক্রয়ের উপযুক্ত অর্থ তাঁহাদিগের নাই। সঞ্চয়ের কথা দূরে

থাকুক, তাঁহাদিগের ভিতর অনেকের দুই একখানি স্বর্ণ কিম্বা রৌপ্যের অলঙ্কার যাহা ছিল, তাঁহারা বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সে গহনা-বিক্রয়লব্ধ অর্থও নিঃশেষ হইয়াছে। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বরের আনন্দবাজার-পত্রিকাতে নড়াইলের শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন—"বঙ্গপল্লীর অর্থকষ্ট এবং অন্নকষ্ট এত অধিক পরিমাণে হয়েছে যে অনেকে অনশনে, অর্দ্ধাশনে দিন কাটাচ্ছে। তাতে খরচ বেশী পড়ে বলে অনেক পরিবার খৈ ভেজে খেতে আরম্ভ করেছে—এটা আমার স্বচক্ষে দেখা! পুরুষেরা লেংটী প'রে লজ্জা নিবারণকরছে। কিন্তু নারীদের লেংটী দিলে ত চলে না, অথচ একখানা কাপড়-কেনারও পয়সা নেই। এ কারণে অনেক মেয়েরা ঘরের বাহিরে জল নিতেও, আস্‌তে পারে না। এ দৃশ্য যাঁরা প্রত্যক্ষ না করেছেন, তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন না। এর উপর সার্টি-ফিকেটে টাকা-আদায়, জমিদারের খাজনার তাগাদা, মহাজনের হুম্‌কি। অর্থাভাবে কত লোক বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে, তার ইয়ত্তা নাই।" জমিদারেরাও প্রজাদিগের নিকট খাজনা আদায় করিতে না পারিয়া তাঁহাদিগের গভার্ণমেণ্টকে দেয় খাজনা (revenue) দিয়া উঠিতে সক্ষম হইতেছেন না। গভার্ণমেণ্টের আয় হ্রাসহওয়াতে তাঁহারা বিবিধ জনহিতকর কার্য্যে উপযুক্ত অর্থসাহায্য করিতে পারিতেছেন না এবং কর্ম্মচারীর সংখ্যা অথবা তাঁহাদিগের বেতন হ্রাসকরিতে বাধ্য হইতেছেন। উকিলেরা তাঁহাদিগের মোকদ্দামার জন্য কৃষকদিগের, জমিদারদিগের এবং ব্যবসায়দারদিগের উপরই বেশি নির্ভর করেন। কৃষক, ব্যবসায়দার এবং জমিদারদিগের আর্থিক দুরবস্থার জন্য ব্যবহারাজীবদিগেরও আয় অনেক কমিয়া গিয়াছে। রোগ বিশেষরূপে কঠিন না হইলে চিকিৎসককে কেহ বাটীতে আহ্বান

করিতেছেন না। কৃষককুল বিপন্ন হওয়াতে ব্যবসায়দার-মহাশয়েরা অতিকষ্টে তাঁহাদিগের 'ঠাট্' বজায় রাখিতেছেন। অনেক ব্যবসায়দার বলিতেছেন যে তাঁহাদিগের পূর্ব্বের সঞ্চিত অর্থ প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে। কলিকাতার বাড়ীওয়ালাদিগের আয় অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ কমিয়া গিয়াছে। পুত্র ভবিষ্যতের আশাস্থল বলিয়া ঘটি-বাটি-বাঁধা দিয়াও মধ্যবিত্তশ্রেণীর অভিভাবকেরা বিবিধ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার জন্য তাঁহাদিগের পুত্রদিগকে পাঠাইতেছেন।

সাধারণতঃ অভিভাবক-মহাশয়েরা তাঁহাদিগের পুত্রদিগকে কলেজে ভর্ত্তিকরাইয়া দিয়া নিশ্চিন্তমনে কালযাপন করেন। পুত্রেরা আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেছে কিনা কিম্বা অভিভাবকদিগের কষ্টলব্ধ অর্থ অপব্যয় করিতেছে কিনা, এ বিষয়ের তাঁহারা কোন 'খোঁজ' রাখিতে অভিলাষ করেন না। প্রত্যেক অভিভাবককে তাঁহার পুত্রকে ভর্ত্তিকরিবার সময়ে প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার তাঁহার বিদ্যালয়ে আসিয়া তাঁহার পুত্রের সম্বন্ধে শিক্ষকদিগের সহিত কথাবার্ত্তা অতিশয় বাঞ্ছনীয়, ইহা বিদ্যালয়-কর্ত্তৃপক্ষ বলিয়াছেন, কিন্তু অভিভাবক-মহাশয়েরা প্রায়ই এ বিষয়ে কর্ণপাত করেন নাই। টেষ্ট-পরীক্ষাতে ফেল হওয়ার জন্য বিদ্যালয়-কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদিগের পুত্রদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়-অভিমুখে পরীক্ষাদানের নিমিত্ত প্রেরণকরিতে অস্বীকৃত হইলে, কোন কোন অভিভাবক অবশ্য বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া **Private Tutor** দ্বারা তাঁহাদিগের পুত্রদিগের কুড়িমাসের পড়া একমাসেই পড়াইয়া পরীক্ষার উপযুক্ত করিয়া দিবেন বলিয়া কলেজের কর্ত্তৃপক্ষকে বৃথা অনুরোধকরেন। পরীক্ষক-মহাশয়েরাও এ শ্রেণীর অভিভাবকের হস্ত হইতে সহজে নিষ্কৃতি পান না। যদি কর্ত্তব্য-

পরায়ণ পরীক্ষক 'বড়লোক'-অভিভাবকের 'উপরোধ' রক্ষাকরিতে অসমর্থ হন্, তাহা হইলে তাঁহার (পরীক্ষকের) স্বার্থহানির সম্ভাবনা যে থাকে না, এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। যদি অভিভাবক-মহাশয়েরা গোড়া হইতে তাঁহাদিগের পুত্রেরা বিদ্যালয়ে কি করিতেছে, এ বিষয়ে একটু খোঁজ রাখেন এবং যদি ভাল করিয়া পড়াশুনা করিতেছেনা জানিতে পারিয়া, তাহাদিগকে সাবধানকরিয়া দেন, তাহা হইলে অনেক সময়ে তাহারা পড়াশুনায় মনোযোগ দেয় এবং পরীক্ষার ফল ভাল হয়।

অভিভাবকেরা বলিতে পারেন যে বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ অভিভাবক-দিগকে পত্রদ্বারা তাঁহাদিগের পুত্রের পাঠ-সম্বন্ধীয় উন্নতির কিম্বা অধোগতির বিবরণ জ্ঞাপনকরেন না কেন। লেখক কৃষ্ণনগর-কলেজের অধ্যক্ষ থাকিতে বৎসরে দুইবার, একবার পূজার সময়ে, আর একবার গ্রীষ্মাবকাশে এ প্রথা অবলম্বনকরিতেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ অধিকাংশ পত্র অভিভাবকদিগের নিকট পৌঁছিত না কিম্বা অধিকাংশ অভিভাবক পত্রের কোন উত্তর দিতেন না। দ্বিতীয়তঃ চিঠিতে ছাত্রসম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় বর্ণিত করা যায় না। অভিভাবক মহাশয়দিগের এইরূপ অবহেলার নিমিত্ত তাঁহাদিগের কত কষ্টলব্ধ অর্থ বৃথা নষ্ট হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

সম্প্রতি হাওড়া-নরসিংহ দত্ত-কলেজের অন্ততঃ একশত পঁচাত্তর জন অভিভাবককে গত ৩রা ডিসেম্বারে (১৯৩৩ খৃঃ) কলেজে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। কিন্তু কেবল চারিজন অভিভাবক আসিয়াছিলেন। একজন সালিখা, একজন কদমতলা এবং দুইজন বাগনান্ হইতে আগমন করিয়াছিলেন।

এরূপ অভিভাবক-মহাশয়েরাও আছেন, যাঁহারা তাঁহাদিগের পুত্রের

লেখাপড়াতে ভাল না হওয়া-দোষ সমস্তই শিক্ষকদিগের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে দ্বিধাবোধ করেন না। "অমুক বিদ্যালয়ে ভাল পড়াশুনা হয় না", "অমুক বিদ্যালয়ের অমুক শিক্ষক ভাল করিয়া পড়াইতে পারেন না," "অমুক শিক্ষক অতিশয় কম নম্বর দেন" ইত্যাদি পুত্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদ বেদবাক্যের ন্যায় সত্য বলিয়া বিশ্বাসকরিয়া চতুর্দ্দিকে প্রচারপূর্ব্বক সন্তোষলাভ করেন; কিন্তু বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রকৃত তথ্য নির্দ্ধারণ আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করেন না।

অভিভাবকদিগের ভিতরে অনেকেই ব্যবসায়দার, ব্যবহারাজীব চিকিৎসক, কৃষক, ক্ষুদ্রজমিদার কিম্বা অল্প বেতনভোগী কর্ম্মচারী। উপরিউক্ত প্রথম পাঁচশ্রেণীর আয় বর্ত্তমানসময়ে বিশেষভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। পঞ্চমশ্রেণীর কাহারও কাহারও retrenchment নিমিত্ত কর্ম্ম গিয়াছে কিম্বা বেতন হ্রাসহইয়াছে। অনেক স্কুলের হেডমাষ্টার এবং কলেজের অধ্যক্ষ জানেন যে freestudentship এবং অন্ততঃ half-freestudentshipএর প্রার্থীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। এরূপ কিছুদিন চলিলে অনেক private স্কুল, কলেজ এমনকি বিশ্ব-বিদ্যালয়ও অর্থাভাব বিশেষরূপে অনুভবকরিবেন।

যাঁহারা এক্ষণে মাসে মাসে নির্দ্দিষ্ট বেতন পাইতেছেন তাঁহারা কল্পনা করিতেছেন যে ফসলের এইরূপ অল্প মূল্য থাকিলেই তাঁহাদিগের সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহ এবং আমোদ-প্রমোদ-উপভোগের সুবিধা হইবে। একটী সাপ্তাহিক পত্রে একটী খ্যাতনামা অর্থনীতিবিৎ বলিয়াছেন যে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারিলে এ দারিদ্র দূর হইবে। তিনি এক শিলিং ছয় পেন্স বাট্টার হার, স্বর্ণ-রপ্তানী এবং অটোয়াচুক্তি-দ্বারা পরিণামে ভারতের মঙ্গল হইবে বলিয়া দৃঢ় আশা পোষণকরেন।

আমাদিগের দেশে অর্থনীতি-তত্ত্বজ্ঞেরা টাকার মূল্যসম্বন্ধে দুই দলে বিভক্ত হইয়া দুইটী বিভিন্ন শিবির স্থাপনকরিয়াছেন। আমরা কৃষক-দিগের ন্যায় অজ্ঞ এবং অর্থনীতিশাস্ত্রের জটিলতা হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ। আমরা দুইটী তাঁবুতে যাইয়া বক্তৃতা শুনিতেছি এবং **Rupee devaluation, linking Rupee to gold, linking Rupee to sterling, one shilling and six pence ratio, one shilling and four pence ratio,** ইত্যাদি কতকগুলি নূতন শব্দ আমাদিগের ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল মস্তিষ্কের ভিতর প্রবেশকরাইয়া ইহাকে ঘূর্ণায়মান করিতেছি। দুই শিবিরেই রথী মহারথী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। যুদ্ধক্ষেত্র (**battlefield**) দুই প্রকারের—(১) কাগজীয় অর্থাৎ সংবাদপত্র-স্তম্ভ এবং (২) চেয়ারীয় অথবা কাষ্ঠাসনীয় অর্থাৎ বক্তৃতা। এযুদ্ধে ব্রহ্মাস্ত্র হইতেছে **Statistics**। অজ্ঞ দ্রষ্টৃ-অথবা-শ্রোতৃবর্গ, আমরা, দুই পক্ষেরই মন্তব্য শ্রবণ কিম্বা পাঠকরিতেছি এবং মনে করিতেছি যে দুই পক্ষই ঠিক বলিতেছেন, কিন্তু পরে ভাবিতেছি যে তাহাত হইতে পারে না। বিবিধ অর্থনীতি-সম্বন্ধীয় পুস্তকপাঠ না করিলেও এবং অর্থ নৈতিক আলোচনা না বুঝিতে পারিলেও কৃষকদিগের **Common-sense** অর্থাৎ কাণ্ডজ্ঞান বলিয়া একটী বস্তু আছে। তাঁহারা ধান, পাট ইত্যাদির মূল্য-বৃদ্ধির জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বারের আনন্দবাজার-পত্রিকাতে নড়াইলের শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"পাটের দরের পরিমাণ এমন একটা কিছু হওয়ার দরকার, যাতে চাষীদের লোকশান না দিতে হয়, বরং কিছু লাভ থাকে। জমিদার এবং ব্যাঙ্কার চেষ্টা করিলে এ কাযটা সহজেই করিতে পারেন।

পাড়াগাঁয়ে যদি মণকরা ৫৲টাকা পাটের দাম হয়, তবেই বাঙ্গালার অবস্থা এই বিশ্বব্যাপী অর্থ-সঙ্কটের দিনেও সুন্দর ও স্বচ্ছল হইতে পারে।”

ইহা হইতে অনুমিত হইবে যে নানাপ্রকারের অর্থশাস্ত্র অধ্যয়ন না করিলেও, ratioর অর্থ না বুঝিলেও এবং স্বর্ণরপ্তানি ও আমদানি-রপ্তানির অর্থনৈতিক জটিলতা না বুঝিলেও, কৃষকদিগের Common sense (কাণ্ডজ্ঞান) বলিয়া দিতেছে যে ধান্য, পাট ইত্যাদির মূল্য অধিক হওয়া প্রয়োজন। তাঁহারা ইহাও জানেন যে তাঁহাদিগের স্বর্ণরৌপ্যের গহনা যাহা ‘সম্বল’ ছিল তাহা শেষ হইয়াছে এবং শস্যের দর অধিক না হইলে তাঁহাদিগের কষ্টের অবধি থাকিবে না। তাঁহারা বলিতেছেন “অর্থনীতিবিদ্-মহোদয়গণ। আমরা মূর্খ। টাকা এক শিলিং ছয় পেন্স থাকিলে, বিদেশী জিনিষ (যেমন কল-কব্জা প্রভৃতি) শস্তা হইবে এবং ইহার আমদানি বাড়িবে, কিন্তু দেশী জিনিষের নিমিত্ত অন্যদেশের লোকের বেশি দাম দিতে হইবে বলিয়া, বিদেশে ইহার রপ্তানি কমিবে। টাকা এক শিলিং চারি পেন্স হইলে, বিদেশী জিনিষের দাম বাড়িবে এবং আমদানি কমিবে; কিন্তু দেশী জিনিষের নিমিত্ত অন্যদেশের লোকের কম মূল্য দিতে হইবে বলিয়া, ইহার রপ্তানি বৃদ্ধি হইবে, আমাদিগের মনে হয়। কিন্তু Statistics নাকি এ সকল অর্থনৈতিক নিয়ম মানে না। যেরূপ বোম্বাইয়ের সময় কলিকাতার সময় হইতে বিভিন্ন, সেই প্রকার কলিকাতার Statistics বোম্বাইয়ের Statistics হইতে নাকি আলাহিদা। এ ক্ষেত্রে অর্থনীতিবিদ্ মহাশয়গণ, আপনারা তর্কসুখ যথেচ্ছ ভোগকরুন। কেবল আমাদিগের বহু পরিশ্রম এবং কষ্টলব্ধ ফসলের পূর্ব্বের মূল্য যাহাতে ফিরিয়া আসে তাহার বিধান করুন। যদিও আমাদিগের শস্যের মূল্য কমিয়াছে,

তত্রাচ ডাক্তারের মূল্য, ঔষধের মূল্য, বিদ্যালয়ের মূল্য, পুস্তকের মূল্য, জমিদারের খাজনা, মহাজনের স্থদ, চৌকীদারী ট্যাক্স প্রভৃতি সমানই আছে—অর্থনীতি-চর্চ্চাকালে ইহা বিস্মৃত হইবেন না।”

কৃষকদিগের বুঝা উচিত যে যাঁহারা নির্দ্ধারিত বেতন মাসে মাসে প্রাপ্ত হন, তাঁহারা কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিকরিতে কিছুতেই অভিলাষ করিবেন না এবং যে তাঁহাদিগের অনেকেই অর্থনীতিবিৎ এবং কথঞ্চিৎ পরিমাণে স্বার্থনীতিবিৎ। কৃষিজাত দ্রব্যের বিদেশে রপ্তানি কবে বৃদ্ধিহইবে, এবং বাট্টার হার কবে পরিবর্ত্তিত হইবে, সেই আশার উপর নির্ভর না করিয়া দেশে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কৃষকদিগের শস্যের উৎপাদন (অর্থাৎ নিজেদের প্রয়োজনীয় শস্য উৎপাদনকরিয়া, বিক্রয় করিবার নিমিত্ত শস্যের উৎপাদন) হ্রাসপূর্ব্বক ইহার মূল্য বৃদ্ধিকরা বিধেয় এবং সরিষা ইত্যাদি শস্য যাহার অন্য প্রদেশ হইতে আমদানি হ্রাস হওয়ায় গত পাঁচ বৎসরের ভিতরে বঙ্গে অন্ততঃ ৪৩টী সরিষার তৈলের কল বন্ধ হইয়াছে (হিতবাদী, ১৭ই নভেম্বার, ১৯৩৩)—এই সরিষা কিম্বা অন্য কোনও ফসল যাহার চাহিদা (demand) বঙ্গে অধিক এবং যাহা বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় না, তাহার উৎপাদন এবং সরিষার তৈল প্রস্তুতকরণ এবং সূতাকাটা, কাপড়বোনা, কিম্বা অন্য কোনও ক্ষুদ্র শিল্পে তাঁহাদিগের অবসর নিয়োগপূর্ব্বক তাঁহাদিগের আর্থিক অবস্থা উন্নত করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের পরামর্শ-দাতাদিগের বুঝা উচিত যে দেশে বিদেশে উচ্চ ডিগ্রী পাইয়া অন্ততঃ দেড়শত টাকা মাসিক বেতনের স্থলে কেহ তাঁহাদিগের মূল্য মাসিক পঞ্চাশ টাকা নির্দ্ধারিত করিলে, কিম্বা যদি কাহারও দৈনিক বেতন কুড়ি টাকা হয়, তাহা দৈনিক দশটাকায় পরিণত করিলে এবং income-tax এবং surcharge দ্বিগুণ করিলে তাঁহাদিগের যেরূপ কষ্ট হয়, সেই

রূপ কৃষকেরাও বহু পরিশ্রমলব্ধ শস্য স্বল্প মূল্যে বিক্রয়করিতে সমধিক কষ্ট অনুভবকরেন।

কেহ কেহ বলেন যে Middlemen অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়দার-দিগের জন্য কৃষকদিগের শস্যের মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এ ক্ষেত্রে middle-men দিগের কবল হইতে কৃষককুলকে রক্ষাকরা জমিদারদিগের এবং গ্রামসমষ্টির (Union Boardএর) একটী প্রধান কার্য্য হওয়া বিধেয়। যাহাতে কৃষকেরা একেবারে পাইকারী কিম্বা খুচরা বিক্রেতাদিগকে ফসল বিক্রয়করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা তাঁহাদিগের বিশেষ-রূপে কর্ত্তব্য। এই গ্রামসমষ্টিসমিতির দেখিতে হইবে যেন কৃষকেরা অতিরিক্ত কুসীদলোভীদিগের অর্থাৎ মহাজনদিগের এবং দাদন (advance)-দাতাদিগের হস্তে না পড়েন। এই সকল কৃষককে তাঁহাদিগের জমি এবং ফসল বাঁধারাখিয়া যতদিন না তাঁহাদিগের ফসল উচিতমূল্যে বিক্রয়হয়, ততদিন ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধারদেওয়ার বন্দোবস্ত করা উচিত। কৃষকদিগের অত্যধিক শস্য-উৎপাদনের নিমিত্ত যদি শস্যের মূল্য হ্রাসহইয়া থাকে, তাহা হইলে শস্য অল্প উৎপন্ন হইলে, শস্যের মূল্য বর্দ্ধিত হইবে, কিন্তু যদি জাপান প্রভৃতি স্থান হইতে অল্পমূল্যে শস্য-আমদানির জন্য মূল্যের হ্রাস হইয়া থাকে, তাহা হইলে গভার্ণমেণ্ট আমদানিশুল্ক বর্দ্ধিত না করিলে, শস্যমূল্যের বৃদ্ধি হইবে না।

কেহ কেহ বলেন যে শিক্ষিত যুবকেরা কেবল কেরাণী, উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, বিচারক ইত্যাদির কার্য্য অভিলাষকরেন; কিন্তু কৃষি ইত্যাদি কার্য্য, যাহাতে শারীরিক পরিশ্রমের অধিক আবশ্যকতা আছে, তাহা "হাতে কলমে" করিতে তাঁহারা অনিচ্ছুক। বোধহয় বঙ্গের কতকগুলি যুবকের আপৃষ্ঠলম্বিত কেশকলাপ, গুম্ফ-শ্মশ্রু-শূন্যতা

(বৃদ্ধেরা পক্ক গোঁফ ও দাড়ী-গোপনের নিমিত্ত বাধ্য হইয়া ইহা করেন) স্ত্রীজাতি-সুলভ-আগুল্‌ফ-বস্ত্রবিন্যাস এবং রাজপথে, ট্র্যামে ও বাসে চটিজুতাপরিধান এবং কলেজের ক্ল্যাসে এবং লাইব্র্যারীতে শয়নানুরূপ চেষ্টা এবং অতিরিক্ত উপন্যাস ও চলচ্চিত্রপ্রিয়তা হইতে কেহ কেহ তাঁহাদিগের দেহশ্রমবিমুখতা এবং ভাবপ্রবণতা (emotionalism) অনুমানকরিয়াছেন। কিন্তু কলেজাভিমুখে গমনশীল ছাত্রদিগকে দর্শন করিলে তাঁহারা যে শ্রুতিধর এবং রৌদ্র ও বৃষ্টি সহনে সক্ষম (capable of bearing fatigue and exposure) ইহা তাঁহাদিগের পাঁচ ছয়খানা পাঠ্যপুস্তকের এবং আতপত্রের কার্য্য তাঁহাদিগের হস্তস্থিত একখানি নোটবুকদ্বারা সম্পাদন বিশেষরূপে প্রমাণকরে।

সম্প্রতি একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বলিয়াছেন যে বাঙ্গালা যুবকেরা সাধারণতঃ ভাবপ্রবণ এবং শারীরিক পরিশ্রমে বিমুখ হইয়াছেন। এ কথা একেবারে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। অতিরিক্ত উপন্যাস-পাঠ এবং চলচ্চিত্র-দর্শন ইহার মূলীভূত কারণ বলিয়া আমরা অনুমানকরি। কোন কোন উপন্যাস ও চলচ্চিত্র দ্বারা কথঞ্চিৎ উপকার হইলেও অপকারই অধিকতর হয়। উপন্যাস ও চলচ্চিত্র বাস্তব জগৎ হইতে কাল্পনিক জগতে পাঠক ও দর্শকবর্গকে লইয়া যায় এবং শিখাইয়া দেয় যে এই কাল্পনিক জগৎ এবং বাস্তব জগৎ অভিন্ন। কতকগুলি উপন্যাস এবং চলচ্চিত্র শিক্ষাপ্রদ হইলেও, অধিকাংশ উপন্যাসলেখকেরা এবং চলচ্চিত্র-প্রদর্শকেরা ব্যবসায়হিসাবে উপন্যাসরচনা কিম্বা চলচ্চিত্র-প্রদর্শনকরেন। তাঁহাদিগের অনেকেই দেশবাসীর উপকারের জন্য উপন্যাস-রচনা অথবা চলচ্চিত্র-প্রদর্শন করেন না ; অধিকসংখ্যক পাঠক কিম্বা দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণকরিবার নিমিত্ত তাঁহারা শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যহানিকর, উত্তেজনাপূর্ণ এবং প্রেমবিষয়ক (sensa-

tional and amatory) উপন্যাস-প্রণয়ন অথবা চলচ্চিত্র-প্রদর্শন করিতে সাধারণতঃ দ্বিধা বোধ করেন না। এক কলিকাতা সহরেই এই দুইটীতে অর্থাৎ এবম্বিধ উপন্যাস-ক্রয় এবং চলচ্চিত্র-দর্শনে কত টাকা যে অপব্যয়হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ধনবান্ ও দেশহিতৈষী বলিয়া খ্যাত অনেক ভদ্রলোক এই দুইটীকে নানাপ্রকারে উৎসাহদিতেছেন। স্বার্থ ও দেশহিতৈষণার সামঞ্জস্য-বিধান বড়ই কঠিন কার্য্য।

ধর্ম্মমূলক চলচ্চিত্র মানসিক স্বাস্থ্যহানিকর এবং স্বাধীনপ্রেমবিষয়ক চলচ্চিত্র অপেক্ষা ভাল স্বীকারকরি। কিন্তু এ সকল চলচ্চিত্রে ধর্ম্মভাব পরিস্ফুট করিবার নিমিত্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রীর হৃদয়েও সেই ধর্ম্মভাবের উদয় আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ কোন বায়স্কোপ-কোম্পানী কেবল ধর্ম্মমূলক চিত্র প্রদর্শনকরেন না। তৃতীয়তঃ একটী ধর্ম্মমূলক চিত্র-দর্শনের পরে তাহার পবিত্র ভাবদ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে হইলে অব্যবহিত পরেই অন্য চলচ্চিত্র দেখিবার আর প্রবৃত্তি হওয়া উচিত নয়। কিন্তু অধিকাংশ দর্শক প্রত্যহ চিত্রের পর চিত্র-দর্শনে তাঁহা-দিগের সময় ও অর্থ ব্যয়করেন। তাঁহাদিগের মনের ভিতরে একটা অতৃপ্তি, চাঞ্চল্য এবং উত্তেজনা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং শান্তিকে নষ্ট করে। দেশে কত দরিদ্র অনশনে কিম্বা অর্দ্ধাশনে কালযাপন করিতেছে, সে দিকেত তাঁহাদিগের দৃষ্টি থাকে না, অধিকন্তু নিজের আত্মীয়-স্বজনের অভাব-দূরীকরণেও তাঁহারা অবহিত হন না, কারণ প্রত্যহ নূতন নূতন চিত্র কিম্বা অভিনয়-দর্শন-দ্বারা তাঁহাদিগের ক্ষণিক আমোদ উপভোগকরিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া চলচ্চিত্র, থিয়েটার প্রভৃতিতে তাঁহাদিগকে অর্থব্যয় করিতে বাধ্য করে। কলিকাতার বায়স্কোপের সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে এবং প্রধানতঃ ছাত্রবৃন্দ

তাঁহাদিগের অভিভাবকের কষ্টলব্ধ অর্থদ্বারা এই সকল প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন। এই অর্থদ্বারা দরিদ্র ছাত্রকে সাহায্য করিলে কত উপকার হয়! কিন্তু এ ত্যাগস্বীকার সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

অনেক 'দেশহিতৈষী' মাসিকপত্রের স্ত্রীলোক-সংক্রান্ত চিত্রগুলি দেওয়ালে লাগান চলচ্চিত্রের ছবির ন্যায় দেশের উপকার কিম্বা অপকার করিতেছে পাঠকবর্গ বিচারকরিবেন। কিন্তু কলেজের Common-roomএ এই সকল মাসিকপত্র প্রবেশ করিলেই সুন্দরী স্ত্রীলোক-দিগের ছবিগুলি দুই একদিনের ভিতরই অদৃশ্য হয়। অনেক সময়ে এই সকল ছবির স্ত্রীলোকদিগকে কলাকুশলতা (Art)-প্রদর্শন-ব্যপদেশে বেশ্যোচিত-হাবভাবযুক্তা করা হয়। এই প্রকার চিত্র ছবির দোকানগুলির সদর দরজার নিকটেও দর্শকদিগের মনোযোগ-আকর্ষণের নিমিত্ত বিলম্বিত থাকে। অধুনা স্বাধীনপ্রেম (Free-love)-বিষয়ক কবিতা যথা "আল্‌তা-পায়ে তোমার চলার ছাঁদ, তোমার গ্রীবা-চিবুক-মদিরতা.........তোমার চোখের আবেশ-বিভোলতা, (বোধহয় উদীয়-মান কবির) বর্ত্তমানের, ভবিষ্যতের ধন"।......"গলির মোড়েতে দুইটী তরুণী চলে, এলোচুলে খেলে আলো ও ছায়ার লীলা" ইত্যাদি রচনাতে অনেক শিক্ষিত এবং শিক্ষার্থী (এমন কি ম্যাট্রিকুলেশানপাশকারী) অস্মদ্দেশীয় যুবকবৃন্দ যে সমধিক দক্ষতা প্রদর্শনকরিতেছেন, তাহা আমা-দিগের উল্লাসের কিম্বা বিষাদের বিষয়, তাহা সুধীবর্গ নির্দ্ধারিত করিবেন।

উপরিলিখিত ছত্রগুলি একটী ইণ্টারমিডিয়েট-পাঠার্থীর পদ্য হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। বৈষ্ণবপদাবলী এবং এইশ্রেণীর কবিতার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মাকে গাঢ়তমভাবে সম্মিলিত করিবার নিমিত্ত বৈষ্ণবকবিগণ প্রেমিক ও প্রেমিকা-সম্বন্ধ কল্পনাকরিয়াছিলেন। তাহার ভিতর কোন কামভাব বর্ত্তমান থাকিত

না। এরূপ ঈশ্বরোপাসনা কেবল চৈতন্যদেবের ন্যায় সংযমীর উপযোগী। কিন্তু ইহার পরে এই সকল পদাবলীর অন্ধ-অনুকরণ অনেক কবি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ভিতরে কাহারও কাহারও "বঁধু"র ভিতরে ঈশ্বরের আভাস থাকিলেও, সাধারণ লোকের নিকট "বঁধু" সাধারণ প্রেমিকে পরিণত হইলেন।

আমরা realism এবং mysticism শব্দ প্রতীচ্য হইতে আমদানি করিয়াছি। Webster বলেন realism এর অর্থ "adherence to actual fact" অর্থাৎ জগতে যাহা ঘটিতেছে তাহার যথাযথ বিবরণ। Mysticismএর অভিধা occultism, obscurity (অব্যক্ত, গুপ্ত অথবা অবর্ণনীয় ভাব)। ইহার ব্যঞ্জনা এবং লক্ষণা ভক্তিদ্বারা (জ্ঞানের দ্বারা নয়) ঈশ্বরানুভূতি। চৈতন্যদেব দ্বিতীয় অর্থানুসারে একজন Mystic ছিলেন। তিনি প্রথমে অনেক তর্কবিতর্ক করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে বুঝিয়াছিলেন যে ভক্তি বিনা ঈশ্বরের উপলব্ধি হয় না। পিতা কিম্বা মাতা, পুত্র, প্রভু এবং প্রেমিকভাবে ভগবদুপাসনা এ সকলই mystic worship অর্থাৎ ভক্তিরসাশ্রিত আরাধনা বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে। আমাদিগের মত সামান্য লোকের ঈশ্বরকে পিতা, মাতা কিম্বা প্রভুভাবে আরাধনাকরা বিধেয়। প্রেমিক অর্থাৎ বঁধুভাবে ভগবান্‌কে আরাধনা করিতে হইলে আত্মসংযমের পরাকাষ্ঠা আবশ্যক, কারণ এইরূপ উপাসনাতে মনে অণুমাত্র কামভাবের উদয় হওয়া অতীব দূষণীয়।

যদিও শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত রাসলীলা একটী বিস্তৃত রূপক, বৈষ্ণবেরা ইহাকে বাস্তব বলিয়া দৃঢ়রূপে বিশ্বাসকরেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে (হিতবাদী-সংস্করণ পৃঃ ৯৬৪) উদ্ধবের বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন-বর্ণনা হইতে নিম্নলিখিত ছত্রগুলি উদ্ধৃত হইল-"শুক কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণদর্শনাভিলাষিণী গোপিকাদিগের এইরূপ বাক্য শ্রবণকরিয়া শ্রীকৃষ্ণের সংবাদদ্বারা

তাঁহাদিগকে সান্ত্বনাকরিয়া উদ্ধব কহিলেন, 'অহো! আপনারা কৃত-কৃতার্থ এবং পূজ্য, যেহেতু আপনারা ভগবান্ বাসুদেবে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন। দান, ব্রত, তপস্যা, জপ, হোম, বেদপাঠ, ইন্দ্রিয়সংযম এবং অন্যান্য মাঙ্গলিক কর্ম্মদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিসাধন করিতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে শ্রীকৃষ্ণে আপনাদিগের অচলা ভক্তি হইয়াছে। আপনারা পতি, পুত্র, দেহ, পরিজন ও গৃহ প্রভৃতি পরিত্যাগকরিয়া যে উত্তম-শ্লোক পরমপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, তাহা আপনাদিগের সৌভাগ্য। হে মহাভাগাসকল! আপনাদিগের কৃষ্ণ-বিরহে আমি অনুগৃহীত হইলাম, যেহেতু আপনাদিগের প্রেমসুখ আমি দর্শনকরিলাম।" এইস্থানে যে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীর সম্বন্ধবর্ণনা দ্বারা পরমাত্মা ও জীবাত্মার পবিত্র সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীদিগের সম্বন্ধবর্ণনায় পতি এবং পত্নীর সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে। হিন্দু পরিবারে পতি ও পত্নীর সম্বন্ধের ভিতরে সামান্য কামভাব প্রথমে থাকিলেও, পরে পুত্র-কন্যার মাতা, শ্বশুর, শ্বশ্রূ অবং অন্যান্য গুরুজনের এবং স্বামীর শুশ্রূষাকারিণী, পরোপ-কারব্রতা, কর্ত্তব্যপরায়ণা, গৃহের অধিষ্ঠাত্রীরূপে পত্নী কামভাবের অতীতা হইয়া সংসারে বিরাজকরেন। কোন কোন তথাকথিত (so-called) বৈষ্ণব বলেন যে ঈশ্বরকে উপপতি ভাবিলে গাঢ়তম ভগবদাসক্তির উদ্রেক হয়। আমরা মনে করি যে 'উপপতি এবং উপপত্নী' বাক্যদ্বয় হিন্দুসমাজে কেবল অনিয়ন্ত্রিত কামাসক্তি এবং কামচরিতার্থতা ব্যতীত আর কিছুই জ্ঞাপনকরে না। তথাকথিত বৈষ্ণবগণ নিজেদের কদাচার সমর্থনকরিবার অভিপ্রায়ে পরমাত্মা এবং জীবাত্মার পবিত্র সম্বন্ধের ভিতরে উপপতি-উপপত্নী সম্বন্ধ প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। তথাকথিত বৈষ্ণবদিগের ভিতরে কেহ কেহ চার্ব্বাকন্যায় (sophistry) অবলম্বন-

পূর্ব্বক এই সম্বন্ধ উপলব্ধিকরিবার নিমিত্ত পরকীয়ারস আস্বাদন আবশ্যক; এই কথা বলিয়া ধর্ম্মভীরু বৈষ্ণবদিগের কত যে অনিষ্ট করিয়াছেন, তাহা অবর্ণনীয়, এবং কেহ কেহ পবিত্র গুরু-শিষ্যা-সম্বন্ধও কলুষিত করিয়াছেন। ইহাদিগের ভিতর কেহ কেহ বলেন যে বিখ্যাত পদকর্ত্তা চণ্ডীদাসের পদাবলী হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল কেবল চণ্ডীদাসের রজকিনী রামীর প্রতি আসক্তি অর্থাৎ তাঁহাদের ভাষায় বলিতে গেলে, রামীকে চণ্ডীদাসের 'সাধনমার্গের সঙ্গিনী' করার জন্য। আমরা জানি যে চৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের পদাবলী ভালবাসিতেন, কিন্তু যদি কেহ বলেন যে চণ্ডীদাসের রজকিনী রামীর প্রতি প্রসক্তি চৈতন্য-দেব অনুমোদনকরিতেন, তাহা হইলে সত্যের বিষম অপলাপ হইবে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের ১২৮ অধ্যায়ে ভাণ্ডীরবনে সমবেত গোপ-গোপীগণকে শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগ-বর্ণনাপ্রসঙ্গে উপপতি-উপপত্নী-সম্বন্ধকে বিশেষরূপে নিন্দাকরিয়াছেন।

সেই জন্য আমরা বলি যে শ্রীমদ্ভাগবতে অনেক শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সেই সকল শ্লোক শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীদিগের মধ্যে উপপতি-উপপত্নী-সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের পবিত্রভাবকে কলুষিত করিয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে শুকদেবকর্ত্তৃক শিশুনাগবংশ (খৃঃ পূঃ ৬৪২-৪১৩), নন্দবংশ (খৃঃ পূঃ ৪১৩-৩২৬), মৌর্য্যবংশ (খৃঃ পূঃ ৩২৬-১৮৫), শুঙ্গবংশ (খৃঃ পূঃ ১৮৫-৭৩), কণ্ববংশ (খৃঃ পূঃ ৭৩-২৮), অন্ধ্রবংশ (খৃঃ পূঃ ২৮-খৃঃ ২২৫) এবং তদনন্তর আভীর, যবন, ক্ষত্রিয়রূপী ম্লেচ্ছ-নৃপতিদিগের (সম্ভবতঃ ক্ষহরাট্ ও শকরাজগণের) রাজত্ব বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে গুপ্তরাজগণের (খৃঃ ৩২০-৫০০) বর্ণনা নাই। শ্রীমদ্ভাগবত সম্ভবতঃ ৩২০ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

যদিও ইহাতে গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া এবং শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনে ব্রজাঙ্গনা-বিলাপ বর্ণিত হইয়াছে, ইহাতে রাধার নাম নাই। রাজবংশের তারিখগুলি Smith সাহেবের ইতিহাস হইতে লইয়াছি।

হরিবংশে কিম্বা বিষ্ণুপুরাণেও রাধার নাম নাই; কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ ও পদ্মপুরাণে ইহা আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বর্ণিত আছে শ্রীরাধা ও গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গোলোকে অবস্থান করিতেন। তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন এবং পুনরায় পার্থিবলীলার অবসানে গোলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া-ছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ যে শ্রীমদ্ভাগবতের পরে রচিত হইয়া-ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে, ব্রহ্ম. পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, শ্রীমদ্ভাগবত, নারদ, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম্ম, গরুড় এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে এই সকল পুরাণের পরে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ রচিত হইয়াছিল। ইহাতে রাজবংশ-বর্ণনা নাই বলিয়া ইহার বয়স নির্দ্ধারণ-করা কষ্টসাধ্য।

আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের রচনাকাল ৩২০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহার অর্থ যে শ্রীমদ্ভাগবতের শেষ সংস্করণ এই সময়ে লিখিত হইয়াছিল। পুরাণগুলির প্রথম সংস্করণ সুদূর অতীতকালে রচিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত জয়শোয়াল তাঁহার বরদার অভিভাষণে বলিয়াছেন যে পুরাণে যে জল-প্লাবনের কথা বর্ণিত আছে তাহা যে সত্যই সংঘটিত হইয়াছিল, ইহা উলি সাহেব প্রমাণকরিয়াছেন। মেসোপটেমিয়া হইতে রাজপুতানা পর্য্যন্ত ভূখণ্ড সেই সময়ে জলপ্লাবিত হইয়াছিল। তিনি এই অভিভাষণে Museum-স্থাপন বিষয়ে মনোযোগী হইতে আমাদিগকে বলিয়াছেন। আমরা বিবেচনা করি যে প্রত্যেক জেলায় এক একটী ছোটখাট

Museum থাকা আবশ্যক। প্রাচীন মূর্ত্তি, প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন বাস্তু-শিল্পের ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি ইহাতে সংগৃহীত হইলে ভবিষ্যতে এই সকল বস্তু এই জেলার, কিম্বা প্রদেশের এমন কি সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাস-সঙ্কলনে সাহায্য করিতে পারে। জয়শোয়াল মহাশয় বলিয়াছেন যে কতকগুলি মুদ্রা (punch-marked coins), সোহগৌর তাম্রফলক, কুম্‌হ্রারের প্রস্তরস্তম্ভ প্রভৃতি মৌর্য্যসময়ের ইতিহাসরচনা-বিষয়ে ঐতিহাসিকদিগকে সাহায্যকরিতেছে।

বৈষ্ণবকবিগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসকরিতেন। বিষ্ণু অথবা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহাদিগের স্থির বিশ্বাস ছিল। শ্রীরাধা এবং অন্যান্যা গোপী, যাঁহারা ভগবান্ অথবা বিষ্ণু অথবা শ্রীকৃষ্ণের গোলোকে সঙ্গিনী ছিলেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, বৈষ্ণবেরা বিশ্বাস করিতেন। রাধা প্রভৃতি গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে লীলা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের স্থির বিশ্বাস ছিল। এখনও পর্য্যন্ত বৈষ্ণবেরা সেই সকল লীলাস্থান দেখিতে বৃন্দাবনে গমন করেন। তাঁহারা এই লীলাকে রূপক (allegory) বলিয়া মনে করেন না। রাধাপ্রভৃতি গোপী—পতি, পুত্র, সুহৃদ্, সহোদর এবং সর্ব্বপ্রকার বিষয়-আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণে (ঈশ্বরে) যেরূপ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আত্মসমর্পণ চৈতন্যদেবপ্রভৃতি বৈষ্ণবদিগের আদর্শ ছিল। এইরূপে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিবার নিমিত্ত চৈতন্যদেব যুবতী স্ত্রী, স্নেহময়ী মাতা, ধন, বিদ্যাভিমান, যশোলিপ্সা—সমস্ত বিষয়াসক্তি পরিত্যাগকরিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে মানবজাতির প্রতি গভীর প্রীতি থাকিলেও এবং সংযমের উচ্চতম-সোপানে তিনি আরোহণ করিলেও, তিনি তাঁহার মাতৃদেবী এবং

মাতৃস্থানীয়া দুই একটী নারী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোককে, আত্মসংযমের কোনপ্রকার ব্যতিক্রম হওয়ার ভয়ে, তাঁহার নিকটে আসিতে দিতেন না এবং সংযমের অভাবের জন্য ছোট হরিদাস ও কালাকৃষ্ণদাসকে পরিত্যাগকরিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের মত ব্যক্তিই রাধা কিম্বা গোপী-ভাবে ঈশ্বরোপাসনা করিবার উপযুক্ত পাত্র। তিনিও তাঁহার সন্ন্যাসের শেষ দ্বাদশ বৎসর নিভৃত গৃহের ভিতরে কেবল সংযমী রামানন্দরায় ও স্বরূপদামোদরকে লইয়া এপ্রকার উপাসনা করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে দাসভাবেও ভগবানের আরাধনা করিতেন।

কিন্তু প্রবেশ করেছেন অনেক বাঙ্গালা কবিতাতে 'বঁধু' এবং 'বঁধুয়া' এক্ষণে। এসেছেন এ সকল 'বঁধু' অজানা দেশ হ'তে। হন্ তাঁরা অচেনা, কারণ তাঁরা ভগবান্, কি পতি, কি স্বাধীন প্রেমিক—সহজে (অর্থাৎ এখনকার realism, mysticism এবং artএর অর্থ সম্যক্ অধিগত না হইলে এবং insight না থাকিলে)—ইঁহাদিগকে চিনিয়া উঠা যায় না। ইঁহাদিগের স্রষ্টাদিগের কেহ কেহ বিলাস-বিভবে নিমগ্ন। ইঁহাদিগের কেহ কেহ mysticismএর অর্থ করেন অতৃপ্তি—restlessness—লালসার অনিবৃত্তি—fondness for change or variety—প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি এবং ভক্তি নয়। যোগাইতেছে ইন্ধন ইহাতে—তথাকথিত বৈষ্ণবদিগের পরকীয়া-রস এবং realism and art[১] অর্থাৎ realistic and artistic স্বাধীন-প্রেম-সম্বন্ধীয় উপন্যাস, realistic and artistic free-love-সম্বন্ধীয় কবিতা, realistic and artistic স্বাধীনপ্রেমবিষয়ক cinema, কতকগুলি মাসিকপত্রিকার realis-

১। আমরা 'art'এর অর্থ এখনও বুঝিতে পারি নাই। Artএর অর্থ কেহ কেহ বলেন 'শিল্প'; কেহ কেহ বলেন ইহার অর্থ 'কলা', অবশ্য 'কদলী' নয়। 'কলার' আভিধানিক অর্থ নৃত্যগীতাদিচতুঃষষ্ঠী (৬৪) বিদ্যা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ-

tic and artistic সুন্দরী স্ত্রীর প্রতিকৃতি, co-education,[২] স্ত্রীপুরুষের অবাধমিশ্রণ, জাতিভেদবিলোপপ্রস্তাব, communism—এবংবিধ নানাপ্রকারের শৃঙ্খলতা অথবা উচ্ছৃঙ্খলতা—সমাজে। ভুগিতেছেন, ইহার সুধাময় অথবা বিষময় ফল হিন্দুমাতা, হিন্দুপিতা, হিন্দুভর্ত্তা এবং হিন্দু-বনিতা।

সকলে দুইটী বিভাগ স্থাপিত করিয়াছেন—কলাবিভাগ এবং বিজ্ঞানবিভাগ। ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র (Logic) প্রভৃতি কলাবিভাগে শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু শব্দকল্পদ্রুমে যে ৬৪ কলার (চারুকলা অথবা চারুশিল্প—Fine Arts—ইহার অন্তর্গত) ফর্দ্দ দেওয়া হইয়াছে, এ সকল তাহার অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু 'বৃক্ষায়ুর্ব্বেদযোগাঃ' একটী কলা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহার ভিতরে কদলীর চাষের কথা থাকিতে পারে। আমাদিগের Universityতে অঙ্কশাস্ত্র (Mathematics) কখনও কলাবিভাগে, কখনও বিজ্ঞানবিভাগে অবস্থান করে। চতুঃষষ্ঠী কলার ভিতরে—নৃত্য, গীত, বাদ্য, ঐন্দ্রজাল (magic), মেষ-কুক্কুটলাবক(একপ্রকার পক্ষী)-যুদ্ধবিধি, শুকসারিকা-প্রলাপন (পাখী-পড়ান), দ্যূতবিশেষ (বোধহয় পাশাখেলা) ইত্যাদি আছে। কিন্তু এগুলি আমাদিগের কলেজে শিক্ষা দেওয়া হয় না। কখনও কখনও social function প্রভৃতিতে নৃত্যগীতবাদ্য কলেজেও হয়, স্বীকার করি। পাখী পড়ান শিখান হয় না সত্য; কিন্তু উভয় বিভাগের অর্থাৎ কলা এবং বিজ্ঞানবিভাগের ছাত্র পরীক্ষার সময়ে আপনাদিগকে পাখী করিয়া 'note'গুলি cram করেন। আর একদিক হইতে দেখিতে গেলে Psychology, Mathematics প্রভৃতি 'Art'বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়। অবশ্য Logic, Literature, Civics প্রভৃতিকে Practical Science কিম্বা Artবলা যাইতে পারে। সেই জন্য Art এবং Science নামক কলেজের বিভাগ প্রকৃতপক্ষে অর্থবিহীন; কিন্তু বাটী-হিসাবে দুইটী সম্পূর্ণ আলাহিদা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Art-বিভাগ কলেজ ষ্ট্রীটে এবং Science-বিভাগ Circular Roadএ।

২. From Encyclopaedia Britannica, (14th Edition,)—"In England the custom has been on the whole to separate the sexes for education after infancy...Defence of customary separation upon theoretical and practical grounds is not lacking."

হ'তেছে বিশিষ্টতা এই সকল কবিতার অসাধারণ দক্ষতা ছন্দঃ-রচনায় রচয়িতার। লইয়া যাইতেছে কিনা এই সুমধুর ছন্দঃ—নিহিত ভাব যাহাই (অর্থাৎ স্বাধীন-প্রেম-বিষয়ক) থাকুক না কেন—গ্রীক্‌, mythologyর Sirenদিগের গীতের ন্যায়—পাপ অথবা পুণ্যের পথে হিন্দু যুবক ও যুবতীকে দ্রুতবেগে, তাহা বিবেচ্য সুধীগণের।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে **Kālidāsa and Vikramāditya** গ্রন্থে (p. p. 534—35) **art** সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম এবং যাহা বিখ্যাত জার্ম্মাণকবি Schillerএর অনুমত, তাহা এক্ষণে সম্ভবতঃ obsolete হইয়া গিয়াছে—

"Not only in discarding the unities of space and time, but also in another important respect Kālidāsa seems to be superior to Greek Dramatists. He could never have chosen Clytemnestra's adultery and murder of her husband,...as the themes of his dramatic compositions. The test of the highest art is its capacity for not only affording us delight, but also its ability to give us an insight into the true nature of things and a stimulus to repress our baser passions and to direct us along the path in which we may be enlightened and ennobled. There are numerons things in this world, which render the darkness of our intellect thicker and incite our lower impulses. We therefore expect our literary heroes to help us to know the truths we do not know and live a higher life which unaided we cannot live."

পঞ্চাশবৎসর পূর্ব্বে আমরা আমাদিগের কাঁচরাপাড়াগ্রামের অন্ততঃ চারিপাঁচজন উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণকে কাঁচরাপাড়ার রেল-কারখানাতে লৌহ, পিত্তল ইত্যাদির মিস্ত্রীর (বাইশম্যান— Vicemanএর) কার্য্য করিতে দেখিয়াছি। এ কার্য্যের জন্য তাঁহারা সমাজে 'পতিত' হন্ নাই। আমরা বিগত চল্লিশবৎসর যুবকদিগের উচ্চশিক্ষার সহিত সংসৃষ্ট আছি এবং সেইজন্য বলিতে পারি যে অনেক শিক্ষিত যুবক এক্ষণে 'হাতেকলমে' কৃষি ইত্যাদি কার্য্য করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। উচ্চজাতীয় শিক্ষিত যুবকেরা দোকানের নামগুলি শিষ্ট সংস্করণ যথা 'পাদুকাশিল্পসদন,' 'পাদুকাগার' ইত্যাদি করিয়া চামড়া পরিষ্কার এবং জুতা বিক্রয়করিতেও দ্বিধা বোধ করিতেছেন না। একজন উচ্চ-জাতীয় এবং কলিকাতা ও জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-ডিগ্রীপ্রাপ্ত আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব সহযোগী কর্পোরেশন-ষ্ট্রীটে চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্যের দোকান স্থাপনকরিয়াছিলেন, আমরা জানি।

বঙ্গে বিশেষতঃ নিম্নবঙ্গে ম্যাল্যারিয়ার প্রাদুর্ভাব জন্য পল্লীগ্রামগুলি অতিশয় অস্বাস্থ্যকর হওয়াতে এবং আবশ্যকীয় অভিজ্ঞতা ও মূলধনের অভাবের নিমিত্ত, শিক্ষিত যুবকেরা ইচ্ছা থাকিলেও কৃষি ইত্যাদি কার্য্য বিস্তৃত ভাবে করিতে সক্ষম হইতেছেন না। 'বিস্তৃতভাবে' শব্দের অর্থ এই যে অন্ততঃ মাসে পঞ্চাশটাকা ইহা হইতে উপার্জ্জন করিতে সমর্থ না হইলে এই সকল যুবকের সংসার 'অচল' হইবে। ইহাদিগের অনেকে under-graduate হইলেও কৃষি এবং শিল্পবিজ্ঞানের practical application (প্রয়োগ-বিধি) এবং organisation, (সংগঠন-প্রণালী) বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। সেইজন্য আমরা প্রত্যেক Union-Board অথবা গ্রামসমষ্টিতে কৃষি এবং কতকগুলি শিল্পের technique এবং organisation শিক্ষাদিবার জন্য একটী ক্ষুদ্র

আদর্শ শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি। যে **Union-Board** যে ফসলের ও শিল্পের উপযোগী, সেই ফসলের এবং শিল্পের প্রয়োগবিধি এবং সংগঠনপ্রণালী সেই **Union-Board**এর শিক্ষা দেওয়া বিধেয়। অন্যপ্রকার কৃষি কিম্বা শিল্প-শিক্ষার্থীদিগের অন্য **Union-Board**এ শিক্ষার জন্য যাইতে হইবে। এই সকল প্রতিষ্ঠানদ্বারা এরূপ শিক্ষা দিতে হইবে যে সামান্য (দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, পাঁচশত টাকা) মূলধন নিয়োগকরিয়া প্রত্যেক যুবক যেন মাসে অন্ততঃ পঞ্চাশটাকা উপায়করিতে সক্ষম হন।

ইউরোপে শৈশব হইতে 'শিক্ষা' এরূপ ভাবে প্রদান করা হয় যে একই সময়ে 'জ্ঞান' অর্জ্জনহয় এবং প্রয়োগবিধিও অধিগত হওয়া যায়।

From Encyclopaedia Britannica (14th Edition)—"Within the schools of Germany there is new life. In the elementary school the pupil is no longer a passive listener, but is a productive worker." "The Welsh Departmentof the Board of Education have stimulated the extension of the idea that rural lore including history, antiquities, architecture, folksong and speech should be cultivated in county-schools. Connected with this trend is the tendency to localise Geography-teaching by studying closely on the one hand the geography of the town, village or region and on the other to supplement the local study by school-journeys." "In the best elementary and some secondary schools (in England) school-

children are now being taught in carefully-prepared lessons the true value of the products offered to the public to satisfy the desire for food, clothing, shelter, recreation, transportation and other necessaries." "Another movement has grown quietly without the support of a great name, but has been spreading by its own reasonableness. This is the ruralising of many schools not only in the country but also in many towns...Gardening is very popular and a school often includes bee-keeping and even poultry-keeping." "The school as pointed out elsewhere incidentally gives in the English, Arithmetic, Geometry and other subjects that it teaches a good deal of the technical equipment the pupil will require in commerce and to some extent in industry" "The handicraft for boys usually means in England handicraft in wood and metal and for girls besides needlework and cookery, laundry-work, housecraft and the simple beginnings of crafts like weaving, basketry embroidery, lacemaking and pottery."

আমরা Union-Board কিম্বা গ্রামসমষ্টি-সমিতির উপরে অনেক কার্য্য ন্যস্ত করিয়াছি। আমরা যে Union-Boardএর বিষয় ভাবিতেছি, তাহা এখনকার Union-Board নয়। প্রস্তাবিত Union Boardএর ক্ষমতা যেরূপ বাড়িবে, সেইরূপ দায়িত্ব বৃদ্ধিহইবে।

ইহার প্রেসিডেণ্ট হইবেন Subdivisional Magistrate; কিন্তু সহকারী প্রেসিডেণ্ট হইবেন গ্রামসমষ্টির একজন উপযুক্ত, বিশিষ্ট এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি। সহকারী প্রেসিডেণ্ট যদি স্বার্থপর হন্, দেশের মঙ্গল-বিধানে যত্নবান্ না হন্, কেবল দলাদলি করিতে অভ্যস্ত হন এবং ক্ষমতা পাইলেই অপর পক্ষকে নির্য্যাতিত করিতে উৎসুক হন্ অর্থাৎ যদি তিনি তাঁহার ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, তাহা হইলে গ্রাম-সকলের আরও অধঃপতন হইবে। Union-Boardএর সহকারী প্রেসি-ডেণ্ট্‌কে মাসিক allowance স্বরূপ পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া উচিত। আমাদিগের স্থির বিশ্বাস যে এই সকল পল্লীগ্রামের উন্নতি Union-Board সকলের উপরে অধিক পরিমাণে নির্ভর করিবে। গভার্ণমেণ্টের অন্যপ্রকারে ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া এই সকল Union-Boardকে সাহায্য করিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাবডিভিস্যানাল ম্যাজিষ্ট্রেটের ন্যায়পরায়ণ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এবং সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে হইবে। তাঁহার পল্লীসংগঠন প্রধান কার্য্য হইবে। সাবডিভিস্যানাল ম্যাজিষ্ট্রেটের সতর্কতার সহিত সহকারী প্রেসিডেণ্টকে নির্ব্বাচিত করিতে হইবে। এরূপভাবে সহকারী প্রেসিডেণ্ট মনোনয়ন করিলে কাহারও কোনরূপ অভিযোগ করা সম্ভব হইবে না।

শিক্ষিত যুবকেরা যাহাতে অন্ততঃ গ্রাসাচ্ছাদনউপযোগী অর্থ অর্জ্জন করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা আমাদিগের সকলেরই——রাজা ও প্রজা সকলেরই ——করিতে হইবে। কিন্তু যুবকদিগের কি এ বিষয়ে কোন কর্ত্তব্য নাই? তাঁহাদিগের সদাচারদ্বারা রাজা-প্রজা সক-লেরই সহানুভূতি অর্জ্জনকরিতে হইবে। তাঁহাদিগের হিংসাবৃত্তিমূলক কার্য্যকে ঘৃণাকরিতে হইবে এবং বিপথগামী যুবকদিগের সংস্রব ত্যাগ করিতে হইবে। গৃহে এবং পল্লীতে অভিভাবক, অন্যান্য গুরুজন এবং

প্রতিবেশীদিগের প্রতি সমুচিত বিনয় ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনকরিয়া এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে মনোযোগী হইয়া, শিক্ষকদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক, তাঁহাদিগকে উপহাসাস্পদ না করিয়া, proxy-দেওয়া এবং পরীক্ষায় নকল-করা প্রভৃতি জুয়াচুরী পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক, অকপটতা, সততা এবং সত্যে অনুরাগী হইয়া, পরোপকারে অবহিত হইয়া, নানাপ্রকার বিলাসিতাতে অভিভাবকদিগের কষ্টলব্ধ অর্থ নষ্ট না করিয়া, ভাবী পত্নীর অভিভাবককে পণের জন্য নিপীড়িত না করিয়া, সর্ব্ববিধ প্রলোভন হইতে দূরে অবস্থানপূর্ব্বক এবং আত্মসংযমবিরোধী কার্য্য হইতে বিরত থাকিয়া এবং ভগবানে আস্থা স্থাপনপূর্ব্বক এবং তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া, পুরাকালের প্রথমাশ্রমী ব্রহ্মচারীর ন্যায় অধ্যবসায়, সাহস, সংযম, ভক্তি এবং আশার সহিত জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। "শিক্ষিত বঙ্গীয় হিন্দু যুবকগণ! তোমরা বিবিধ সদ্‌গুণ-সমন্বিত হইলেও, তোমাদিগের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার প্রধান কারণ——তোমাদিগের বিলাসিতা এবং তোমাদিগের আন্তরিকতার, সংযমের এবং ভগবদ্ভক্তির অভাব। সদাচারী হও, পরোপকারে রত হও, কপটতা পরিত্যাগকর, আলস্য এবং উচ্চজাত্যভিমান পরিহারপূর্ব্বক বিবিধ শিল্প এবং কৃষিতে সততার সহিত আত্মনিয়োগ কর এবং নৈরাশ্যের নিবিড় অন্ধকারেও নিরুৎসাহ না হইয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও। দেখিবে ভগবানের কৃপায় আমাদিগের প্রিয় জন্মভূমির ঘোর অমানিশা বিদূরিত হইয়া ইহা পূর্ণিমার আলোকে উদ্ভাসিত হইবে। তোমাদিগের আর একটী মহৎ কর্ত্তব্য আছে। তোমাদিগের মাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, আত্মীয়া, প্রতিবেশিনী যাহাতে দুর্ব্বৃত্তদ্বারা নির্য্যাতিতা না হন্, সে বিষয়ে তোমাদিগের বিশেষরূপে মনোযোগী হইতে হইবে। কেবল বহিঃশত্রু-আক্রমণের দিকে দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না। তোমাদিগের নিজেদের সংসারের

ভিতরে তাঁহারা যাহাতে উৎপীড়িতা না হন; সেদিকেও তোমাদিগের মনোযোগ দিতে হইবে। তোমরা সকলেই সংবাদপত্র পাঠকর এবং দেখিতে পাও, কত হিন্দু-স্ত্রী বাহিরের এবং ঘরের দুর্ব্বৃত্ত ও দুর্ব্বৃত্তাদ্বারা নিপীড়িতা হইতেছেন! বঙ্গের শিক্ষিত হিন্দুযুবক! এই ঘরের বাহিরের এবং ঘরের ভিতরের অত্যাচার-নিবারণে তোমাদিগকে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। আমাদিগের দৃঢ়বিশ্বাস যে শতকরা পঁচাত্তরস্থলে পুরুষেরাই হিন্দুস্ত্রীকে বিপথগামিনী করায়। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ষিতা হিন্দুস্ত্রীকে শুদ্ধিপূর্ব্বক পুনরায় সমাজের ভিতরে আনয়ন তোমাদিগের ন্যায় শিক্ষিত হিন্দুযুবকের মহৎ কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত।”

আমরা হিন্দুবালিকা এবং হিন্দুযুবতীদিগকে ও বলি, “মা! তোমরাও প্রতীচ্যের অন্ধ অনুকরণ ত্যাগকর। প্রতীচ্যের ন্যায় উচ্চশিক্ষা, স্বাস্থ্য, বল ও সাহস অর্জ্জনকর। কিন্তু হিন্দুসমাজের বিশিষ্টতা (গোঁড়ামি নয়) সর্ব্বদা রক্ষাকরিতে চেষ্টা কর। প্রলোভনের যতদূরে সম্ভব অবস্থান কর। শ্রবণ-সুখপ্রদ হইলেও co-education এবং অবাধমিশ্রণ এবং ক্ষণিক-আনন্দপ্রদ হইলেও স্বাধীনপ্রেমবিষয়ক চলচ্চিত্র, উপন্যাস এবং কবিতা বিষবৎ বর্জ্জনকর। সংযম অভ্যাসকর, আলস্য এবং বিলাসিতা-পরিহারপূর্ব্বক এবং সর্ব্বপ্রকার অনাবশ্যক সাংসারিক ব্যয় সঙ্কোচন-পূর্ব্বক অন্নবস্ত্রহীন দেশবাসীর দুঃখ-দারিদ্র-দূরীকরণে আত্মনিয়োগ কর, গুরুজনকে সমুচিত সম্মান প্রদর্শনকর, সত্যে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং ভগবানে ভক্তিমতী হইয়া এবং কর্ত্তব্যপরায়ণা এবং পূতচরিত্রা হইয়া এবং তোমাদিগের সতীত্ব ও ধর্ম্ম প্রাণদিয়াও রক্ষাপূর্ব্বক, সাবিত্রী, সীতা প্রভৃতি হিন্দুরমণীর পূত-স্মৃতি চিরস্থায়ী কর এবং সর্ব্ববিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে যোগদানপূর্ব্বক তোমাদিগের জন্মভূমি বঙ্গদেশকে ‘সোণার বাঙ্গালায়’ পরিণত কর।”

পূর্ব্বেও হিন্দু-সভ্যতার বিশিষ্টতা-রক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয় বলিয়াছি। প্রত্যেক সভ্য-সমাজের অথবা জাতির বিভিন্ন আদর্শ আছে। সুশিক্ষা সেই আদর্শ অধিগত হইবার বিষয়ে সাহায্য করে। এ সম্বন্ধে **Encyclopaedia Britannica (14th Edition)** হইতে নিম্নে কতকগুলি ছত্র উদ্ধৃত হইল—

"Education is an attempt on the part of the adult members of a human society, to shape the development of the coming generation in accordance with its own ideals of life......A school must be a genuine society inspired by the *best ideals of the national character* and therefore able to transmit to and confirm in its pupils the traits which enter into those ideals. The so-called public schools of England have won their repute mainly because they are deemed to have been successful *in this fundamentally important part of a school.* It is well-known that respect for physical vigour and prowess, good manners, public spirit, self-restraint and training in the responsible use of freedom and self-government are the main ingredients fused in the powerful social ideals of those schools. All these are valuable elements in the formation of any citizen and should accordingly find their place in the life of schools of any type."

কেহ কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে হিন্দুজাতির অথবা হিন্দুসভ্যতার বিশিষ্টতা, যাহা প্রত্যেক হিন্দুর রক্ষাকরা কর্ত্তব্য, তাহা কি। আমাদিগের ক্ষুদ্রবুদ্ধি দ্বারা যাহা আমরা অবগত হইতে সক্ষম হইয়াছি, তাহা আমরা নিম্নে বিবৃত করিলাম—

(১) ভগবদ্ভক্তি—দৃষ্টান্ত—ধ্রুব, প্রহ্লাদ, চৈতন্যদেব প্রভৃতির।

(২) স্ত্রীপুরুষের সংযম এবং পবিত্রতা। সতীত্ব হিন্দুরমণীর অমূল্য নিধি, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর—দৃষ্টান্ত—সাবিত্রী, সীতা, জহরব্রতাচারিণী রাজপুত-রমণী প্রভৃতি। তন্নিমিত্ত প্রলোভনের দূরে অবস্থান করার এবং সংযম অভ্যাসকরার বিশেষ আবশ্যকতা এবং হিন্দু স্ত্রীর সতীত্ব যাহাতে দুর্ব্বৃত্তদিগের দ্বারা নষ্ট না হয়, তদ্বিষয়ে সকল হিন্দু পুরুষ ও স্ত্রীর সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার আবশ্যকতা।

(৩) সত্যপ্রিয়তা—দৃষ্টান্ত—প্রহ্লাদ, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির।

(৪) দানশীলতা—দৃষ্টান্ত—হরিশ্চন্দ্র, কর্ণ, হর্ষবর্দ্ধন প্রভৃতির।

(৫) সর্ব্বজীবে দয়া—দৃষ্টান্ত—বুদ্ধদেব, মহাবীর, অশোক, চৈতন্যদেব প্রভৃতির।

(৬) বিলাসিতা-পরিহার—দৃষ্টান্ত—বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব, লালাবাবু (কলিকাতার পাইকপাড়ার জমীদার কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ), মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতির।

(৭) গুরুজনে ভক্তি—দৃষ্টান্ত—রামচন্দ্র, উতঙ্ক, উপমন্যু, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতির।

(৮) স্বদেশপ্রীতি এবং স্বধর্ম্মপ্রীতি—দৃষ্টান্ত—পুরু (King Poros), দ্বিতীয় পৃথ্বীরাজ (রায় পিথোর), রাণা প্রতাপ, প্রতাপরুদ্র (চৈতন্যদেবের শিষ্য), কৃষ্ণদেবরায় (বিজয়নগররাজ), শিবাজী প্রভৃতির।

(৯) অন্নপ্রাশন, উপবীতধারণ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডের

এবং দেব-দেবী পূজার নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সম্পাদন, কিন্তু পূজা হইতে পশুবলি, মদ্যপান প্রভৃতি কদাচার নিষ্কাশন—গৌঃ কাঃ পৃঃ—৪৪৫ দেখুন।

(১০) বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ; বর্ত্তমানে গোড়ামি-বিরহিত এবং নীচজাতি প্রতি ঘৃণাবিবর্জ্জিত বর্ণধর্ম্ম, কিন্তু জাতি-ভেদ-বিলোপ নয়—

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততোগ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহং ॥

ভগবান্ কহিলেন—"চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ আমার ভক্ত নহে, কিন্তু আমার ভক্ত যদি শ্বপচ অর্থাৎ চণ্ডাল হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও আমার প্রিয় " (গৌঃ কাঃ পৃঃ ২৮২ দেখুন)।

চতুরাশ্রম এক সময়ে হিন্দু-ধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ ছিল। এক্ষণে কোন হিন্দু গৃহস্থ—এমন কি 'সনাতনী' মহোদয়েরাও———নিজের গৃহ, চাকরির কিম্বা ব্যবসায়ের স্থান এবং পূজাবকাশে স্বকীয় অথবা পরকীয় প্রবাস-আশ্রম ব্যতীত পুরাকালের কোন আশ্রমে বাস করেন না।

(১১) প্রায়শ্চিত্তের উদার ব্যবস্থা—দৃষ্টান্ত—পুরাকালে শক, দরদ, পহ্লব, গুর্জ্জর প্রভৃতি অহিন্দুজাতিকে হিন্দু বলিয়া গণ্য করণ; চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ এবং তৎপুত্র বীরভদ্রকর্ত্তৃক আচণ্ডালে ভক্তি-বিতরণ-পূর্ব্বক তাহাদিগকে বৈষ্ণব-করণ।

(১২) বেদ, উপনিষৎ, দর্শনশাস্ত্র, জ্যোতিষ্‌শাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, সঙ্গীতশাস্ত্র, মহাকাব্য, পুরাণ, কাব্য, নাটক, অলঙ্কারশাস্ত্র, ব্যাকরণ, বাস্তুশিল্প, দেবমন্দির, তীর্থস্থান, স্তম্ভলিপি, পর্ব্বত-গাত্রলিপি, তাম্রফলক প্রভৃতি।

উপরি-লিখিত হিন্দুসভ্যতার প্রকৃষ্ট নিদর্শনসমূহকে, মূল্যবান্ বলিয়া

প্রত্যেক হিন্দুরই জ্ঞানকরা কর্ত্তব্য এবং রক্ষাকরিতে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করা উচিত। ইংলণ্ডের Public-School-সমূহে যেরূপ ইংরাজজাতির বিশিষ্টতা শিক্ষাদেওয়া হয়, হিন্দুদিগের স্কুল ও কলেজেও সেইরূপ হিন্দুসভ্যতার বিশিষ্টতা শিক্ষাদেওয়া কর্ত্তব্য। কেবল দেখিতে হইবে ইহার ভিতরে সঙ্কীর্ণতা এবং অন্যজাতির প্রতি ঘৃণা কিম্বা বিদ্বেষ না আসিয়া পড়ে।

(১২)—১১ নিমিত্ত পৃঃ ১৩৬ দেখুন—ভগবদনুগ্রহ। আমাদিগের দেশের এবং হিন্দুজাতির বর্ত্তমান দুর্দ্দিন সুদিন করিবার অভিপ্রায়ে এই পুস্তকে অনেক কথা বলিয়াছি। কিন্তু ভয় হইতেছে তাহা 'কথার কথায়' পর্য্যবসিত হইবে। আমাদিগের উন্নতির প্রধান অন্তরায় আমাদিগের একতার অভাব। হিন্দুরা পরস্পরকে ঘৃণাকরেন, ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পরকে সন্দেহের চক্ষুতে দেখেন ও শত্রু বলিয়া জ্ঞানকরেন। কিন্তু প্রীতি, যাহা হইতে একতার উদ্ভব হইবে, কোথা হইতে আসিবে? আমাদিগের অনেক নেতা আমাদিগের একতার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। আমরা আমাদিগের নিজেদের ক্ষমতার উপরে এ পর্য্যন্ত অত্যধিক পরিমাণে নির্ভর করিয়াছি। যদিও আমাদিগের পরস্পরের প্রতি সন্দেহ-নিরাকরণ-কার্য্যে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা উচিত নয়, তত্রাচ আমরা বিস্মৃত হইয়াছি যে ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত আমাদিগের বর্ত্তমান নানাবিধ দুর্গতির (যাহার প্রধান কারণ আমাদিগের একতার অভাব) অবসান হইবে না। আমরা এমন পাপী যে ভগবানের নিকটে যাইয়া প্রার্থনা করিতেও আমাদিগের সাহস হয় না। ভগবান্‌কে এতদিন কেবল বিপদের সময়ে আমরা ডাকিয়াছি, এবং অন্য সময়ে সম্পূর্ণরূপে তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়াছি। আমাদিগের সন্দেহ হয় যে আমাদিগের

ন্যায় এরূপ অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে ভগবান্ কি দয়া করিবেন এবং আমা-দিগের প্রার্থনায় কি তিনি কর্ণপাত করিবেন?

আমরা নিয়ত অর্থ ও সম্মানের নিমিত্ত কত অসদুপায় অবলম্বন করিতেছি, ধর্ম্মের নামে কত দলাদলির সৃষ্টি করিতেছি, কত বক্তৃতা, কীর্ত্তন ও বৈষ্ণবতার ভাণ-দ্বারা আমাদিগের আন্তরিকতার অভাবকে গোপনকরিতেছি, তাহার ইয়ত্তা নাই! যদি আমরা কপটতা পরিহার করিতে পারি, আমাদিগের নিরাশ হইবার কারণ নাই। এই বঙ্গকে দয়ার অবতার চৈতন্যদেব অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং এই বঙ্গে তাঁহার প্রিয়তম ভক্ত মানবপ্রীতির মূর্ত্ত-প্রতীক বাসুদেব দত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য-১৫শ) লিখিত আছে যে, কাঞ্চনপল্লী (কাঁচরাপাড়া)-নিবাসী বাসুদেব দত্ত চৈতন্যদেবকে বলিয়াছিলেন—

"জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে,
সব জীবের পাপ, প্রভু, দেহ মোর শিরে।
জীবের পাপ লয়ে মুই করি নরক-ভোগ,
সকল জীবের, প্রভু, ঘুচাও ভবরোগ।"

বাসুদেবদত্তের সমধিক আধ্যাত্মিক উন্নতি যে চৈতন্যদেবের কৃপা-নিমিত্ত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বাসুদেবদত্তের অসাধারণ আধ্যাত্মিক উন্নতি হইলেও, চৈতন্যদেব তাঁহাকে সংসারত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যব্রত অবলম্বনকরিতে বলেন নাই। বরঞ্চ তিনি আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিতেন বলিয়া তাঁহার প্রতিবেশী শিবানন্দ সেনের পরামর্শানুসারে তাঁহাকে সাংসারিক ব্যয় করিতে চৈতন্যদেব অনুরোধ করিয়াছিলেন। বাসুদেবের গুরু চৈতন্যদেব যে কত পাপিষ্ঠকে তাঁহার বুকের নিকট টানিয়া লইয়া তাহাদিগকে হরিনাম-সুধা

পানকরাইয়া মোক্ষপ্রাপ্তির উপযোগী করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই (গৌঃ কাঃ-পৃঃ ৩০৯) ! চৈতন্যদেবকে প্রহার এবং অন্যপ্রকারের অপমান করিতে উদ্যত বালাজীর ন্যায় দুষ্ট ব্যক্তিকে অসীম দয়ানিধি চৈতন্যদেব নিকটে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—

"এস, সাধু, মোর কাছে হরিনাম দিব।
তোমার পাপের ভার উতারিয়া নিব॥"

চৈতন্যদেব বিষের ন্যায় বিষয় ও স্ত্রীলোককে বিবেচনাকরিতেন; ইহা সত্য। কিন্তু তিনি স্ত্রীলোককে ঘৃণা করিতেন না; অবাধমিশ্রণে পাছে তিনি প্রলুব্ধ হন্ এবং তাঁহার চিত্ত কলুষিত হয়, এই ভয়ে তিনি মাতা এবং মাতৃস্থানীয়া শ্রীবাস-পত্নী মালিনী প্রভৃতি নারী ব্যতীত আর কোন স্ত্রীলোককে নিকটে আসিতে দিতেন না। তিনি জাতিবর্ণ এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেরই মুক্তির নিমিত্ত সর্ব্বদাই নিজে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন এবং ভগবানের নিকট সকাতরে প্রার্থনা করিতেন। তিনি সত্যবাই ও লক্ষ্মীবাই, ইন্দিরা প্রভৃতি কলুষিতচরিত্রা মুরারিগণ (দেবদাসীগণ) এবং বারমুখীপ্রভৃতি পতিতা রমণীগণের দুঃখে বিচলিত হইয়া তাহাদিগের উদ্ধারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যখন নীলাচলে জগন্নাথদেবমন্দিরে একজন উড়িয়া স্ত্রী তাঁহার স্কন্ধের উপর পদস্থাপন করিয়া একাগ্রচিত্তে জগন্নাথদেবকে দর্শনকরিতেছিলেন, তখন তাঁহার ভৃত্য গোবিন্দ তাঁহাকে ভর্ৎসনাকরিতে আসিলে, গোবিন্দকে চৈতন্যদেব নিবারণকরিয়া বলিয়াছিলেন, যে এরূপ ঈশ্বরে তন্ময়তা তাঁহার (চৈতন্যদেবের) হয় নাই (অর্থাৎ ঐ নারী ভগবান্‌কে দেখিয়া পৃথিবীর সমস্ত বস্তুকে বিস্মৃত না হইলে, তাঁহার স্কন্ধে পদস্থাপন করিতেন না) এবং এরূপ ভগবদ্‌ভক্তিপূর্ণা নারীর সংস্পর্শে তাঁহারও মনে ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ-ভাব উদয়হইতে পারে (গৌঃ কাঃ পৃঃ ৩০০)।

চৈতন্যদেবের উচ্চজাতিবর্ণজনিত অভিমানশূন্যতার বিষয় পূর্ব্বে (পৃঃ ৬০) আলোচনাকরিয়াছি। তিনি অতীব বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হইলেও তর্ক-প্রয়াসী ব্যক্তিকে সর্ব্বদা জয়পত্র লিখিয়া দিতে উদ্যত ছিলেন (গৌঃ কাঃ পৃঃ ৪৩৩)। তাঁহাকে ঈশ্বর বলিলে তিনি বিরক্ত হইতেন এবং সার্ব্বভৌম 'ভগবান্' বলিয়া দুইটী শ্লোক রচনাকরিয়া দিলে, তিনি খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন (গৌঃ কাঃ পৃঃ ২২৭)। চৈতন্যদেবের ধন, যশঃ ইত্যাদির প্রতি গভীর বিরাগ দেখিয়া গোবিন্দ কর্ম্মকারের অতি সঙ্গোপনে তাঁহার দাক্ষিণাত্যভ্রমণের করচা প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল (গৌঃ কাঃ ৩৩২)। সেইজন্য বলিতেছি যে বিষয়াসক্তিশূন্য, নিরভিমানী, দীনবন্ধু, মানবপ্রীতির অবতার চৈতন্যদেব ঈশ্বর-সন্নিধানে উপস্থিত থাকিতে আমাদিগকে (হিন্দু স্ত্রী-পুরুষকে) নিরাশ হইতে হইবে না। যদি আমরা তাঁহার সমভিব্যাহারে ভগবৎ-সমীপে অগ্রসর হইতে পারি এবং ভগবান্কে এবং ভগবানের এই আদর্শ ভক্তকে আন্তরিকতার সহিত একতার জন্য—আমাদিগের পরস্পরের প্রতি প্রীতির জন্য—এবং আমাদিগের দেশবাসীর বর্ত্তমান নানাবিধ দুরবস্থার অবসানের নিমিত্ত—সর্ব্বদা প্রার্থনাকরি, আমাদিগের প্রার্থনা অবশ্যই ফলবতী হইবে।

Shall that blest day arrive
When they, whose choice or lot it is to dwell
In crowded cities, without fear shall live
Studious of mutual benefit ; and he
Whom Morn awakens, among dews and flowers
Of every clime, to till the lonely field,
Be happy in himself ?—The law of faith

Working through love, such conquest
shall it gain,
Such triumph over sin and guilt achieve ?
Almighty Lord, Thy further grace impart !
And with that help the wonder shall be seen
Fulfilled, the hope accomplished and thy
praise
Be sung with transport and unceasing joy—
Wordsworth.

নাম ও বিষয়—সূচী

The following five books may be had from the Author S. C. De, 11, Ray Street, Post-office Elgin Road, Calcutta—

PUBLISHED IN MARCH, 1928—

1. KALIDASA AND VIKRAMADITYA

(*Historical and Literary*)

Double Crown, 16mo, antique wove paper, bound in cloth, 575 pages (price Rupees Three, postage extra)

by

S. C. DE, M. A. B. L., I. E. S. (Retd.)

Contents—

Preface

Introduction.

Chap. **I**—Kālidāsa and Vikramāditya of 58 B. C.

" **II**—Kālidāsa and Yaśodharman.

" **III**—Kālidāsa and the Guptas.

All the best passages have been quoted and their translations given.

Extracts from a few letters :—

Dr. F.J. C. Hearnshaw M. A. LL. D., Professor of History, King's College, London—

"...Your scholarly work on Kālidāsa. I have examined it with great interest. The quotations reveal a writer of remarkable power with a striking insight into both nature and human character. Your examination of the date and circumstances of the author is a masterpiece of scholarly analysis. There can be no doubt that you fully establish your contention (p. 44) that Kālidāsa belongs to the fifth century of the Christian era. The book opens up new vistas of thought and emotion to a western reader."

Dr. L. D. Barnett, Professor of Indian History, London University—

"...Your work is very interesting."

Prof. Dr. M. Winternitz, University Prague—

"...The book will, I trust, serve to spread and increase among your countrymen a knowledge of their greatest poet and his immortal poetical works."

Prof. Dr. Sten Konow. Ethnographic Museum, Oslo—

" I have already read most of your book and I have read it with great pleasure. You show a sound criticism and an astonishing acquaintance with the learned literature on Kālidāsa, and your book has in this way become a very useful work of reference. If you had read my book on the Indian drama you would have known that I am in thorough agreement with many of your views, but I do not agree in all details...The chief thing is that your own book shows that you are spending your time of retirement in a way which is not only calculated to relieve the monotony of retirement, but also to be of profit to others."

H. J. Rapson Esq., M. A. Cambridge University—

"Mr. De shows a real appreciation of the

beauty of Kālidāsa's poetry and also an intimate acquaintance with the historical evidence on the question of Vikramāditya. In my opinion, the conclusion at which he has arrived is most probably correct."

The Statesman of Calcutta, September 23rd, 1928—

...*Kalidasa* and *Vikramaditya*, By S. C. De (Calcutta, Orphan Press, Rs. 3)—

"Professor S. C. De who has retired from the Indian Educational Service after over a quarter of a century's work is a wellknown scholar and his book *Kalidasa* and *Vikramaditya* shows it. He has dealt exhaustively with the history of the time and the writings of India's immortal poet. First of all comes the inevitable discussion on the date of Kālidās. Prof De's opinion is that he lived somewhere between 400 and 473 A. D. during the reign of the Gupta kings. Antiquarians may not accept the conclusion, but they will admit that the materials available have been analysed skilfully and impartially. The chapter on "the centre of the Poet's activities", and "the condition of the Hindu society in the time of Kālidās", and "the Brāhmanic revival" will be read with great interest by historians,

while the critical analysis of both the *kavyas* and *natakas* of Kālidās will give immense pleasure to those with poetic tastes. The book is a most valuable contribution to the immense literature that has grown round the work of Kālidās both in India and in other countries."

II. Stray Thoughts—

(illustrated) in Five Parts : about 600 pages with indexes—(published in April 1931)—

Part I—Public speeches in Ancient and Medieval India.

„ **II**—Action in oratory ; the Sublime and the Ludicrous.

„ **III**—India and Ceylon ; some evidence of the authenticity of the main incidents of Vālmiki's Rāmāyana ; and the condition of the Indian Aryan Society in the time of the Rāmāyana.

Part IV—Bombay, Elephanta, Nāsik (Panchavati), Anegundi (Kishkindhyā), Hampi (Vijayangar).

Part V—Why should we read the works of Kalidāsā ?

Price Rupees three and annas eight only ; postage *extra*. To be had from the author, 11, Ray Street, Elgin Road P. O., Calcutta.

Opinions :—

R. B. Ramsbotham, Esquire, M. A., B. LITT. (OXON.). M. B. E., I. E. S. **Principal, Chittagong College, Bengal—**

"I read your book with much pleasure. It is a most companionable book......The book should be widely read, for it is a cultured and charming piece of work."

R. Marrs Esquire M.A. (OXON.). C. I. E., I. E. S., (Retired). **Principal. University College Colombo,**

"The volume you sent me should certainly prove of real interest to the Sinhalese, particularly the portion which contains a list of words common to the Bengali and Sinhalese languages......Your book is evidence of wide scholarship and knowledge of eastern and western literatures and is thus......of first class importance in these days of estrangement, which in the Republic of Letters at least brings men of intelligence together in mutual nnderstanding and goodwill."

FROM THE LIBERTY, the 18th Oct ,1931.

"**Stray Thoughts** :—By S. C. De, M. A., B. L., I. E. S., (Retd) Published by the author from 11, Ray Street, Elgin Road P. O., Calcutta, Price Rs. 3-8 as.

Mr. S. C. De, late of the Indian Educational Service, has from time to time done immense service to the scholarly world by his writings. The present volume is the fruit of the compilation of some of those writings

Stray Thoughts—the name given has not been of a careful and judicious choice. First of all his thoughts are not stray, for stray thoughts leave no permanent impression on the minds of the thinking public, which his book very admirably does. Secondly his book might have been more scientifically and systematically edited.

Of the different chapters in the book, the third chapter "India and Ceylon" has the claim to be ranked as a philological research-work of the first class. This chapter is a separate volume by itself, so splendidly written, being antiquarian in value and interest.

The fourth chapter embodies the author's experience acquired by travelling in a few places in South and West India, having some archaeological ruins of bygone days.

The first two chapters of the volume deal with the art of persuasive speaking in ancient India and what are the chief elements in oratory,

while the last chapter (Ch. V) is an excellent criticism on the works of Kālidās and his impartial recommendation as to what treasures that immortal poet has left for all ages.

The treatment of the book is anything but systematic. It seems that the author either has no idea that systematic arrangement of matters is one of the principal qualities that mark the modern art of bookwriting or that to his peculiar aptitude for holding to the public the charm of industry of writing bigger volumes he has lost sight of the fact that were the fourth chapter of the book 'India and Ceylon' published as a separate book it could have readily captured the imagination of scholars. And the last though not the least of all defects to our eyes is that such a big volume dealing with so different subjects should be lacking in prolegomena, though the author has a peculiar delight in writing a dedication by way of exalting his native village, Kanchrapara of Kānchanpalli.

Barring these defects the book, we hope, will be widely accepted by those who are in need of such books and the defects if removed in a later edition will make the volume under review a

complete book of diligent research and sound scholarship.

H. R.

United India and Indian States.

EDITOR :

K S K. IYENGER.

Delhi ; 14th March, 1931.

Stray Thoughts is the modest title of a bulky and learned volume. by Mr. S. C. De (11, Ray Street, Elgin Road, P. O, Calcutta), which is really five books, each complete with a separate index and separate paging, bound together and given one common title. The first of these books deals with public speeches in ancient and medieval India, as may be gleaned from Sanskrit and Prākrit literature (chronologically arranged). In this the author points out after giving a number of Sanskrit quotations with their translations, that though forensic oratory and eloquent appeal to the masses are rare in the literature of ancient and medieval India, still carefully prepared speeches addressed to select audiences are to

be found, specially in the epics. Mr. De has the frankness to admit that as the instances adduced by him are culled mostly from literature and not from life, they are to some extent artificial, though at the same time he asks us to remember that literature "receives its chief value from the stamp and esteem of ages through which it has passed." There is the view of Dr. Keith that India produced no oratory despite the distinct power often displayed both in the epics and classical *Kavyas* of the rhetorical presentment of a case by opposing disputants. While noting this view, Mr. De labours to prove that the ancient Hindus understood the value of sober history. Dr. Buhler's criticism, however, that Pandits had a greater liking for the wonderful legends of the heroic age and for the no less marvellous stories of those kings whom for one reason or another they had lifted out of the sphere of matter of fact history, than for sober history or for sober biography, has been left practically unanswered by Mr. De, because it would lead 'to tracing the history of Brāhmanic psychology from the earliest time, a task beyond the competency of the present writer.' In concluding this subject, Mr. De criticizes Dr.

Keith's view that the belief of the Indians in the Law of Karma is responsible for their lack of historical sense. The second book includes the two subjects "Action in Oratory" and "The Sublime and the Ludicrous in Literature". With a remarkable wealth of illustrations, Mr. De has in the first of these articles, brought out the value of action in oratory and in the second he has analyzed and illustrated, with quotations from English, Sanskrit and Bengali literature, the elements of the sublime and the ludicrous in literature, such as irony, wit and humour. Book No. III contains three articles, the first of which shows how Ceylon is culturally one with India, and how even the Sinhalese language has a number of common words with a Sanskritic language like Bengali. The second article, mainly on the basis of the geographical material in the Rāmāyan and of Ceylonese traditions and history, shows the authenticity of the main incidents of the Epic, contesting the view that the Rāmāyana is a mere nature-myth, that Lankā had no real existence, and that Simhala and Lankā were not identical. It has also been shown that the statement that the Rāmāyan was at first composed in Pāli or in some other Prā-

krit and then translated into Sanskrit, does not stand the test of scrutiny. The third article is devoted to the condition of the Indian Aryan Society in the time of the Rāmāyan. It brings out the accuracy of most of the geographical details mentioned in the epic, sums up the then prevalent ideas about such institutions as kingship and describes what may be gleaned about the administration of justice, the existence of arts, the condition of women, religious rites and ceremonies etc in that age. Mr. De thus points out that the Aryan Society in India as depicted in the Rāmāyan must have attained a high degree of civilisation more than three thousand years ago. He also draws attention to the continuity of that civilisation in its essentials up to the present day as a conclusive proof of its excellence. Book IV describes the author's visit to Bombay, Nāsik, Anegundi, Hampi and Chitrakuta. As all, excepting the first of these, have connection with the story of the Rāmāyan, and the history of Vijayanagar, the journey naturally recalled to his mind many incidents from history and the Epic, and this lends interest to his account of his trips. The last Book or Part of the volume is a short essay on "Why should we

read the works of Kalidāsa ?" Here the author draws attention to certain good points of these works and also stresses their importance as "they are likely to help us in solving some of the difficult problems of the present day." The whole work is characterized by deep scholarship and particularly bears evidence of the author's through study of the Rāmāyan and the extraordinarily wide range of his reading.

III. বাল্মীকির রামায়ণের প্রকৃত কথা

রামায়ণের সমাজ, অনেগুণ্ডি (কিষ্কিন্ধ্যা), হম্পি (বিজয়নগর) এবং সিংহল (সচিত্র)—মূল্য দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত।

১১ নম্বর রায় ষ্ট্রীট, এলগিন রোড ডাকঘর, কলিকাতা।

গ্রন্থকার—সতীশচন্দ্র দের নিকটে প্রাপ্য।

Opinion of Professor S. N. Chatterjee, M. A., Secretary Town School Howrah.

I thank you very much for your kindly presenting a copy of your **'Rāmāyaner Prakrita Kathā'**. I have read the book carefully, and also with some profit to myself, as you have tried in the book to fix the position of many places of antiquarian interest through which Rāmachandra is said to have passed during the

period of his exile as depicted in Vālmiki's Rāmāyan. Your description of Dandakāranya, Janasthān, Panchabati, and Kiskindhyā has cleared many misconceptions in the mind of the reading public, and you have certainly thrown a flood of light on many portions of the great Epic, which so long stood veiled for want of authentic information. Had I seen the book during the course of its preparation, I would certainly have requested you to introduce maps of those parts of Deccan which have reference to Rāmachandra's movements; for the photos of the important sites that have been inserted in the book do not appear to serve the purpose I refer to. Although there may be some difference of opinion about the origin of the terms "Bānar" and Rākshas" in the great Epic, still the interest you have created in the matter is really commendable. The book requires to be widely read. If the book had been slightly modified to suit the requirements of young boys, it could have been used as a textbook in some of the upper classes of High Schools.

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে, M. A., I. E. S. (অবসরপ্রাপ্ত) প্রণীত "রামায়ণের প্রকৃত কথা", "Kalidasa and Vikramaditya" এবং "Stray Thoughts" নামক তিনখানি পুস্তক আমি আদ্যোপান্ত

মনোযোগ-সহকারে পাঠকরিয়া পরম প্রীতি লাভকরিয়াছি। গ্রন্থকার প্রাচীন পুস্তকসকল হইতে ভারতের তৎকালীন ঐতিহাসিক তত্ত্ব দ্যোতনাকল্পে যে আয়াস স্বীকারকরিয়াছেন, গভীর গবেষণা করিয়াছেন ও অনুরূপ সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা সাতিশয় প্রশংসনীয় জ্ঞান করিলাম। আমি ইহা জাতীয় ইতিহাসের অংশবিশেষ বলিয়া গ্রহণ করিলাম। মন্তব্যগ্রহণের ধারা দেখিয়া আমার Shakespeareএর বিখ্যাত দার্শনিক সমালোচক Gervinusএর সমালোচনা স্মরণ হইল। এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচারে সমাজের অশেষ মঙ্গল হইবে বলিয়া আমার পূর্ণ বিশ্বাস। গ্রন্থকার মহাকবিদের যে সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা হইতে, আমার ধারণা, অবসর-অভাবে যাঁহারা কালিদাস ও বাল্মিকীর মূল অধ্যয়নে অক্ষম তাঁহারা ইহাদের অতুলনীয় শ্রেষ্ঠ অংশগুলির কথঞ্চিৎ রসাস্বাদ ও সৌন্দর্য্যগ্রহণে সক্ষম হইবেন। ইহা প্রায় ইংরাজীর Dodd's Beauties of Shakespeareএর অনুরূপ হইয়াছে।

১৭ই ফাল্গুন, ১৩৩৯ সাল। — শ্রীকান্তিচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ গঙ্গোপাধ্যায়স্য।

I have read with much interest the "Ramayanakatha", "Stray Thoughts" and "Kalidas and Vikramaditya" by Babu Satis Chandra De, M. A., I. E. S. (retired), a veteran educationist. His attempts to localise, now, the old holy places of historical importance and the inferences drawn by him from the descriptions of the old

world-poets have been admirable. I think the energy displayed by him in this direction has been crowned with success. These books, no doubt, are mightly factors towards the spread of culture and knowledge, as they inculcate basic truths, underlying all ethical codes of the civilised world. Such works are the blessings of a country.

Bhupendra Kumar Basu,
1 March, 1933.

কৃষ্ণনগর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে, এম. এ, বি. এল., আই. ই. এস্ প্রণীত "রামায়ণের প্রকৃত কথা" নামক গ্রন্থ পাঠকরিয়া পরম প্রীতি লাভকরিলাম। গ্রন্থের আবরণের পারিপাট্য, ১১ খানি সুন্দর চিত্রের সমাবেশ, গ্রন্থের বর্ণনার মাধুর্য্য ও গবেষণার ভব্যত্ব বিবেচনায় দেড়টাকা মূল্য অধিক হয় নাই। গ্রন্থকর্ত্তা প্রথম অংশে রামায়ণের প্রতিপাদ্যবিষয়ের বিবরণ দিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যা, চিত্রকূট ও নাসিকের দ্রষ্টব্য মন্দির, আশ্রম, পর্ব্বত, নদী ও গহ্বরের চিত্রসহ নিজের অভিজ্ঞতামূলক অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্রের সময়ে রামায়ণের সমাজ কিরূপ ছিল তাহার বিস্তৃত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা এই গ্রন্থের এক বিশেষত্ব। দ্বিতীয় অংশে গ্রন্থকর্ত্তা কিষ্কিন্ধ্যা, বিজয়নগর ও লঙ্কার বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। এই অংশে প্রদত্ত কিষ্কিন্ধ্যার তুঙ্গভদ্রানদী ও পম্পাসরোবর, বিজয়নগরের পম্পাপতি-মন্দির এবং সিংহলের কাণ্ডি-নগরস্থিত বুদ্ধদেবের দন্তমন্দির ও বৌদ্ধ

ধর্ম্মের কেন্দ্র অনুরাধপুরস্থ মহাস্তূপের চিত্র অতি মনোরম। গ্রন্থের শেষে সিংহলী ও তৎসদৃশ বাঙ্গালা কথার দৃষ্টান্ত এবং গ্রন্থোক্ত নামসূচী প্রদত্ত হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস গ্রন্থকারের "Stray Thoughts" নামক বৃহৎ পুস্তকের কতকগুলি বিষয় এই গ্রন্থে অনূদিত হইলেও "রামায়ণের প্রকৃত কথা" একখানি অভিনব মনোহর গ্রন্থরূপে সমাদৃত হইবে। বঙ্গদেশীয় বিদ্যালয়সমূহের পারিতোষিক-পুস্তক এবং সাধারণ পাঠাগারে ব্যবহৃত পুস্তকরূপে ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীহেমচন্দ্র সরকার এম. এ,
প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক
ও
প্রেসিডেন্সী বিভাগের বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক।

IV গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী

মূল্য দুইটাকা চারি আনা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র—গ্রন্থকার সতীশচন্দ্র দে; ১১ রায় ষ্ট্রীট, এল্‌গিন্ রোড ডাকঘর, কলিকাতায় প্রাপ্তব্য; কাপড়ে বাঁধা, পৃষ্ঠা ৬০০।

আমার এই গ্রন্থরচনার প্রথম উদ্দেশ্য—আমাদিগের গ্রামের ন্যায় বিশিষ্ট পল্লীগ্রামের (কাঁচরাপাড়ার) বর্ত্তমান অবনতির কারণ নির্দ্দেশ এবং কি উপায় অবলম্বনকরিলে পুনরায় এই প্রকার গ্রামের উন্নতি হইতে পারে তাহার নির্দ্ধারণ। দ্বিতীয়তঃ—কাঁচরাপাড়াগ্রামের অধিবাসীদিগকে (যাঁহারা গ্রামে বাস করিতেছেন এবং যাঁহারা বিদেশে আছেন) গ্রামের মঙ্গলের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবার নিমিত্ত উদ্বুদ্ধ

করা। তৃতীয়তঃ—কাঁচরাপাড়ানিবাসী—সেনশিবানন্দ, কবিকর্ণপূর, শ্রীনাথপণ্ডিত (কৃষ্ণদেব-বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাতা), জগদানন্দপণ্ডিত, বাসুদেব দত্ত প্রভৃতি, গৌরাঙ্গদেবের ভক্তমণ্ডলীর বিষয় জনসাধারণকে জ্ঞাপন। চতুর্থতঃ—কাঁচরাপাড়ানিবাসী বিখ্যাত কবিবরদ্বয়ের—কবিকর্ণপূরের এবং ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের গ্রন্থাবলীর সমালোচনা এবং তাঁহাদিগের স্মৃতি-বার্ষিকীর অনুষ্ঠান। আমার পঞ্চম উদ্দেশ্য চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-বিষয়ক গোবিন্দদাসের করচার ঐতিহাসিকতার বিষয়ে পুনরালোচনা এবং চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্যভ্রমণের স্থানগুলি-নির্দ্ধারণ। আমার শেষও মুখ্য উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রতিম আদর্শ-মানব চৈতন্যদেবের আমাদিগের কাঞ্চনপল্লীতে শুভপদার্পণের এবং তাঁহার কাঞ্চনপল্লীনিবাসী ভক্তগণের স্মৃতি-বার্ষিকীর অনুষ্ঠান।

হাওড়া জজ আদালতের প্রবীণ উকিল পরমভাগবত পরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের "গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী" সম্বন্ধে অভিমত—

"আমার বিশেষ সৌভাগ্য-ক্রমে গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে মহাশয়ের সহিত আলাপ হয় এবং তাঁহাকে একখানি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ আমি পড়িতে দিই। উক্ত গ্রন্থের কৃপায় তাঁহার হৃদয়ে এক নূতন ভাবের উদয় হয়। মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণ বিশেষতঃ কাঁচরাপাড়ানিবাসী সেন শিবানন্দ ও বাসুদেব দত্ত ও অন্যান্য ভক্তগণ সম্বন্ধে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে বহু গ্রন্থ আলোচনাকরিয়া 'গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী' গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণ এবং কাঁচরাপাড়াসম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারা যাইবে।"

আশা করি মহাপ্রভুর কৃপায় গ্রন্থকার ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হইবেন। যত্তপি এই গ্রন্থপাঠে একটী পাঠকেরও হৃদয়ে ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয় তাহা হইলে আমিও সার্থক হইব।"

Opinion of Professor J. N. Sen Msc. (Gold-medallist) and Research-scholar and Viceprincipal N. D. College, Howrah—

"I have looked through the book entitled 'Gaurangadeva and Kanchanpalli' by Principal S. C. De, M. A, B. L., I., E. S. (Retd). The author is wellknown for his sound scholarship in educational circles. After retirement from active service he has devoted his time and attention to the betterment of Bengali literature. In this book he has surveyed the condition of Bengali villages in the early fifties of the last century and specially of Kanchanpalli or Kanchrapara, once a prosperous village in the District of Nadia and now reduced to ruins, and has suggested practical steps towards improving the condition of the villages of Bengal. He has next passed on to the writings of the great poet Isvarchandra Gupta of the same village and has nicely brought out the points of excellence of his numerous writings. He has indeed done a great service to the Bengali literature by drawing the attention

of the public to the almost forgotten writings of this great poet. Kanchanpalli was visited at one time by the Great Religious Reformer Śri Chaitanya ; and this has led the author to the teachings of this Great Man who is regarded as an incarnation of God. He has brought his scholarship to bear on this intricate and abstruse subject and has shown that the cult of Vaishnavism stands for spiritual democracy and that the evil effects of the caste-system which have been eating into the vitals of the Hindu Society are absent here. The book will prove to be a valuable contribution to Bengali literature for ripe scholarship and original thought on the social and religious aspects of Bengalee life.

অগ্রজপ্রতিম

শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দে, এম. এ, বি. এল,

করকমলেষু—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার লিখিত 'গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থখানি মনোযোগসহকারে আদ্যোপান্ত পড়িয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইলাম। আপনার এই গ্রন্থ-রচনার সাধু উদ্দেশ্য বর্ত্তমান সময়ে সকলেরই গ্রহণীয়। আমাদের এই প্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালী গ্রাম

ধ্বংসের পথে আসিয়াছে, আপনি সেই গ্রামকে আবার সমুন্নত করিতে চাহেন। অন্যান্য উপায়ের মধ্যে গ্রামের অতীত গৌরবের মহিমাময়ী স্মৃতি জনসাধারণের চিত্তে সম্যক্‌রূপে উদ্দীপিত করিবার জন্যই বহু চিন্তা ও পরিশ্রমের দ্বারা এই গ্রন্থ রচনাকরিয়াছেন।

গৌরাঙ্গদেবের জীবনী ও ধর্ম্মসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা বহু পরিশ্রমের ফল। স্থান, কাল প্রভৃতি বিষয়ে অনেক মতভেদের যেরূপ সুমীমাংসা করিয়াছেন তাহাতে আশাকরি এই গ্রন্থখানি পড়িয়া সকলেই উপকৃত হইবেন। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশ ও সমাজ যাহা চাহিতেছে, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জীবন ও ধর্ম্মের সুযুক্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ আলোচনা হইলে তাহা যে পাওয়া যাইবে, ইহাও আপনি অতি উত্তমরূপে দেখাইয়াছেন। আপনার অভিপ্রেত উৎসব ও স্মৃতিসভাগুলির অনুষ্ঠান আমাদের কাঞ্চনপল্লীগ্রামে অচিরে আরম্ভ হউক ও আপনি যেরূপ সুযুক্তিপূর্ণ ও উদার প্রণালীতে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জীবনী ও ধর্ম্ম বুঝিয়াছেন, দেশের ছেলে মেয়েরা সেই ভাবে এই ধর্ম্ম বুঝিয়া দেশের কল্যাণসাধনের জন্য একতাবদ্ধভাবে নিযুক্ত হউক, ইহাই আমার প্রার্থনা।

শিক্ষা-বিভাগের উচ্চতমশ্রেণীর কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া আপনি এই অবসরের যেরূপ সদ্ব্যবহার করিতেছেন, অশেষ পরিশ্রম করিয়া দেশের সাহিত্য, ধর্ম্ম, ইতিহাস ও সমাজের সেবায় যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, আমাদের দেশের প্রতিভাশালী শক্তিমান্ ব্যক্তিগণের জীবনে তাহা অতীব বিরল। আপনি সুস্থদেহে দীর্ঘজীবী হইয়া জীবনের এই কল্যাণব্রত উদ্যাপিত করুন। ইতি—

স্নেহার্থী শ্রীনৃত্যলাল মুখোপাধ্যায়

(Retired Assistant Surgeon, F. T. S, রায়সাহেব)।

ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুল-ইন্‌স্‌পেক্টার শ্রীহেমচন্দ্র সরকার, এম্‌, এ, লিখিয়াছেন—

"আপনার 'গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী' অসুস্থ অবস্থায় একবার পড়িয়াছি এবং পরম আনন্দলাভ করিয়াছি।"

রায় দীননাথ সান্যাল বাহাদুর, এল. এম. এস., অবসরপ্রাপ্ত সিভিল-সার্জ্জন এবং বিখ্যাত সাহিত্যিক গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগর হইতে লিখিয়াছেন,

"আপনার 'গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী' পাঠকরিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আপনি যেরূপ অক্লান্ত মনে পল্লীমাতার অর্চ্চনা করিয়াছেন, এমন করিয়া মাতৃ-ঋণ শোধকরিতে আর কেহ চেষ্টা করিয়াছেন কিনা আমার মনে হইতেছে না।"

৺কাশীনাথ মল্লিকের কলিকাতা ১৬১ হ্যারিসনরোডস্থিত টোলের অধ্যক্ষ পরমভাগবত শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"আপনার পুস্তকখানি তাত্ত্বিক অংশে আমাদিগের সহিত সম্পূর্ণ মিল না হইলেও অন্যান্য অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আপনার পুস্তকে সন্নিবেশিত হওয়াতে, ইহা ভালই হইয়াছে।"

চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায়, কাব্যতীর্থ, কাব্যকণ্ঠ, যোগবিশারদের পত্র হইতে নিম্নে কতিপয় ছত্র উদ্ধৃত হইল—

"আপনার উদার হৃদয়ের দান 'গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী' মাথা পাতিয়া লইয়াছি। বইখানি আগাগোড়া দুইবার পড়িয়াছি। এই প্রৌঢ় বয়সে আমার প্রাণে বিস্মৃতপ্রায় বাল্যস্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে। অদৃশ্যা মহাকালীকে মনে মনে বলিয়াছি—

হে জননী! কর পুনঃ বালক আমায়।
ছুটে গিয়ে খেলা করি কাঁচরাপাড়ায়॥

আপনি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে কাঁচরাপাড়াকে দেখিয়াছেন, অণু-পরমাণু বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিগত বিভবের পরিচয় লইয়াছেন, কর্ম্মক্লান্ত-জীবনের বিরলপ্রাপ্ত অবসরে—এত সংবাদ কেমন করিয়া সংগ্রহকরিয়াছেন, তাহা আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগম্য। সাধকের কাছে বিজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান যেমন অভিন্ন, আপনার কাছে জননী ও জন্মভূমি তেমনি এক হইয়া গিয়াছে। অকৃতজ্ঞ আমরা জন্মভূমির বুকে শৈশব-দৌরাত্ম্যের শত চিহ্ন রাখিয়া আসিয়াছি, অথচ সেই মাকে আমরা ভুলিয়া আছি। আপনি প্রত্নতত্ত্ববিদের মত, ঐতিহাসিকের মত, কাঁচরাপাড়ার ধূলার বালি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছেন; মাতৃভূমির মহাশ্মশানে দাঁড়াইয়া চোখের জল ফেলিয়াছেন! আপনি কাঁচরাপাড়ার মৃত ও জীবিত উভয় অধিবাসীদিগের নামোল্লেখ করিয়াছেন। আপনার পুস্তক পড়িয়া মনে হইতেছে কাঞ্চনপল্লী সত্যই একদিন কাঞ্চন-পল্লী ছিল। কাঁচরাপাড়ার মাটী—সত্যই আমাদের মা—টী।

ভগবান্ গৌরাঙ্গদেবের শ্রীচরণে প্রার্থনা করি আপনি দীর্ঘজীবী হউন, আপনার তপস্যাবলে কাঞ্চনপল্লীর ভগ্নস্তূপের ভিত্তির উপর আবার যেন রত্নমালিনী রাজপুরী নির্ম্মিতা হয়। সে মাতৃমন্দিরের ভাস্করজ্যোতিঃ ও নিপুণ কারু দেখিয়া শেষ জীবনেও আমরা যেন জন্ম-ভূমির জয়ধ্বনি করিতে পারি।

দাদা! আপনার গ্রন্থ-রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। আমার মত অভাগার মন কাঁচরাপাড়ার জন্য বেদনাবিদ্ধ ও ব্যাকুল হইয়াছে। আগামী ৬ই মাঘ, শনিবারে কাঁচরাপাড়ায় যাইব, আপনার

অতিথি হইয়া—আপনার পুণ্য-প্রাঙ্গণের পূত রেণু শিরোভূষণ করিয়া এ জীবন ধন্য করিব।”

V বৈদ্যনাথ, হিন্দুসমাজ ও পল্লী-সংগঠন ;

মূল্য বার আনা ; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র : ১১নং রায় ষ্ট্রীটে (এলগিন রোড পোষ্ট-অফিস) গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।